উপন্যাস সিরিজের চতুর্দ্দশ সংখ্যা

লক্ষ্য-পথে

"বিক্রমপুরের ইতিহাস", "পরশমণি" ইত্যাদি বিবিধগ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

১লা কার্ত্তিক, ১৩২৭।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
শিশির পাবলিশিং হাউস্ হইতে
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র রায়,
বিউটী প্রেস
২৪২-১, অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি

Library

প্রদত্ত হইল

উপহার

সুকবি শ্রীমান্ শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষের

করকমলে স্নেহোপহার প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বত্র নারী-সমস্যা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। সে স্রোতের আঘাতে ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলা-দেশেও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অসহায়া হিন্দু বিধবার সমাজে স্থান কোথায়? তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে? কি তাদের কর্ত্তব্য? এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহারি একটা মীমাংসার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাল-মন্দ বিচারের ভার পাঠক সাধারণের উপর ও সমাজের হিতকামী বিশেষগজ্ঞগণের সমাধানের উপর নির্ভর করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র ভূমিকা শেষ করিলাম।

৫৪।১ নারিন্দা—ঢাকা
৩০শে আশ্বিন, ১৩২৭।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

লক্ষ্য-পথে

(১)

প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় সে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাসী সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে আসে। সে যখন আসে তখন সেখানে একটা রূপের লহর খেলিয়া যায়। পুরুষ ও নারী সকলেই একবাক্যে এই যুবতীর অপরূপ রূপের কথা আলোচনা করে। অকুণ্ঠিত ভাবে সতেজ ও সরল সাহসের সহিত কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে সে গঙ্গার শীতল জলে অবগাহন করিয়া গরদের শুভ্র সুন্দর সাড়িখানা পরিয়া নবীনা তপস্বিনীর মত চলিয়া যায়। যুবকেরা প্রলুব্ধ নেত্রে মধুলব্ধ ভ্রমরের মত আকাঙ্ক্ষা-আবেগে অপলকে নির্লজ্জের মত চাহিয়া থাকে—যতদূর পর্য্যন্ত তাহাকে দেখা যায়, ততক্ষণ চাহিয়া থাকে, তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়।

কে এ তরুণী? তখনও কাশীর লোকে ভাল করিয়া তাহার পরিচয় পায় নাই। পুণ্যতীর্থ বারাণসী সদা আনন্দময়, কত দেশের কত নর নারী প্রত্যহ আসিতেছে যাইতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে? ভারতের প্রত্যেক দেশের লোক এখানে আসে,—কিন্তু তাহারা কেহই কাশীর স্থায়ী অধিবাসীরূপে থাকে না। বাঙ্গালীর বেলা তাহা নহে—কাশীতীর্থ বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ও অপযশ এ দুইটী লইয়াই জীবিত। বাঙ্গালী দাতাগণের অসংখ্য ছত্র ও মঠ যেমন শতশত বুভুক্ষিত নরনারীর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে ও আশ্রয় জোগাইতেছে, কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে তেমনি অন্যদিকে

বাঙ্গালী পুরুষ ও নারীর ইন্দ্রিয় লালসার কুৎসিৎ অভিনয়ের ভীষণ কলঙ্ক-কাহিনীর কথাও এখান হইতেই দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তরুণীর নাম অমিয়া। অমিয়া বিধবা। কখন যে তাহার বিবাহের ফুলটি ফুটিয়াছিল, কখন যে এক তরুণ নবীন পথিক আসিয়া তাহাকে তাহার জীবন-পথের সঙ্গিণী করিয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার স্মরণ নাই। আজ এক মাস হইল তীর্থ পর্য্যটনে সে তাহার মাতার সহিত কাশী আসিয়াছে। অমিয়া ধনী কন্যা, পিতা নন্দলাল রায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বাড়ীতেও বেশ ছোট খাট রকমের জমিদারি আছে। অভাবের ক্লেশ সে জীবনে কোন দিন পাই নাই। পিতার একমাত্র সন্তান। বিধবা হইবার পর বৈধব্যের কোন ক্লেশ কোন আচার বহন করিতে দেওয়া হয় নাই। ঠিক্ কুমারীর ন্যায় সে তাহার অনিন্দ্য রূপ সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলোকিত করিয়া যৌবনের প্রফুল্ল মাধুরীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমিয়া—বিদূষী—পিতার চেষ্টা ও যত্নে সঙ্গীতে ও শিল্পে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আর সে পড়াশুনা করে নাই। তাহার শিক্ষা দীক্ষা সকলি নব্য সমাজের অনুকরণে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কালের যে আদর্শের অনুসরণে হিন্দুনারী ব্রহ্মচারিণী হইয়া শারীরিক ক্লেশ সহিয়া দিন কাটায়, সংযম ও নিষ্ঠার দিকে স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় অমিয়ার তাহা হয় নাই। তাহার প্রাণ নব যৌবনের নব উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে নব নব আশা ও উৎসাহের প্রফুল্লতায় দিন দিন দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে—যখন আকাশের নীল মাধুরীতে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তে, চন্দ্রের মধুর জ্যোছনায়, তারায় প্রস্ফুট উজ্জ্বল শ্রীতে ধরণীর শ্যাম শোভায় প্রাণে শত

আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের উন্মেষ হয়! অমিয়ার প্রাণও দিন দিন সে নব ভাবে ও উৎসাহে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার প্রাণ কি যে চায়, সে অনেক সময় তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

সে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কাশী প্রবাসী যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অমিয়া যখন স্নান করিতে আসিত তখন শত শত লুব্ধনেত্র তাহার দিকে উন্মুখ ভাবে চাহিয়া থাকিত। এই নির্লজ্জ পুরুষগণের কুটিল কটাক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শেষটায় সে রাত্রি থাকিতে স্নান করিতে আসিত—আর সন্ধ্যার অনেক পরে যখন ঘাটে জনতার হ্রাস পাইত সে সময়ে তাহার অপরাহ্নের স্নানটা সারিয়া লইত।

সেদিন সূর্য্যগ্রহণের স্নান। শীঘ্র অমন গ্রহণ হয় নাই। কেদার, মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ ঘাট, প্রত্যেক ঘাটেই নানাদেশের নরনারীর ভীষণ ভিড়। অমিয়াও স্নান করিতে আসিয়াছিল, দ্বিপ্রহরে গ্রহণ লাগিয়াছে, সন্ধ্যায় গ্রহণ ছাড়িয়া যাইবে। স্নান শেষে সকলেই বিশ্বনাথ দর্শনে চলিয়াছে—সেও চলিল। ভীষণ জনতা—সাধ্যরূপ চেষ্টা যত্ন করিয়াও কেহই শৃঙ্খলা রাখিতে পারিতেছেন না—পুরুষ ও নারী পরস্পরে ঠেলা-ঠেলি করিয়া বিশ্বনাথ দেখিবার জন্য ব্যাকুল। অমিয়াও তাহার দাসী ভিড় ঠেলিয়া পথ করিতে যাইয়া পরস্পরের নিকট হইতে কে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে খোঁজ নাই।

এই ভিড়ে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! মূর্চ্ছা শেষে সে দেখিল একটী প্রশস্ত কক্ষের মধ্যে সুন্দর পরিচ্ছন্ন শয্যায় সে শায়িতা। পশ্চিম দেশীয়া একজন প্রোঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে বাতাস করিতেছে। আর দূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া একজন যুবক তাহার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অমিয়া চক্ষু মেলিতেই যুবকটী নিকটে আসিয়া কহিল—আপনি কোন ভয় করবেন না—কোন চিন্তা করবেন না। একটু স্থির হউন—তারপর আপনার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিব।

অমিয়া খানিক চুপ করিয়া রহিল—তাহার সব কথা ভাল করিয়া মনে পড়িতেছিল না স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। সে অতি মৃদুস্বরে কহিল—"না না—আমাকে এখুনি পৌঁছিয়ে দিন, মা কত ভাব্ছেন।

যুবকের নাম প্রমোদ। তাহার পরিচয় পরে দিব।

প্রমোদ হাসিয়া কহিল—"আমিত আপনার বাসার খোঁজ জানিনে। তারপর আপনি বিশ্বনাথের বাড়ীতে হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন—তখন যদি আপনাকে এখানে নিয়ে না আস্তুম তাহলে যে কোনরূপেই জীবন রক্ষা হত না। উঃ আজ কি ভিড়ই না হয়েছিল। আমাদের দেশের মেয়েরা ধর্ম্মের নামে কত বড বিপদই না ঘাড়ে তুলে নেন।"

অমিয়া প্রমোদের এই তীক্ষ্ম কটাক্ষ্যটুকু লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"আমাকে কি কেউ খোজ কর্তে আসে নি?"

"সন্ধান পেলেত খোঁজ নেবে।"

"তবে সন্ধান দিন,—নম্বর আমাদের বাড়ী। দয়া করে যদি জীবন রক্ষা করেছেন, তবে এইবার মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে দিন। মার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হয়েছি।"

"আপনি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, চলে যেতে পারবেন কি? না আপনি শিড়ি বেয়ে নীচে নেবে গাড়ীতে উঠ্তে পারবেন কি?" একটা গভীর সহানুভূতির বাণী এই কথা কয়টীর মধ্যে যেন লুকাইয়া ছিল। অমিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথায় কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া সলজ্জ

ভঙ্গীতে কহিল—'খুব পারবো, কিছু ভাব্‌বেন না, বোধ হয় এখনও সন্ধ্যা হয় নাই।'

প্রমোদ হাসিয়া কহিল,—রাত্রি দশটা বেজে গেছে যে। কেন ঘরে যে প্রদীপের আলো, তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? অমিয়া নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই ঘরে একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে। তার যে কিছুই স্মরণ হইতেছে না। শুধু তাহার মনে পড়ে চক্ষের আলো যখন নিভিয়া যাইতেছিল, পায়ের নীচ হইতে পৃথিবী যখন সরিয়া যাইতেছিল তখন কে যেন তাহাকে বড় আকুল আবেগে বক্ষে টানিয়া চাপিয়া ধরিয়া ছিল, সে উষ্ণ কোমল আলিঙ্গনের কম্পিত আবেগ এখনও তাহার হৃদয় তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিতেছে।

সে রাত্রিতেই প্রমোদ অমিয়াকে তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। অমিয়ার মাতা শান্তাদেবী তাহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রমোদ এই তনয়াবৎসলা জননীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল—'আমি কি এমন করেছি মা? মানুষের যা কাজ তাই করেছি। প্রমোদ চলিয়া আসিল—অমিয়া তাহার মায়ের কাঁধে হাত রাখিয়া অপলকে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। বিদায় সময়ে সে একটী কথাও কহিল না। গলির মোড় ফিরিবার সময় প্রমোদ আবার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল অমিয়া একাকিনী অপলকনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মাতা সেখানে নাই। সে দৃষ্টিতে চুম্বকের আকর্ষণ।

(২)

প্রমোদ বিপত্নীক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে নরনারীর প্রেম যখন

আঙ্গুরের মধুর রসের মত প্রেমে ও প্রীতিতে ঢল ঢল করিতে থাকে ঠিক্ সেই সময়েই তাহার হৃদয় লগ্নলতা অকালে ঝরিয়া গিয়াছে। এক বৎসরও হয় নাই অমলা তাহাকে নিঃসহায় করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রমোদ রেঙ্গুনে সরকারি আফিসে চাকরি করে। সংসারে সে একাকী। পিতামাতা বাল্যকালে অসহায় শিশুটিকে শুধু বিধাতার করুণার উপর নির্ভর করিয়া ফেলিয়া দিয়া অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, এক নিঃসন্তান পিসীমা তাহাকে লালন পালন ও মানুষ করিয়াছিল, তিনিও আজ কয়েক বৎসর হইল পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। এই নিঃসঙ্গ যুবকের একমাত্র সঙ্গিনী জুটিয়া ছিল অমলা। অমলা এমনি করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া তুলিয়াছিল যে বড় সুখে বড় আনন্দে তাহাদের দিনগুলি চলিতেছিল। সেখানে ছিল শুধু আনন্দ শুধু প্রীতি শুধু উৎসবের বাঁশী। অমলা এমন করিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইবে প্রমোদ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, সে ভাবিয়াছিল বিধাতা কখনও এত নিষ্ঠুর এত অকরুণ হইতে পারেন না যে একজনকে শুধু সারা জীবন ভরিয়া বেদনার তপ্ত মরুর অনল দহনই সহিতে হইবে। মানুষের আশা ও কল্পনা বিধাতার বিধান সৃষ্টির আদিযুগ হইতে কোন দিনই সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই। উজ্জ্বল আলোর দীপ্তিতে যখন সারাখানি ঘর আলোকিত, ঠিক্ সেই সময়ে একটা দম্‌কা বাতাসের হাওয়ায় আলো নিভিয়া গেলে যেমন চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে প্রমোদের জীবন গৃহের আলো অমলাও তেমন ভাবে নিভাইয়া দিলে প্রমোদের জীবন বড় অন্ধকার হইয়া গেল। কোথায় আলো ? কোথায় বাতাস ? হা হুতাশ ব্যতীত তাহার যে জগতে আর কোন সান্ত্বনাই ছিল না।

তাহার এই দারুণ দুঃসময়ের ঘোরটা একটু কাটিয়া গেলে অনেকেই তাহাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতে আসিয়াছিল। বন্ধু জনের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রমোহন প্রমোদের সুহৃদবর্গের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বয়স্ক বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তিনি সরলভাবে কহিলেন প্রমোদ ভায়া! তোমাকে সন্ত্বনা দিবার কোন কথা নাই, তবে জীবনটা ব্যর্থ করে ফেলছ শুধু একটা Sentiment এর কথা তুলে—সেও আমি কোন মতেই সমর্থন কর্‌তে পাচ্ছির্নে।"

ভবতোষ বুঝাইল—'মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় কে জানে? যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, ততদিনই আমাদের জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করা উচিত, এ হচ্ছে আমার কথা। যে যায়, সে কি আর দুনিয়ার কারো কথা মনে রাখে?"

বক্রেশ্বর গ্রীবা বক্র করিয়া বলিল—"ব্রজেন যা বলেছে সে কথাই হচ্চে ঠিক্। নূতন ভাবে নবীন উৎসাহে জীবন গড়ে তোল।"

প্রমোদ সকলের কথাই শুনিয়া যাইত, কোন কথার বাদ প্রতিবাদ সে করিত না। তাহার অন্তরের ব্যথা বাহিরের লোকে হাজার বন্ধু হইলেও কেমন করিয়া বুঝিবে? প্রথম যৌবনের ভালবাসার ন্যায় গভীর প্রেম জীবনে আর কখনও হয় না। সে ভালবাসা—সে প্রেম যে ভুলিতে পারে, সে জীবনে কখনও প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পায় নাই। অমলার শেষ মুহূর্ত্তের করুণ বেদনা মাখা কথা কয়টি এখনও প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তাহার মনে হইত—"ওগো! আমায় বাঁচাও! আমি যে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না! জীবনের সাধত এখনও আমায় ভাল করে মিটে নাই। তাহারত এমন কোন ক্ষমতা নাই যে যম রাজার কবল হইতে

তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া আইসে। প্রমোদ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল—কিন্তু সে আর উঠিল না! অমলা ঝরিয়া পড়িল ঠিক্ যেন সদ্য ছিন্ন কোমল সেফালিকা। শূন্য ঘরে শূন্য প্রাণে প্রবাসে প্রমোদের আর মন টিকিল না। সে দীর্ঘ ছুটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, —যদি দেশ ভ্রমণে সব ভুলিতে পারে।

আজ দশদিন হইল সে কাশীতে আসিয়াছে। সেদিন তাড়াতাড়ি গ্রহণের স্নান সারিয়া বিশ্বনাথের বাড়ী যাইয়া দেখিল সেখানে ভয়ানক ভিড়, —সে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া বাহির হইবে এরূপ সময়ে কে যেন তাহাকে বাহুর বন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িল—প্রমোদ দেখিল একটী রূপসী যুবতী, জ্ঞানহীনা। সে বহু কষ্টে মূচ্ছিতা যুবতীকে নিজ গৃহে লইয়া আসিল! এইরূপে একটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনায় প্রমোদের সহিত অমিয়ার পরিচয় হইল।

অমিয়াকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রমোদ বিছনায় গা ঢালিয়া দিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর একটী ত্রিতল বাটীর উপরিস্থিত একটী প্রশস্ত কক্ষ সে ভাড়া লইয়াছিল। এ ঘরটী অতি সুন্দর। চারিদিকে দরোজা ও জানালা। পূর্ব্বদিকে গঙ্গা, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণে সহরের বিস্তৃতি। অন্ধকার রাত্রি—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সহরের গোল অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। দীন দরিদ্র আতুর ও সন্ন্যাসীর দল রাস্তার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘাটের উপর একজন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া গাঁজা খাইতেছেন ও মাঝে মাঝে জয় শিব শঙ্কর শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। দূরে সহরের আলোক প্রতিফলিত হইয়া গঙ্গার বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ চরা ভূমিকে মনে হইতেছে যেন একটা ভীষণ দৈত্য পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেছে।

প্রমোদ বাহিরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া এ সকল দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এই সুন্দরী তরুণী কে? কোথায় ইহাদের দেশ? তখনও তাহার প্রাণে তরুণীর সেই বাহুবন্ধনের সরস কোমল স্পর্শ কেমন একটা অপূর্ব্ব পুলক জাগাইয়া দিতেছিল।

(৩)

সংসারে বন্ধুত্ব জিনিষটা অপার্থিব। কখন কাহার সঙ্গে কি ভাবে দেখা হয় কেমন করিয়া হৃদয়ের মিল হয়, সে কথা ভাল করিয়া বুঝান যায় না। একজনকে দেখিলে মনে হয় এ লোকটা এখন দৃষ্টিপথের বাহির হইলেই ভাল হইত, আবার অপর একজনকে দেখিলে মনে হয়, আহা! এখনি চলিয়া যাইতেছে কেন? প্রেম ও বন্ধুত্বের ইহাই বিচিত্র বিধান। কাশীতে আসিবার দু'চারিদিন পরেই প্রমোদের সহিত সরোজের আলাপ ও পরিচয় হয়। সরোজ তরুণ যুবক, সুদর্শন। বয়স সাতাশ আটাশ, গৌরবর্ণ—দোহারা চেহারা। সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কাটাইয়া দেওয়াই তাহার প্রাণের কামনা। একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে দু'জনের সামান্য আলাপ হয়, ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত হইয়া বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল একজনের সঙ্গে বাস করিয়া যে বন্ধুত্ব লাভ হয় না সরোজের সহিত প্রমোদের অল্পদিনের মধ্যেই তাহা হইয়া গেল। সরোজ বাবু বহুদিন যাবত কাশীবাসী। সংসারে তাহার ভাই বন্ধু পিতামাতা সকলই আছে, অথচ তাহার কেহই নাই, সে কোথাও বড় একটা যায় না। কাশীর সেবাশ্রমের সে একজন প্রতিষ্ঠাতা। আর্ত্তের সেবা—অসহায়া নারীর আশ্রয় দান—এই সেবাশ্রমের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমের নেতা সদানন্দ স্বামী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধিধারী। যৌবনে সরকারি

চাকরী লইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় দীক্ষা লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীজী চির কুমার। কাশীর এই সেবাশ্রমটিকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য নানা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করেন, ভিক্ষালব্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই এই আশ্রমটী চলিতেছে। সদানন্দ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সরোজ এই আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করেন। এসূত্রে কাশীর ছোট বড় সকলের সহিতই তাহার পরিচয় আছে। যে কোন বাঙ্গালী আসিলেই সে এই আশ্রমের ব্যাপার লইয়া তাহার সহিত পরিচিত হইয়া চাঁদা আদায় করে। সরোজের সদাপ্রফুল্ল সরল হাসি দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রতিদিন ভোরে সরোজ ও প্রমোদ দুইজনে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে যায়। পরে প্রমোদের বাসায় আসিয়া চা পান ও সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া দুইজনে নানা কথা হয়। আশ্বিন মাস। শীতের তীব্রতা তখনও ভাল করিয়া পড়ে নাই। এ সময়েই কাশীতে লোক সমাগম বেশী হয়—বিশেষতঃ বাঙ্গালী। স্নানান্তে দলেদলে পুরুষ ও নারী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঘাটের অদূরে যে দুই একটী চায়ের দোকান আছে সেখানেও ভিড় মন্দ হয় নাই। নীচের কোলাহল প্রমোদের ঘরেও আসিয়া পঁহুছিয়াছিল।

রামখেলন প্রমোদের বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সুখ দুঃখ আপদ বিপদের সঙ্গী। মা'জীর মরণের পর হইতে বাবুজীর জন্য সে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, দেশ বিদেশ 'ঘুরিয়া' আসিলে বাবুর মনটা যে অনেক ভাল হইবে সে বিশ্বাস তাহার ছিল, কাজেই বাবুজীর সঙ্গে কাশীজির নিকট আসিয়া বিশ্বনাথজীর দর্শনে ও গঙ্গাবক্ষে প্রত্যহ স্নান করিয়া তাহার মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছিল। রামখেলন এখানে আসিয়াই একজন দাসী নিযুক্ত

করিল—দাসী লছমণিয়া প্রৌঢ়া অথচ কর্ম্ম নিপুণা। রামখেলন ও লছমণিয়াকে লইয়াই প্রমোদের কাশীর সংসার। খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা এক কথায় বাহিরের কোন বিষয়েই প্রমোদের কোন অশান্তি ছিল না, যাহা ছিল শুধু মনে, মনের সে গ্লানি ও ক্ষোভ দূর করিবার ক্ষমতা ত আর মানুষের হাতে নাই। বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা আসিয়া নানা লোকজনে গল্প করে এটা রামখেলন ভাল বাসিত,—কারণ যদি এইরূপ আলাপে বাবুর মনটা ফিরে এবং আবার একটী টুক টুকে নূতন মাতাজী ঘরে আসে। যে কোন ভদ্রলোক প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই রামখেলন তাহাকে বাবুকে সাদির জন্য অনুরোধ করিবার জন্য ধরিয়া বসিত।

পরদিন ভোর বেলা প্রমোদ ও সরোজ স্নান করিয়া আসিয়া চা পান করিতেছে। নানা কথা প্রসঙ্গে সরোজ কহিল—'দেখুন প্রমোদ বাবু! আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন যতবেশী, ভারতের অন্য কোন দেশে তত প্রয়োজন আছে কিনা জানি না?

প্রমোদ কহিল 'কেন'?

'কেন? আপনি জানেন না তাই বলছেন কেন? যে দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া বিপদ, যে দেশে বালবিধবার কোন পথ নাই কোন উপায় নাই সে দেশে বলছেন কেন?"

প্রমোদ কহিল—"শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ সব ত্রুটী সেরে যাবে। পুরুষেরা যখন বুঝবেন—নারী জাতিও তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে, তখন বাধ্য হয়েই নারী জাতির অভাব ও অভিযোগের দিকে তাদের লক্ষ্য পড়বে।"

"সে কত যুগে হবে বলতে পারেন? আবহমান কাল থেকে শুনে আসছি ভারতের নারী সতীত্বে জ্ঞানে ধর্ম্মে অতুলনীয়া, অতীতের বড়াই করি,

গার্গী, আত্রেয়ী মৈত্রেয়ীর কথা তুলি—কিন্তু গোড়ায় ভুল করে বসি যে প্রাচীন ভারত, বর্ত্তমান ভারত নয়। আজ জগতের নানাদেশের নানা স্রোত এসে তোলপাড় করে তুলেছে, বন্যার মত ছুটে আস্‌ছে, এখন আমাদের বাঁচতে হ'লে, দাঁড়াতে হ'লে কি চাই জানেন? অতীত ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য বিধান। নতুবা রক্ষা নেই, মরণ নিশ্চিত।"

"সে সব সময়ে হ'বে সরোজ বাবু, ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন?"

"ব্যস্ত না হয়ে উপায় কি বলুন। এই যে আমাদের আশ্রমে এখন দশটি মেয়ে আছে, এদের অনেকেরইত শিক্ষা শেষ হয়ে এল, আশ্রমে ত আর কাকেও সারা জীবন রাখ্‌তে পারবো না। একদল যাবে আর এক-দল আস্‌বে, যে শিক্ষা এরা এখানে পেয়েছে, সে শিক্ষার বলে অনায়াসেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার মত বিদ্যা হয়েছে। যদি গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে, এ সব বিধবাদের শিক্ষায়িত্রীর পদে নিযুক্ত করা যায় তবেই মঙ্গল, তবেই উপায়, নতুবা কোথায় এদের স্থান?"

"আপনারা কি রকম শিক্ষা দেন?"

"আমাদের আয় অতি সামান্য, সে সামান্য আয়ে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর তাই দিই।"

তবু কি রকম? ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী, বাঙ্গলা পুস্তক পড়ে, আঁক কষে, সাধারণ শিক্ষা তত্তদূর পর্য্যন্ত, বেশীর ভাগ গান বাজনা, সেলাই ও গৃহকর্ম্ম।"

"যে কয়েকজন মেয়ে আপনাদের আশ্রমের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে-ছেন, তাদের কোন খোঁজ খবর জানেন?"

হাঁ, দু'একজনের জানি। এক ব্রাহ্মণ কন্যা, শেষটায় ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা

করে বিবাহিতা হ'য়েছেন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে। দু'জন দেশে গিয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। গভর্মেণ্টের সাহায্য ও ছাত্রী বেতন দিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছেন।"

"সমাজ কি এসকল বিধবাদের গ্রহণ করেন ?"

"করবে না কেন ? হিন্দু সমাজ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় জড় ও অচেতন নেই। তারপর হিন্দু চিরদিনই উদার। এক সময় ছিল যখন এদেশে ব্রাহ্মসমাজের দরকার ছিল, এখন সেদিন নাই, এখন উদারতায় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজকেও ছাপিয়ে উঠেছে। স্ত্রী শিক্ষায় হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা পেছনে পড়ে নেই।"

"একথা কোনমতেই মান্‌বোনা সরোজ বাবু। ব্রাহ্মসমাজের এখনও আমাদের দেশে অনেক কাজ করবার আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক মহদ্ গুণ এই সমাজ হ'তেই আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও কিছুদিন এ সমাজের প্রয়োজন আছে। আমরা কিনা বড় Conservative তাই নূতন কিছু দেখ্‌লেই প্রথমে আতঙ্কে শিউরে উঠি, কিন্তু পরে সেই নূতনকেই গ্রহণ করি। এমন দিনও ত ছিল যখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লেই বিধবা হ'বে মনে করে অনেকে বাড়ীর মেয়েদের কালীর আঁচড় কাট্‌তে দিতেন না, কিন্তু এখন দেখুন তেমন ঘরের মেয়েরাই সকলের চেয়ে সব বিষয়ে বেশী এগিয়ে পড়েছেন।"

"সে কথা ঠিক্, আমার কথা হচ্চে এই হিন্দু সমাজ বিরাট সমুদ্র বিশেষ। এ সাগরে ঢেউ উঠ্‌লে চড়া-দ্বীপ ভেসে যাবেই, সে সমাজেই যখন ঢেউ উঠেছে, তখন খুব বেশী করে আর ব্রাহ্মসমাজের কাজ করবার আছে এ বিশ্বাস আমার নেই।"

প্রমোদ এ প্রসঙ্গের কোন কথা আর উত্থাপন না করিয়া কহিল—"বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?"

সরোজ বাবু ধীরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্র যুক্তির পর এ সম্বন্ধে কোনও তর্ক যুক্তি উঠান ঠিক্ কিনা জানি না। সমাজে আজ হ'উক, কাল হউক বিধবা বিবাহ চল্‌বেই, তার গতি কেউ রোধ কর্‌তে পারবেন না ?

"বটে ? কিন্তু এখানেই আমার আপত্তি। যে সমাজে শত সহস্র কুমারীর বিবাহ হচ্চে না সে সমাজে বিধবা বিবাহের কোন আবশ্যক নেই, বিধবাদের সমাজ সেবাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—সে আদর্শ গ্রহণ করুন।"

সরোজ কহিল—কেন ? বিপত্নীকেরা বিধবাদের বিবাহ করুন। সমাজ উশৃঙ্খল হ'বে না।"

"এক কথায় এর মীমাংসা হয় না সরোজ বাবু। আপনি হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম মানেন, ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, কে কবে কৃতকার্য্য হয়েছেন ? বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন কল্লেন—কিন্তু ভারতের কয়টী হিন্দু বিধবা পুনর্বায় পতি গ্রহণ করে।"

"দেখুন, সে শুভদিন বড় দূরে নয়। সমাজে একদিন আস্‌বে, যেদিন পুরুষও নারীর মধ্যে সমাজ যে ব্যবধান রচনা করেছে, তা অনেকটা দূর হ'য়ে যাবে।"

"আসুক—আমরা সে শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলুম। আরও কতক্ষণ এইরূপ তর্ক চলিত, বলিতে পারা যায় না। এরূপ সময়ে রামখেলান আসিয়া কহিল—'বাবু খাবার তৈরী হ'য়েছে।

উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কি বলিস্? কটাই বা বাজ্‌লো?

রামখেলান হাসিয়া কহিল—এগারটা বেজে গেছে যে বাবু!

তাইত এবার উঠ্‌ছি প্রমোদ বাবু! আমার যে ঢের কাজ আছে। বিকেলে গঙ্গার ধারে দেখা হবে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে সব বিষয়েই তর্ক চলে, তাহার মীমাংসাও কোন কালেই বড় একটা হইতে দেখা যায় না, কাজ ত দূরের কথা। সরোজ চলিয়া গেল—প্রমোদের ইচ্ছা ছিল কালকার সেই Romanceটার কথা তাকে বলে, কিন্তু এবেলা আর তাহাকে কোন কথাই বলা হইল না।

সরোজ বাহির হইবামাত্রই একটা হিন্দুস্থানী বালক দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিয়া ছুটিয়া পালাইল। পত্রে লেখা ছিল "তুমি একবার এস, অনেক বলিবার আছে। ভাবিতেছ, দূরে সরিয়া গেলেই মুক্তি পাইবে; তাহা ভুলেও মনে করিও না। ইতি—তোমার সরযূ।

চিঠির এক কোণে ক্ষুদ্র অক্ষরে তাহার বাড়ীর ঠিকানা লেখা ছিল। সরোজের মুখ পত্র পড়িয়া ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

(৪)

মানব-চরিত্র দুজ্ঞেয়। মানুষের মনের ভাব কখন কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, সামান্য স্বার্থে সামান্য প্রেমের জ্বালায় মানুষ কখন কি ভাবে কি করিয়া বসে—সে ইতিহাস বুঝিয়া লইতে অতি বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও ভুল হয়। সরোজের জীবনের কোন এক সময়ে এমন একটা ঘন মেঘের কালো ছায়া আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল যে সে কোথায়

যাইবে, কেমন করিয়া মুক্তির পথ পাইবে তাহা সে খুঁজিয়া পায় নাই। সরোজ যখন কাশীতে থাকিয়া কলেজে পড়িত তখন সরযূর সহিত তাহার প্রথম দেখা। সরযূ তাহার মামার সহিত সরোজদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে থাকিত। প্রতিদিন ভোরে অধ্যয়ন নিরত যুবক দেখিতে পাইত, একটী তরুণী প্রফুল্ল মল্লিকা ফুলের মত রূপের জ্যোছনা ছড়াইয়া দিয়া তাহারি নয়ন সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারি দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিতেছে। একদিন নয় দুইদিন নয়—বারমাস এমনিভাবে তাহাকে দেখিতে দেখিতে উভয়ের লজ্জার বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর দু'জনে কথাবার্ত্তা ও সময়ে অসময়ের পত্র বিনিময় আরম্ভ হইল; সরোজ যে আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত তাহাদের সঙ্গে সরযূর মামা অবিনাশ বাবু পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল—উভয় বাড়ীতে যাওয়া আসা চলিত। সরযূ মাতৃহারা—আত্মীয় স্বজন বিহীনা—নিরাশ্রয়, তাহার একমাত্র আশ্রয় মামা বাবু। সে বালবিধবা। কোরকে ফুলের বিকাশ হয় না সত্য, কিন্তু তাহার গোপন সুরভি আপনাকে সেখানে নিবিড় ঝরিয়া লুকাইয়া রাখে। ফুটিলে তাহার শোভা ও সৌরভ উভয়ই ছড়াইয়া পড়ে। সরযূ ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল—ধীরে ধীরে যৌবন তাহার অঙ্গে রূপের অজস্র সুরভি ডালি সাজাইয়া তাহাকে যৌবন-শ্রীতে সুশোভিত করিয়া দিল। ভালবাসা রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা,—সরযূ বালবিধবা—কিন্তু সে বিধবার ন্যায় থাকিত না, এক খাদ্যের কঠোরতা ব্যতীত আর কোন দিকেই তাহার কোন সংযম ছিল না। সে লেখাপড়া করিতে ভালবাসিত, অবিনাশ বাবু এই মাতৃহারা অসহায়া ভাগিনেয়টীকে অতি যত্নে অতি আদরে লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। কাশীতে বাঙ্গালী রমণীর

কোনও বন্ধন নাই। তাহারা স্বাধীনা। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা রমণী সকলেই যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া থাকে। পুরুষেরা সেদিকে লক্ষ্যও করেন না। সরযূও স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র চলা ফিরা করিত। মদন দেবতার ন্যায় অন্যায় ও অবিচারী দেবতা আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। ইনি ন্যায় ও অন্যায় কিছুই বোঝেন না। সরোজ ও সরযূর উভয়ের ঘনিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এমন ভাব দাঁড়াইল যে বিষয়টী আর কাহার বড় একটা অজ্ঞাত রহিল না। অবিনাশ বাবুর স্ত্রী স্বামীকে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াও কোন ফল পান নাই। সংসারে এমন অনেক পুরুষ থাকেন, তাহারা ঘরে আগুণ জ্বলিলে যে পর্য্যন্ত না আগুণ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ধ্বংসের মূর্ত্তি না ধারণ ক'রে সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে পরে জলের ডাক পড়ে। সরোজ ও সরযূর মিলনের ফলে যখন শেষ রক্ষা দায় হইয়া পড়িল—তখন অবিনাশ বাবু একদিন চিরকালের জন্য এই অসহায় তরুণীকে সংসার হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। হতভাগিনীর পরিণাম কি হইবে, কোথায় সে যাইবে, সেদিক ভাবিলেন না। পরের ছেলে সরোজকে কোন কথা বলিবার শক্তি ত তাঁহার নাই। সরযূ—অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াও কোথাও আশ্রয় পাইল না। সরোজ ছাত্র, তাহার শক্তি কোথায়? তারপর সে এই ভালবাসাকে ছেলেখেলা বলিয়া তেমন কিছু মনে করিয়াছিল বলিয়াও ত মনে হয় না, নচেৎ তাহার ভালমন্দ বুঝিবার জ্ঞান ছিল না তাহা নহে। কিন্তু সে সাহস তাহার কোথায়? রমণী যখন আত্মহারা হইয়া কোন প্রেমাস্পদের জন্য দেহ ও মন বিলাইয়া দেয়, তখন

সে ভবিষ্যৎ ভাবিবার কথা স্বপ্নেও মনে করে না। প্রেম রমণীর প্রাণ-পুরুষের তাহা ছলনা ও খেলা। সরযূ—কোথায় চলিয়া গেল—কি যে তাহার হইল সে খবর পাঁচ বছর পরে কাশীর লোকে ভুলিয়া গেল। আর সরোজ! যে তাহার মন হইতে সরযুর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছে। বাল্যে—কোন্ ভুলে এক রমণীর ছলনায় সে ভুলিয়াছিল,—কেমন করিয়া মিথ্যা প্রেমের স্তোক বাক্যে সে একটী জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, সে ব্যথা এখন আর তাহার মনে নাই। অবিনাশ বাবু সরকারি চাকরি করিতেন, তিনি অন্যত্র বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন, সরোজও মাঝে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে, কাজেই একদিন যে মেঘ খুব গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয় বনে তুমুল উৎপাত করিয়াছিল, আজ তাহা অন্তঃর্হিত, আজ আকাশ সুনীল, জীবনে নবীন উৎসাহ ও আশা, আজ সরোজ কাশীর সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের প্রীতির ও শ্রদ্ধার পাত্র। যে দুই এক-জন সরোজের এই প্রণয়-কাহিনী জানিত, তাহারা সরোজকে কোনদিন দোষী করে নাই, সেই অসহায়া অভাগিনীর কাঁধেই সর্ব্বপ্রকার পাপের গুরুভার চাপাইয়া দিয়া মাঝে মাঝে কুৎসিৎ দু'টো কথা কহিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিত,—কিন্তু এখন সে সব কথাও আর কাহারো মুখে শোনা যায় না।

দীর্ঘ পাঁচবৎসর পরে হঠাৎ সরযুর স্বহস্ত লিখিত ক্ষুদ্র চিঠিখানা পাইয়া সরোজের প্রাণের ভিতর একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎ সচকিত ভাবে খেলিয়া গেল। তাহার মনের মধ্যে একটা ভয়, আশঙ্কা ও লজ্জার সৃষ্টি করিল। সরযুর সঙ্গে সে কোন্ ভাবে কেমন করিয়া দেখা করিবে? তাহার ত বলিবার কোন কথা নাই। তখন একে একে যৌবনের প্রথম প্রভাতের

নানা প্রেম-কাহিনী, নানা প্রেম-চিত্র মনে পড়িয়া গেল। প্রথম ভাবিল দেখা করিব না—পরে ভাবিল—না-না শুধু একবার দেখা করিতে দোষ কি? সরোজ ঠিক্ করিল—সরযূর সহিত সে দেখা করিবেই! সরযূর শত নিন্দা ও গ্লানি সে সহ্য করিবেই—তাহার মনে আবার সরযূর রূপের মধুর চিত্র একটা আকাঙ্ক্ষার ছবি লইয়া ফুটিয়া উঠিল।

(৫)

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে যাইবার পথে বড় রাস্তার ধারে এক-খানা সুন্দর একতলা বাড়ী। বাড়ীখানা সাহেবী ফ্যাসানে তৈরী। সম্মুখে মনোরম পুষ্পোদ্যান। শীতের নানা রঙের মরসুমি ফুল প্রচুর ফুটিয়া রহিয়াছে। ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডি ফ্লোরার সুগন্ধে চারিদিক সুরভিত। বাড়ীর গেটের দুই পার্শ্বে দুইটী সেফালিকা গাছে অফুরন্ত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মিস্ সরযূ মুখার্জ্জি এলাহাবাদের সুবিখ্যাত লেডি ডাক্তার। এখানকার জনৈক ধনী ব্যক্তির স্ত্রীর পীড়ার জন্য কাশীতে আহূত হইয়া আসিয়াছেন। মিস্ মুখার্জ্জির বয়স বাইশ তেইশ হইবে। গৌরবর্ণা—সাজসজ্জা ব্রাহ্মিকা বা দেশী খ্রীষ্টান রমণীদের মত। মিস্ মুখার্জ্জির ন্যায় সুন্দরী বাঙ্গালী রমণীদের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সারা মুখে লাবণ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। মুখের ভিতর বুদ্ধির ও প্রতিভার চিহ্ন পরিস্ফুট, সহসা দেখিলে তাঁহাকে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী হাস্য-শ্রী-মণ্ডিতা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশেষ মনো-যোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় তাহা নহে, শুভ্র হাসির পশ্চাতে একটা বিষাদের ছায়া যেন অতি গভীর ভাবে মিশিয়া আছে।

সন্ধ্যা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। আকাশে একটী দুইটী তারা

ফুটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বেশ মৃদুভাবে বহিতেছে। মিস্ মুখার্জ্জি রোগিণীর পরিচর্য্যা করিয়া খানিকক্ষণ হইল বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, পাশের ঘরে তাঁহার পাঁচ বছরের ছেলে অরুণ কয়েকখানি ছবির বহির পাতা উল্টাইতেছে ঠিক সেই সময়ে বেহারা আসিয়া সরযুর নিকট একখানা কার্ড উপস্থিত করিল। মিস্ মুখার্জ্জি কার্ডখানা হাতে লইয়া বলিলেন,—"বাবুকে এখানে নিয়ে এস।"

সরোজ দরোজার নিকট আসিতেই মিস্ মুখার্জ্জি, সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—"আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন সরোজ বাবু? একি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না!" এইরূপ বলিয়া সে ত্রস্তে একখানা চেয়ার ঠেলিয়া দিল। সরোজ বসিয়া পড়িল—তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। তাহার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল—সে তাহার বুকের ভিতরের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। বাল্য প্রণয়ের মধুর স্মৃতি আবার তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল। একদিন যে সরযুর রূপের অগ্নিতে সে মুগ্ধপতঙ্গের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—একদিন যাহাকে না দেখিলে তাহার পড়ায় মন বসিত না, যাহার সঙ্গে গল্প না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না, যাহার শত প্রণয়—শত সোহাগের সে একমাত্র ধ্রুবতারা ছিল, আবার সেই সরযু নবমূর্ত্তিতে নববেশে তাহার সম্মুখে। পূর্ব্বের সরযু ছিল কোমলা লতার মত মৃদু স্পর্শে শিহরিয়া উঠিত হরিণীর ন্যায় ভীত চকিত-নয়নে চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত,—আর এই নবযৌবনা সরযু—প্রখর রৌদ্রের মত উজ্জ্বল, তীব্র।—ভাল করিয়া তাহার দিকে নয়ন তুলিতেও তাহার সাহস হইতেছে না। এমন ভাবে—এমন সম্পূর্ণ আকস্মিকরূপে যে আবার তাহার সহিত সরোজের দেখা হইবে তাহাও

সে কল্পনা করিতে পারে নাই। ধীরে অতি কোমল কণ্ঠে সরোজ ডাকিল—'সরযূ'! সরযূ শিহরিয়া উঠিল, তাহার নয়নযুগলে শ্রাবণের ধারার মত জল উছলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিজকে সংবরণ করিয়া কহিল—"কি বল্‌ছেন সরোজ বাবু?"

আজ সরোজ—সরযূর নিকট হইতে কতদূর ব্যবধানে চলিয়া গিয়াছে। সেই ভালবাসার তুমি সম্বোধন আর নাই। সরোজ এইবার মৃদুস্বরে মিনতির ভাবে কহিল—'তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?' সরযূ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া টেবিলের উপরের একটা ভারি ডাক্তারি বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—"ডেকেছিলাম কেন? শুধু আপনাকে একবার দেখ্‌বার জন্য, আর আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী শোনাবার জন্য। আমি কলঙ্কিনী, সমাজবিতাড়িতা—আশ্রয় হারা—আমার সেই জীবনের কথা শোনাবার জন্যে।"

"সে কথা শুনে আমার লাভ?"

"লাভ ক্ষতির কোন কথা নেই সরোজ বাবু, দেনা পাওনার কথা আছে। নারী ভালবাসা দিতে পারে কিন্তু তার প্রাপ্য জিনিষটা সে কড়া গণ্ডায় বুঝে নিতে পারে না বলেইত তার এত বিপত্তি। সেই দেনা পাওনার কথা আপনাকে শুন্‌তে হ'বে। একদিন যাকে—

সরোজ বাধা দিয়া কহিল—'সরযূ, যে কথা অতলতলে ডুবে গেছে, তাকে পুনরায় টেনে এনে বুনে গেঁথে কি লাভ?'

"লাভ—ঢের লাভ। যে দিন আমি তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করে পথের বাইর হলেম, তখন আমার ত কেউ ছিল না—এ পৃথিবীতে যে দু'টো মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দেয়, অপমানের তীব্র জ্বালায় কলঙ্কের মুকুট মাথায়

পরে, সমাজের—পুরুষ ও নারীর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্য-শরের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বের হলেম, যাবার সময় বড় সাধ ছিল তোমাকে দু'টো কথা বলে যাই, শেষ দেখা দেখে যাই—সে দেখাও পেলুম না। তোমার বন্ধুরা তোমার আত্মীয় স্বজনেরা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে দিলেন না। আর তুমি একদিন নয় দু'দিন নয়, কত দিন বলেছিলে—তুমি আমার! যৌবনের প্রথম আবেগে সব ভুলে তোমাকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তোমরা পুরুষ—নারীর মানমর্য্যাদা ভঙ্গুর কাঁচের ন্যায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে বিদ্রুপের অট্টহাসি হেসে কোথায় যে পালিয়ে যাও, তখন আর তার সন্ধান মিলে না!"

সরোজ কহিল—"তারপর?" তাহার মুখ মলিন, কণ্ঠতালু শুকাইয়া যাইতেছিল,—চক্ষু দু'টী সজল। অতি কোমল কণ্ঠে কহিল—"তারপর।" তারপর ঈশ্বরের কৃপায়—গাড়ীতে একজন মিশনের মেমের সহিত পরিচিত হই, তিনি আমাকে কলিকাতা নিয়ে যান, তাঁর কৃপায় লেখাপড়া শিখে ডাক্তারি পাশ করে, এলাহাবাদে চাকুরী করি; এখন আমার টাকার অভাব নাই, খাওয়া পরার দুঃখ কষ্ট নেই, কিন্তু প্রাণের ব্যথা ভুল্‌তে পারিনি। হিন্দুসমাজ—শ্রেষ্ঠ সমাজ—সনাতন ধর্ম্মের বড়াই করে,—কিন্তু তোমাদের সনাতন ধর্ম্মের নেতারা অভাগিনী নারীর কলঙ্কের পথ দেখিয়ে দিতে পারে—তাকে বাসী ফুলের মালার মত ছিন্ন ও পদদলিত কর্‌তে পারে কিন্তু গ্রহণ কর্‌তে পারে না, পথ দেখিয়ে দিতে পারে না—যে পথ দেখায়, সে পথ নরকের পথ—সে পথ মৃত্যুর পথ। কর্ম্মবশে তাই আজ আমি খ্রীষ্টান।"

সরোজ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"খ্রীষ্টান?"

"কেন ? খ্রীষ্টান নাম শুনে চম্‌কে উঠ্‌ছো যে। ভগবান শুধু তোমাদের হিন্দুর হাতের মুষ্টির ভেতর নয়, তিনি সকলেরই, অসভ্য কোল ভীলও তাঁরই সৃষ্টি—তাঁর দয়া শুধু তুমি ব্রাহ্মণ বলে তোমার উপর নয়, ছোট বড় সকলের উপরেই তাঁর দৃষ্টি আছে।"

সরোজ কহিল—"সত্য—কিন্তু তুমি খ্রীষ্টান না হলেও ত পারতে ?

"কে তাহলে আমাকে আশ্রয় দিত ? যে সমাজ ও ধর্ম্ম আমাকে বিপদের মাঝে কোলে করে বাঁচিয়েছে,—আমি এত বড় হীনা নই যে তোমাদের শাস্ত্রবচনের দোহাই শুনে তাকে ঘৃণা কর্‌বো। আমি শান্তি পেয়েছি।'

সরোজ কহিল—"তুমি সুখে আছ, শান্তিতে আছ, ইহাতেই আমি পরমানন্দ লাভ কচ্ছি।"

"সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ সরোজ বাবু! কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েও আমি আমার সংস্কার দূর কর্‌তে পারিনি—আমি মনে প্রাণে খাদ্যে ব্যবহারে সম্পূর্ণ হিন্দুই আছি—তবে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আমি খ্রীষ্টান সে কথা সত্য।"

সরোজ খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল—"সরযূ। বাল্যে যৌবনের প্রথম সময়ে তরুণ বুদ্ধিতে আমি যে ভুল করেছি, আমি তার সংশোধন কর্‌তে চাই।"

সরযূ ম্লান হাসিয়া কহিল—'কি সংশোধন ? কিসের সংশোধন ?'

"আমি তোমার উপর যে অপরাধ করেছি—সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।"

"কি রকম ?" সরযূ অবাক্ দৃষ্টিতে সরোজের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরোজ কহিল—"আমি তোমাকে গ্রহণ কর্‌বো, আমি তোমাকে

বিবাহ কর্‌বো!" সরোজ অতি সতেজে—অতি গর্ব্বের সহিত দীপ্ত নয়নে তেজস্বিতার সহিত একথা কয়টি কহিয়া সরযূর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া রহিল।

সরযূ কহিল—"না—না—অমন কথা মুখে আনবেন না। একদিন ছিল, যেদিন আপনার একথায় আমি হাতে আকাশ পেতাম, কিন্তু সেদিন চলে গেছে। আমার রূপযৌবন ও অর্থ দেখে অনেক পুরুষই আমাকে বিবাহ করবার জন্য প্রণয়ের ডালি নিয়ে এসে এখন উপস্থিত হ'ন। কিন্তু আমি এখন পুরুষকে ঘৃণা কর্‌তে শিখেছি,—পুরুষের ভালবাসাকে সন্দেহ কর্‌তে শিখেছি। মাপ করবেন আমায়, আপনাকে এতগুলো রূঢ় কথা বল্‌তে হল।"

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া দু'পেয়ালা চা দিয়া গেল। সরযূ এক পেয়ালা চা সরোজের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"আমার বাড়ীর চা খাবেন কি?"

সরোজ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কোন আপত্তি নেই সরযূ! জান আমি কোন দিন সঙ্কীর্ণ মতের পরিপন্থী নহি। তারপর আমি দোষী আমি অপরাধী সে কথা অস্বীকার করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু অপরাধের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। আজ আমার তোমাকে গ্রহণ কর্‌বার সৎসাহস আছে।"

সরযূ হাসিয়া কহিল—"আমি এই পাঁচ বৎসর যে আরও নরকে ডুবি নাই, সে কথা কি তুমি জান?"

সরোজ কহিল—"আমার সে বিশ্বাস আছে বলেই না আজ তোমাকে গ্রহণ কর্‌তে চাইছি।"

এই সময়ে অরুণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সুন্দর সুদর্শন শিশুটি। মাথায় একরাশ রেশমের মত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, চাঁপা ফুলের মত দীপ্ত গৌরবর্ণ, বড় বড় কালো দু'টী চোখ, দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। অরুণ কহিল—"মা—মা-ওমা! দেখদেখি মিনি পুষিটা কেমন কচ্ছে। ও ঘরে থাকৃতে দিচ্ছে না।"

"বটে তাড়াইয়া দাওনা কেন?"

"সে কি তাড়া শোনে মা, কিছুই বোঝে না—এই দেখনা আবার এখানে ছুটে এসেছে।" সাদা ধব্‌ধবে একটী বিড়ালের ছানা মিউ মিউ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরোজ কহিল—"এটি কে?"

সরযূ ঠোঁট টিপিয়া একটা দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল—"তোমার সন্তান। আমার কলঙ্কের মাল—পিতৃপরিচয় বিহীন"—হঠাৎ তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল "সরোজবাবু, অরুণ যখন শৈশবে বাবা—বাবা বলে ডেকেছে, তখন প্রতি মুহূর্ত্তে আমার এই পাপ-জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হয়েছে। শুধু পারিনি ওর অই সুন্দর মুখের হাসিটির জন্য।'

সরোজ স্নেহপূর্ণ নয়নে শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ কহিল—"মা—ওমা—এ বাবুটী কে?"

সরযূ নিঃসঙ্কোচে কহিল—'তোমার বাবা।'

অরুণ লাফাইয়া যাইয়া সরোজের হাত দু'খানি ধরিতেই সে অই সরল শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ও বুকে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল। সরযূ কহিল—"সরোজ! সেদিন জীবনের আমার একটা স্মরণীয় দিন, যে দিন তুমি আমার প্রণয়ের প্রথম চুম্বনের শিরীশকুসুম ফুটাইয়া

দিয়াছিলে—আর আজ এই দৃশ্যে আমি স্বর্গের সুখ অনুভব কচ্ছি। অরুণ সরোজের চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল "বাবা! তুমি আমাদের এখানে থাক্‌বে না? কোথায় ছিলে এত দিন?" সরোজ শিশুটিকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া—গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—সরযূ! আমি এখন যাই, অনেক রাত হয়েছে।

সরযূ পরদা সরাইয়া দিয়া সরোজের সহিত সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন আকাশে জ্যোছনা ফুটিয়াছে, শারদ চাঁদিনীর শুভ্র হাসি চারিদিকে খেলিতেছে—একরাশ শেফালি শুভ্রসুন্দর পুষ্প শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। সরোজ যাইবার সময় কহিল—তবে আসি সরযূ—আমার অপরাধ ত্রুটি তুমি মার্জ্জনা করিও। সরযূ ধীরে ধীরে সরোজের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সরোজ সেই কোমল উষ্ণ দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে আকর্ষণ করিবামাত্র সরযূ সবলে তাহা ছিনাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া যাইয়া কহিল—"সরোজ বাবু! এখন আর তোমার আমাকে অপমান করিবার কোন অধিকার নাই—তুমি যাও—

তাহার দুই চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল। সরোজের মুখ হইতে একটী বাক্যও নিঃসরণ হইল না। সে ধীরে ধীরে নত মস্তকে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

(৬)

অমিয়ার সহিত প্রমোদের আর দেখা হয় নাই। প্রমোদের মনে দুই একদিন অমিয়ার কথা খুব বেশী করিয়া মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে আর তাহা তেমন করিয়া মনে জাগে নাই। তবু সে তাহার মন হইতে সেই

মূর্চ্ছিতা রমণীর সুন্দর মুখখানির স্মৃতি পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। অমিয়াদের বাড়ী তাহার পরিচিত। একবার মনে হইয়াছিল সে যাইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে, কিন্তু আবার কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া তাহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া দিল।

সেদিন সন্ধার একটু পূর্ব্বে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, কালো মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতটা খুব বেশী পড়িয়াছে। প্রমোদ একটা গরম সার্ট গায়ে দিয়া ভালো করিয়া শরীরে আলোয়ান জড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল; কয়েক দিন যাবত সরোজের আর দেখা নাই। কাশী তাহার অপরিচিত স্থান, অনেক লোক-জনের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয়ও নাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা যে কোন নূতন যায়গায়ই যাক্ না কেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সহিত আলাপ জমাইয়া লইতে পারে, তাহাদের কোনও সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকে না। প্রমোদ সে শ্রেণীর লোক নহে, কাহারও সহিত প্রথম পরিচয় হইলে সে ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারে না; কিন্তু এক-বার যাহার সহিত ঘনিষ্টতা হয়, তাহাকে সে যেমন আপনার করিয়া লইতে পারে, অপর কেহই তেমন পারে না। প্রমোদ বন্ধু-বৎসল সজ্জন ব্যক্তি, তাহার বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী নাই, কিন্তু যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রমোদকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

প্রমোদ রাস্তায় বাহির হইয়া কোন্ পথে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না, বড় রাস্তার মোড়ে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষটায় দশাশ্বমেধের ঘাটের দিকে চলিল। খানিকক্ষণ হইল বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, কালো ফাঁকা মেঘের আড়ালে লাল আভা বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া সূর্য্য ডুবিয়া চলিয়াছেন।

ঘাটে স্নানার্থিনীর দল তেমন বেশী নাই, শীতে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কেহ কেহ স্নান করিয়া যাইতেছে। প্রমোদ একটা সিঁড়ির উপর বসিয়া মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানের দিকে চাহিয়াছিল—মহাশ্মশানে চিতার বিরাম নাই, প্রত্যহ ভোর হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে ভোর, অহর্নিশি শব ভস্ম হইতেছে। প্রমোদ দেখিতেছিল কেমন করিয়া কুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। মানুষের এই পরিণাম! স্নেহ প্রীতি ভালবাসার এই শেষ স্মৃতি! কে জানে কোথায় পরলোক, মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়? অমলা আজ কোথায়? যে অমলা একদিন তাহাকে না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া পড়িত, রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতে দেরী হইলে উৎসুক নয়নে জানালার পাশে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আজ সে কোথায়? প্রমোদের দুই চক্ষু বহিয়া তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্রাণে যে শোকের আঘাত পাইয়াছে, তাহাকে একা থাকিতে দাও, সে কোনরূপেই শোক-সংবরণ করিতে পারিবে না।

দুইজন রমণী প্রমোদের পাশ দিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহাদের দৃষ্টি প্রমোদের দিকে পড়িল। একজন প্রৌঢ়া অপরটি যুবতী। দুই জনেই বিধবা। প্রৌঢ়া প্রমোদের নিকটস্থ হইয়া কহিল "কি বাবা! তুমি অমন একা চুপ করে বসে রয়েছ যে! আর আমাদের বাড়ীতে একদিনও পায়ের ধুলো দিলেনা, অমিয়াত রোজই তোমার কথা বলে।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইবা মাত্র অমিয়া মায়ের দিকে এক রোষপূর্ণ কটাক্ষ করিল। সন্ধ্যার আঁধারে ক্ষীণদৃষ্টি প্রৌঢ়া তাহা দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ তিনি সেদিকে বড় একটা আর লক্ষ্য করেন নাই।

প্রমোদ হঠাৎ এই আকস্মিক সম্বোধনে চমকিয়া উঠিল। সে অতর্কিত-ভাবে প্রথমে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিল যে মনে হইল—তাহাদিগকে সে চিনিতে পারে নাই। তারপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রৌঢ়াকে চিনিতে পারিয়া ত্রস্তে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল—"ক্ষমা করবেন মা, আমি আপনাকে হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি।"

প্রৌঢ়া কহিলেন—"সে তোমার কোন দোষ নয় বাবা, একদিনের দেখা শুনা বইত নয়। তুমি যে আমার কত বড় উপকার করেছ, সে কথা আমি কোন মতেই ভুল্‌তে পাচ্ছিনে। "তোমার দয়ায় অমিয়ার প্রাণ বেঁচেছে।"

প্রমোদ মৃদু হাসিয়া কহিল—"আবার সে কথা কেন মা?"

প্রৌঢ়া কহিলেন—"তা বাবা! তুমি যে আমাদের এমন করে ভুলে যাবে তা কিন্তু ভাবিনি! তুমি ত আর একদিনও আমাদের বাড়ীতে এলে না, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা ত আমরা জানি না, তাই তোমাকে কোন খবর দিতে পারিনি। আবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—অমিয়ার বড্ড অসুখ করেছিল।"

প্রমোদ এইবার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল—"কি অসুখ? কতদিন ভুগেছেন, এখন ভাল ত?"

"হাঁ বাবা! বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় এখন সেরে উঠেছে, এই যে অমিয়াও আমার সঙ্গে আছে। এদিকে আয় না মা! কিসের লজ্জা! বিদেশ বিভুয়ে অত লজ্জা কর্‌লে চলে না। পর যত সংসারে আপন হয়, আপনার লোকও তত আপন হয় না।"

অমিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া আর একটু দূরে যাইয়া

সরিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ কহিল—"আপনারা কাশীতে আর কতদিন থাকবেন? আমারত এ যায়গা খুব ভাল লেগেছে, মনে হয় যদি এখানে আর দিন কতক কাটিয়ে যাই তাহলে নেহাৎ মন্দ হয় না।"

"তীর্থস্থান বাবা! দু'বেলা গঙ্গা স্নান আর বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করলেই যে জীবন সার্থক হয়।"

অমিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুগ্ধ নেত্রে প্রমোদের দিকে চাহিয়াছিল। রাস্তার একটা উজ্জ্বল আলো প্রমোদের মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। পুরুষ এত সুন্দর হয়? কি সুন্দর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ! কি সুন্দর প্রশস্ত ললাট, কি উজ্জল কৃষ্ণতার চক্ষু, কি প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহছন্দ গৌরকান্তি বিধাতা নারীর মন ভুলাইবার জন্যই বুঝি এমন সুপুরুষ সৃষ্টি করেন? অমিয়া অপলকে তাহার বচনভঙ্গী মুখভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। রুগ্নাবস্থায় সেই যে একদিন সে প্রমোদকে দেখিয়াছিল, সেদিন অমিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই, লজ্জা আসিয়া তাহাকে বাধা দিয়াছিল। আজ সে স্বাধীন ভাবে পূর্ণরূপে প্রমোদকে দেখিয়া লইল। প্রমোদের সহিত তাহার মাতার কোন্ বিষয়ে কি কথা হইতেছিল, সে দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না।

প্রমোদ বিধবার শেষ কথার উত্তরে কহিল—"আমার থাকা না থাকা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কখনও মনে করি কয়েকটা দিন থেকে যাই, কখনও ভাবি আর কোথাও যাই, কখন যে কি মনের ভাব হবে ঠিক্ নেই, কাজেই আমি খুব ঠিক্ করে বলতে পাচ্ছিনে মা! কত দিন খাটি ভাবে এখানে থাকবো।"

"তা যে কদিনই থাক বাবা, একবার দয়া করে এসে দেখা দিও;

এখানে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত, চেনা জানা লোক বড় অল্প। এস ভুলোনা বাবা এখন তবে যাই; একবার কেদার ঘাটের দিকে যেতে হ'বে। বাবা কেদার নাথের আরতি অনেক দিন দেখিনি। আয় মা!"

প্রমোদ প্রৌঢ়াকে প্রণাম ও সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে অমিয়ার উদ্দেশ্যে দুইখানি হাত যোড় করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া একটী নমস্কার করিল।

অমিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া প্রমোদের নমস্কারটী ফিরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের উপর দিকে চলিয়া গেল। আজ অমিয়া একটী কথাও কহিল না।

গঙ্গাবক্ষে নৌকায় করিয়া দলে দলে পুরুষ ও নারী কাশীর শোভা দেখিতেছে। একটা ক্ষীণ কুয়াসার রেখার উপর মৃদু জ্যোছনার আলো অস্ফুট ভাবে হাসিতেছে। আরতির ঘণ্টার ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। সন্ধ্যা রাত্রির কাশী দেখিলে মনে হয় যেন ধর্ম্মের পুণ্যজ্যোঃতি মর্ত্তে মন্দা-কিণীর পুণ্য প্লাবনের ন্যায় অবিরাম ধারায় নামিয়া আসিয়াছে।

প্রমোদের কাছে আজ অমিয়ার ব্যবহারটা একটু বিচিত্র রকমের ঠেকিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবে যেদিন সে তাহার বাড়ীতে রুগ্নাবস্থায় ছিল, সেদিন ত সে কথা বলিতে একটুকুও ইতস্ততঃ করে নাই, আর আজ প্রথম পরিচয়ের সামান্য ব্যবধান যখন দূরে সরিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে এইরূপ ভাবে প্রত্যাখান করিবার অর্থ কি? সে ত কই একটু সামান্য কথাও বলিল না, বেশী কিছু নয় সামান্য ভদ্রতার দু'চারিটি সুমিষ্ট সম্বোধন। কি বিচিত্র এই নারী চরিত্র! জড়, মুক পাষাণের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল, এমন কি আজ তাহার মাথার কাপড়টাও এক নিমেষের জন্য স্থানচ্যুত হইল না! প্রমোদ অমিয়ার কথা এতদিন তেমন করিয়া

ভাবে নাই, কিন্তু আজ তাহার নিকট হইতে এই সামান্য আঘাত পাইয়া একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা ও অপমানে তাহার হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাব তাহার মনে আসা স্বাভাবিক ও সঙ্গত কিনা তাহা সে একবার ভাবিয়াও দেখিল না।

(৭)

সরোজ সে রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া নীরবে আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া কপাট বন্ধ করিল। তাহার মনের ভিতর কেমন একটা দারুণ দুর্বিসহ বোমা কে যেন চাপাইয়া দিয়া গেল। পাঁচবৎসরের শান্তি ও মুক্তির হাওয়ায় সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সে হাওয়া যেন কাল বৈশাখীর ভীষণ ঝড় ও বজ্র বুকে করিয়া গভীর মন্দ্রে তাহাকে শাসনের ভৈরব বাণী শুনাইবার জন্য উন্মত্ত আবেগে অতি দ্রুত ছুটিয়া আসিয়াছে। পথ কোথায়? কোন্ দিকে? কে নির্দেশ করিয়া দিবে কিছুই সে ঠিক্ করিতে পারিল না। একদিন যে কথাগুলো তাহার মনে কোন দাগ দেয় নাই, আজ দেখিল সে কথাগুলির ভিতরে অনেক চিন্তার বিষয় আছে, সে সব উপেক্ষার নহে। দুর্ভাবানায়—দুশ্চিন্তায় তাহার শরীরে একটা অসহ্য উষ্ণতা অনুভূত হইতেছিল। সে জানালা খুলিয়া দিল—আকাশে অগণিত নক্ষত্রমালা—চন্দ্রের মুখভরা হাসি। চারিদিকে শান্তি—চারিদিকে সুখের স্বপ্ন। এই শীতের রাত্রিতে কতকগুলি অসহায় দীন দুঃখী রাস্তার উপরে বা কোন কোন বাড়ীর রোয়াকের উপর পড়িয়া আছে। তাহাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত নাই। একটা কুকুর অনবরত ঘেউ ঘেউ করিতেছে। স্তব্ধ শান্ত রজনী। সরোজ জানালার পাশ হইতে ঘরে

ফিরিয়া আসিয়া একটা বাক্স খুলিল—বাক্সের ভিতর একটা রেশমী রুমালে বাঁধা একতাড়া চিঠি। সব চিঠিই সরযূর হাতের লেখা। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের মত সরোজ অতি যত্নে—অতি গোপনে এই চিঠিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। একে একে সে প্রথম যৌবনের শত আবেগমাখা চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। সে চিঠিতে ভাষার বাহাদুরি নাই—হাতের লেখার মাধুরী নাই আছে শুধু সরল প্রাণের প্রণয় অভিব্যক্তি। পত্রগুলি পড়িতে পড়িতে তাহার প্রথম যৌবনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। উঃ সে কত বড় পাপী! একটা নারী জীবন তাহার পাপ-সংসর্গে চির-জীবনের জন্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! একটী সুকুমার কুসুমপেলব প্রাণ তাহার প্রণয়ের মিথ্যা আশ্বাসে আজ পথহারা—সঙ্গীহারা—ধর্ম্মহারা। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত! যাহারা প্রকাশ্যভাবে পরিচিত দুশ্চরিত্র—তাহারা ত তাহার ন্যায় পাপী ও দুরাচারী নহে। সমাজ জ্ঞানে তাহারা নষ্ট ও দুষ্ট—কিন্তু তাহার মত যাহারা নষ্ট ও দুষ্ট কিন্তু তাহার সংকারের সমাজের বুকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত—অথচ লোককে ফাকি দিয়া পাপের হলাহল পান করিতেছে, তাহাদের স্থান কোথায়, তাহাদের ন্যায় গুরুতর পাপী ক তাহারা নহে। সরযু—সরযু তাহার জন্য কি না সহ্য করিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের ভৎসনা—সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ ও নারীর দিবা নিশি গ্লানি সব নীরবে সহ্য করিয়াছে শুধু তাহার মুখের দুইটী সুমিষ্ট প্রণয়-বাণী শুনিবার জন্য ত! কি সে এত বড় পাপী এত বড় নিষ্ঠুর যে সেই অসহায়া তরুণীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বিপদের প্রথম ঝড়ের হাওয়া বহিবা মাত্রই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া লইল।

পাঁচ বৎসর পরে সেই সরযূর সহিত তাহার দেখা হইল। সরযুও

তখনও তাহাকে ভোলে নাই, ভুলিলে এখানে আসিয়াই তাহাকে স্মরণ করিল কেন? আর তাহার ব্যবহার এখনও ত তাহার প্রতি তেমনি মিষ্ট তেমনি সুমধুর আছে। কই কথায় ও ব্যবহারে সামান্য সামান্য গরলের জ্বালাত নাই। অসহায়া পতিতা রমণী আজ নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। অর্থে আজ সে দীনা নহে—মানে সে হীনা নহে—বিলাসে ও সংসারের সর্ব্বপ্রকারের সুখভোগ করিবার পথ আজ তাহার উন্মুক্ত। কতজন এখন তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী কতজন তাহাকে বৃথা স্তোক বাক্যে ভুলাইতে চাহে, কিন্তু সেত সব উপেক্ষা করিয়া বাল্য প্রণয়ের লাঞ্ছিত—পদদলিত বকুল মালাটিকেই এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সে আমাকে চাহে অথচ চাহেনা। হায়! নারী চরিত্র সে যে পুরুষের বুদ্ধির অগোচর। নারীর অধঃপতনের জন্য কে দায়ী? পুরুষ কি নারী? সমাজ ত ইহার মীমাংসা করিতেছে না। ইহা একটী গুরুতর সমস্যা। অনুতাপের একটা তীব্র জ্বালা তাহাকে বিশেষ করিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। অরুণকে দেখিয়া তাহার মনে সন্তান-স্নেহ বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সরল সুন্দর শিশুটী যাহার ললাটে বিধাতা বিন্দুমাত্রও পাপের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেন নাই, সে শিশু সমাজের কাছে পিতৃনাম বিহীন, অথচ তাহার পিতা জীবিত, শুধু কলঙ্কের ভয়ে আপনার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল সে সারারাত্রি বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

(৮)

অমিয়া সেদিন ঘাট হইতে হৃদয়ে একটা গুরুতর আঘাত অনুভব করিয়া ঘরে ফিরিল। কি আশ্চর্য্য! প্রমোদ বাবুর লক্ষ্য সেদিন একেবারেই তাহার প্রতি পড়িল না। অথচ জলজ্যান্ত মানুষটা সে, সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল! দুইজনে দুইদিকে এমনি করিয়া একটা অশান্তির ভাব মনে মনে অনুভব করিতেছিল। অমিয়ার এই অভিমানেরত কোন কারণই নাই। তবু তাহার মনে কেন যে এইরূপ একটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত অভিমানের উদয় হইল তাহা সে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিল না।

অমিয়াদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটা কাশীর অন্যান্য গলিখুঁজি অপেক্ষা চওড়া। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর একটী ফুলের বাগান। তাহাতে দেশী ফুলের গাছের সংখ্যাই বেশী। রজনীগন্ধা প্রচুর ফুটিয়া শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিতেছিল। ভোরের সোণালি আলো শিশুর মত হাসিতে হাসিতে চারিদিক নাচিতেছে। অমিয়া প্রাতঃস্নান সারিয়া আসিয়া বাগানে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলিতেছিল। সদ্যস্নাতা অমিয়ার কৃষ্ণকুন্তল রাজি বাহুর এক পাশে ও পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে এলাইয়া পড়িয়াছে। ভোরের বেলা প্রথম রবির ছটায় শতদল যেমন হাসিতে থাকে অমিয়ার প্রফুল্ল মুখখানাও তেমনি হাসিতেছিল। নিজ মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া কোন একটা গানের প্রথম কলিটা গাহিতে গাহিতে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট মনে পুষ্পচয়ন করিতেছিল—এমন সময়ে শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—'আপনাদের কি এই বাড়ী?' অমিয়া হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখিল প্রমোদ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। প্রমোদ তাহার অভ্যাস মত

প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া এদিক্ দিয়া বাসায় ফিরিবার পথে অমিয়াকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত দুইটী কথা বলিয়া যাওয়ার প্রলোভন কোনরূপেই সংবরণ করিতে পারিল না।

অমিয়া মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—"কেন? আপনার কাছে ত আমাদের বাড়ী অজানা নয়।'

প্রমোদ কহিল—"সেদিন রাত্রিতে এসেছিলুম কিনা, খুব ভাল করে মনে ছিল না, আপনাকে এখানে না দেখ্‌লে আমি সত্যি বল্‌ছি কোন মতেই আপনাদের বাড়ী চিনে আস্‌তে পারতুম না আপনার মা কোথায়?"

অমিয়া নতমস্তকে মাথা নীচু করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল—"তিনি বাড়ীর ভিতর। চলুন না, মার সঙ্গে দেখা করে যাবেন এখন।"

"আচ্ছা চলুন, যখন এসে পড়িছি, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে না গেলে যে নেহাৎ অন্যায় হ'বে।

অমিয়া প্রমোদের দিকে ঈষৎ বিদ্রুপের কটাক্ষ করিয়া কহিল—'আপনার তা হলে কর্ত্তব্য বলে একটা জিনিষের দিব্য জ্ঞান আছে দেখ্‌তে পাই। এ থাকা ভাল। তবে আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এ জিনিষটা অতি বিরল।"

প্রমোদ অমিয়ার কথার এই নিগূঢ় মর্ম্মটুকু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে অমিয়ার পশ্চাতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটী হাল ফ্যাসানের। নীচের ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত ও সজ্জিত— তাহা কেহ বড় একটা ব্যবহার করে না। দ্বিতল ও ত্রিতল ঘরগুলিই অমিয়া ও তাহার মা ব্যবহার করেন। নন্দলাল বাবু খুব সাহেবী ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। এই বাড়ীতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝের

ঘরটী ড্রয়িংরুম বা বৈঠকখানার মত সজ্জিত। নানা দেশী ও বিদেশী বড় লোকের সুন্দর সুন্দর ছবি। মেজে কার্পেট পাতা, মাঝখানে একটা বনাত মোড়া বড় টেবিল। টেবিলের চারি পাশে, সোফা ও চেয়ার। নন্দবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন এ ঘরেই তাহার আসর জমিত, কাশীর সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকেরা প্রায় সকলেই এ ঘরে আসিয়া তাহার সঙ্গে নানা গল্প গুজব করিতেন। এখন এ ঘর একরূপ অব্যবহার্য্য—শুধু নন্দলাল বাবুর ভ্রাতা অমৃতলালবাবু এখানে আসিলে তেমন না হইলেও আসরটা কতক জমে। অমৃতবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল। যতদিন নন্দলাল বাবু জীবিত ছিলেন ততদিন মাঝে মাঝে দেশে যাইতেন ও দু'জনে দেখা শুনা হইত। দুই ভাইয়ে বড় সম্প্রীতি ছিল। না থাকিবার বিশেষ কারণও ছিল না, কারণ উভয়েই কৃতি। যে পরিবারে এক ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম অন্যজন অপারগ সেখানেই নানা অশান্তি বটে, কিন্তু যেখানে দুই জনেই কৃতি, সেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে কিংবা জায়ে জায়ে তেমন অসদ্ভাবের বড় একটা কারণ থাকে না। অমিয়ার মাতা কাশী আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছিলেন।

অমিয়া দ্বিতলে ঢুকিয়া তাহাকে হলঘরে না বসাইয়া তাহার পড়িবার ঘরে বসাইয়া কহিল—"আপনি একটু বসুন, আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।"

অমিয়া উপরে চলিয়া গেল—প্রমোদ নীরবে ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই ঘরটীর চারিদিকে দরজা ও জানালা—নীচে পুরু-মির্জ্জাপুরের তৈরী কার্পেট মোড়া। এক পাশে একটী টেবিল হার্মো-নিয়াম। ছোট সুন্দর একটী টেবিল। টেবিলের উপর একটী কাঁচের ফুলদানি, ফুলদানির মধ্যে তখনও কয়েকটী রজনী গন্ধা ও গোলাপ শুষ্কা-

বস্থায় মৃদু সৌরভ ছড়াইতেছে। দেয়ালের গায়ে নানা রকমের চিত্র—চিত্রগুলি অমিয়ার হাতের আঁকা। কোনটী কৃষকপল্লী, কোনটীতে পল্লী-বধূর গৃহকার্য্যের বিষয় অঙ্কিত, কোনখানিতে শ্রাবণের ঘনঘোর আকাশের মসীমাখা চিত্র,—দূরে পল্লীর গাছপালা কুয়াসার মত অন্ধকারে ঢাকা। নদীর কালো জলে সফেন তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত—আর এ পারে পীড়িতা পত্নীর ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করিয়া ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল পান্থ। দেব-দেবীর ছবি বড় একটা নাই। অধিকাংশ প্রাকৃতিক দৃশ্য। চার পাঁচটী আলমারি, আলমারীতে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বহির রাশি। বাঙ্গলা দেশের এমন গ্রন্থকার নাই, যাহার রচিত দুই একখানা বহি সেখানে না আছে। এখানে সেখানে দুই একটী কার্পেটে লেখা ফ্রেমে আঁটা সোঁটা রহিয়াছে। একটীতে লেখা আছে—

"মানব জীবন নহে সোণার স্বপন,
কঠোর কর্ত্তব্য শিরে—নতুবা মরণ।

কোনটীতে লিখিত আছে—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহি-বারে দাও শকতি।" ইত্যাদি। প্রমোদ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিল এই ঘরটী যাহার অধিকারে আছে, সে শুধু বহি-পড়া শিক্ষিতা মেয়ে নহে, তাহার চারিদিক সব বিষয়েই লক্ষ্য আছে। সে প্রকৃতই সুরুচি সম্পন্না এবং সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণা। প্রমোদের বুক ফাটিয়া একটা বেদনাময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—ঈশ্বরের প্রতি একটা বিরাগ জন্মিল, আর অমিয়ার মৃত স্বামীর প্রতি একটা বিশেষ সহানুভূতি আসিল, হায়! হত-ভাগ্য এমন রত্ন পাইয়াও তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিলে না। কত বড় দুর্ভাগা তুমি! এমন সময়ে শান্তা দেবী অমিয়ার সহিত সে ঘরে প্রবেশ

ফারিয়া বলিলেন—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য বাবা! পথভুলে এসে পড়েছ বুঝি। প্রমোদ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিবার জন্য উঠিতেই তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—"রোজ রোজ পায়ের ধূলো নেওয়ার কোন দরকার নেই বাবা।"

প্রমোদ বাধা মানিল না। সে তাহার পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া কহিল—"মা কেমন জিনিষ তা জীবনে কোনদিন বুঝবার সুযোগ পাইনি, তাই আপনাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে! অলক্ষ্যে তাহার দুইটী চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। শান্তাদেবী ও অমিয়া, দুই দিকের দু'খানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। প্রমোদও একটা সোফা অধিকার করিল। অমিয়া প্রমোদের চক্ষের দুইটী মুক্তার মত টল টল অশ্রুর কণা দেখিতে পাইয়া কোমল কণ্ঠে কহিল—"প্রমোদ বাবু আপনি কি শৈশবেই মাতৃহীন হয়েছেন নাকি?"

প্রমোদ বিমর্ষভাবে কহিল—"আমার জীবন এক শোকের ইতিহাস—সে শুনে কোন লাভ নাই আপনাদের।"

শান্তাদেবী কহিলেন—"বাবা! তোমাকে আমার ঠিক ছেলের মত আপনার সন্তানের মত মনে হচ্চে, তোমার সঙ্গে একদিন বেশ মন খুলে আলাপ করবো মনে করেছিলুম কিন্তু কোন দিন সুযোগ ঘটেনি, আজ যদি দয়া করে এসেছ, তাহলে সহজে ছেড়ে দিচ্ছিনে বাবা!

প্রমোদ কহিল—"আপনার এই স্নেহ আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবো না।" এমন সময়ে একখানা প্লেটে করিয়া কিছু জলখাবার ও এক পেয়ালা চা লইয়া ঠাকুর সে ঘরে প্রবেশ করিল। শান্তাদেবী কহিলেন—"এই চা ও জলটুকু খাও বাবা!"

প্রমোদ বিনা আপত্তিতে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল। অমিয়া প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্য কলাপও তীক্ষ্ণভাবে দেখিতেছিল। অমিয়া কহিল—"আপনার কি খুব ছেলে বয়সে মা মারা যান ?"

"হ্যাঁ—তখন আমার বয়স এক বৎসরের বেশী ছিল না। মার কোন কথাই আমার মনে নেই।"

শান্তাদেবী কহিলেন—"তোমার বাবা কি বেঁচে আছেন ?"

প্রমোদ ঠোঁটের কাছ হইতে চায়ের পেয়ালাটি নামাইয়া বিষণ্ণ সুরে কহিল—"দেখুন সংসারে এক শ্রেণীর লোক থাকে যাদের শুধু দুঃখ দেওয়ার জন্যেই বিধাতা সৃষ্টি করেন, আমি সেই শ্রেণীর লোক, আমি জীবনে কোনদিন সুখের আস্বাদন পাই নাই। আমার সেই দুঃখের কথা শুনে আপনাদের শুধু ক্লেশই হবে।"

শান্তাদেবী বুদ্ধিমতী চতুরা স্ত্রীলোক। তিনি প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই প্রমোদের জীবন সম্পর্কে সব বিষয় জানিবার জন্য কৌতুহলি ছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। প্রমোদের শেষ কথাটায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সে কতকগুলি কথা এখানে খুলিয়া বলিতে অনিচ্ছুক। সেজন্য তিনি সহানুভূতির সুরে কহিলেন—"ভগবানের বিরুদ্ধে মানুষের ত কোন হাত নেই বাবা। আমার জীবনও কম দুঃখের নয়, অর্থ সম্মান, কোনদিকেই আমার কোন অভাব নেই, তিনি মরবার সময় যা রেখে গেছেন তাও আমাদের মা ও মেয়ের পক্ষে কম নয়। কিন্তু অমিয়ার মুখের দিকে চাইতে পারি না, সংসারে অমিয়া ছাড়া আমার আর কে আছে ? আমার সেই অমিয়ার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ।"

অমিয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রমোদের দৃষ্টি তাঁহা এড়াইল না।

প্রমোদ কহিল—"মা আমিও কম দুর্ভাগা নই, শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়েছি, তারপর যাকে নিয়ে সুখী হয়েছিলুম, সেও আজ এক বছর হল চলে গেছে, সেই দুঃখেইত সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি। সংসারে আমি একা। আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই।" প্রমোদ একে একে তাহার জীবনের সব কথা বলিয়া গেল—তাহার দুই চক্ষুর উপর দিয়া একটা অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। যে শোককে সে পাষাণ চাপা দিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল আজ তাহা বন্ধন মুক্ত নদীর মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইল।

শান্তাদেবী প্রমোদের জীবনের শোক-কাহিনী শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। অমিয়া স্তব্ধভাবে ঝটিকাক্ষুব্ধ প্রকৃতির মত চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল।

শান্তাদেবী কহিলেন—"তা বাবা! তোমার এ ছেলে বয়স, তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করোনা, বিয়ে থা করে আবার সংসারী হও।"

প্রমোদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"বিধাতা আমাকে যে বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন, আর কোন মতেই সে বন্ধনে আমাকে জড়াতে চাহিনা। এখন আর ও সব কথা ভাবিনে, দিন কোন মতে চলে গেলেই হয়।"

অমিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল—"আপনার বড় দুঃখের জীবন প্রমোদ বাবু।

প্রমোদ কোন কথা কহিল না। নত মস্তকে চুপ করিয়া খানিক বসিয়া রহিল।

যে কথা যে বিষাদের বাণী আলোচনার হাত হইতে দূরে থাকিবার

জন্য প্রমোদ দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, আজ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে তাহারই আলোচনায় প্রভাতের শুভ্র নির্ম্মল হাসির মাঝখানে প্রাণের ঘন কালিমাখা গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তিনটী প্রাণী শোক দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রমোদ কহিল—"তবে আসি মা।"

শান্তাদেবী প্রমোদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন—"অক্ষয় অমর হও বাবা! এ বেলা আমাদের এখানেই দু'টী খেয়ে গেলে হ'ত না?"

প্রমোদ কহিল—সেজন্যে ভাববেন না মা। সে ঢের হবে। ধীরে ধীরে প্রমোদ চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার নয়নের কাতর দৃষ্টি, অমিয়ার চক্ষু এড়াইল না।

অমিয়ার বুকের উপর হইতে একটা কালো মেঘের বোঝা সরিয়া গেল।

(৯)

প্রভাতের উজ্জল দীপ্তি ঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সরোজের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মেলিয়া বিস্মিত ভাবে দেখিল—সে ঘরের একখানা আরাম কেদারায় সদানন্দ স্বামী অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় বসিয়া আছেন। সরোজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বামিজীর পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল—"আপনি কখন এলেন? কই আমাকেত পূর্ব্বে কোন খবর দেননি? আপনার শারিরিক কুশল ত?"

স্বামিজী হাসিয়া কহিলেন—"বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ হঠাৎ আমাকে

চলে আস্‌তে হয়েছে, তাই তোমাকে খবর দিতে পারিনি। এক্ষুনি বেরুতে হবে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো। জয় শিব শঙ্কর।”

সরোজ ত্রস্তে সামিজীর আদেশ পালন করিল। সরোজ পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই স্বামিজী কহিলেন—“সরোজ! তোমাকে কিছুদিনের জন্য কাশী ছাড়্‌তে হবে। এবার প্রয়াগে কার্ত্তিকি মেলা হবে। আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। এখন মেলার বড় বেশী বাকী নেই, এ অল্প সময় মধ্যে আমাদের ভারতের নানা জায়গায় ভিক্ষা সংগ্রহ কর্‌তে হ'বে। আজই এলাহাবাদের দিকে রওনা হব। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী একমাস আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা কর্‌বেন। তুমি গুছিয়ে নাও।”

সরোজ বিনীত ভাবে কহিল—“আমি ত সব সময়েই আপনার আদেশ পালন কর্‌তে প্রস্তুত।”

স্বামিজী হাসিয়া কহিলেন—“বেশ! তুমি অপেক্ষা কর, আমি স্নান ও পূজা সেরে আসি।’ স্বামিজী চলিয়া গেলেন।

সরোজের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সারারাত্রি নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাটাইয়াছে। সে শুধু সরযূকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। কখনও দেখিয়াছে—শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে সরযূ তাহার নিকট করুণ ভাবে ভালবাসা নিবেদন করিতেছে আর সে তীব্রভাবে রক্ত চক্ষু করিয়া উপেক্ষা করিতেছে, কখনও দেখিয়াছে প্রতিহিংসা পরায়ণা নারী তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে করিয়া তাহার বক্ষের রক্ত পান করিয়া প্রতিহিংসা মিটাইবার জন্য ব্যাগ্রা; এইরূপ নানা বিভিষীকাময়ী চিত্র দেখিয়া তাহার রজনী প্রভাত হইয়াছে। মানুষ সব ভোলে—কিন্তু ভালবাসা ভুলিতে পারে না। ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারে না। সরোজ সেদিন সরযূর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ের

মধ্যে সুপ্ত প্রণয়ের সতেজ জীবন্ত আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। সরযূর সেই তীব্র বিদ্রূপ বাণী—"আমাকে অপমান করবার আপনার কোন অধিকার নাই," এ কথা কয়টী থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণে অপমানের তীব্র জ্বালা অনুভব করাইয়া দিয়াছিল। তবু—তবু সহসা কাশী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একবার তাহার সরযূর সহিত ও প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সুযোগ কোথায়? স্বামিজীর গতিবিধি সম্পূর্ণ বিচিত্র রকমের কখন আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। কাশী হইতে এলাহাবাদ যাইবার গাড়ীও অনেক—কখন যে স্বামিজী তল্পী তল্পা তুলিতে বলেন তাহা বলা যায় না। কাজেই সরোজ তাড়াতাড়ি তাহার ছোট হাত ব্যাগটিতে চারিখানা গেরুয়া কাপড়, চাদর ও পাগড়ী ও কয়েকখানা শাস্ত্রগ্রন্থ ভরিয়া লইল। সন্ন্যাসীর আর বেশী কি প্রয়োজন আছে?

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ বাবাজী আসিয়া কহিলেন—"ভায়াহে! তোমার বরাত ভাল, নানা দেশ ঘুরে আস্‌তে পারবে। আমি পূর্ব্বাঞ্চলটা খুব ঘুরেছি।"

সরোজ কহিল—কোন্ কোন্ স্থানে গিয়েছিলেন?"

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী একটা সিগার জ্বালাইয়া কহিলেন—"ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, চন্দ্রনাথ এসব হয়ে সারাটা আসাম অঞ্চল বেড়িয়ে এসেছি। সর্ব্বত্রই স্বামিজীর আদর আপ্যায়নের ধূম দেখ্‌তে পেয়েছি। আমাদের দেশে এখনও দেব-দ্বিজের প্রতি সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে তা সর্ব্বত্র লক্ষ্য করেছি। আর ভায়া! ভোজন ব্যাপারের কথা কি বল্‌বো, রাজার অদৃষ্টেও অমন ভোগ সর্ব্বদা জোটে কিনা সন্দেহ।"

"তাত হলো, কিন্তু আশ্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কতদূর হলো ?"

"কেন ? সব জেলাতেই আমরা একটী কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছি। জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করেছেন। লোক-সেবা দরিদ্র-নারায়ণ সেবার জন্য আজ দেশের সর্ব্বত্রই একটা সাড়া পরে গেছে।"

"অতি সুসংবাদ।" এরূপ সময়ে স্বামিজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাতে সামান্য জলখাবার। তিনি সরোজকে কহিলেন, —"বাবা! বিশ্বনাথের এই প্রসাদটুকু খেয়ে নাও। আমি এক্কা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো।" খানিক পরে সরোজকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী ষ্টেশনে যাইয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

এক্কাগাড়ী মিস্ মুখার্জ্জির বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল। নতমুখে সরোজ দেখিল অরুণ একটা ফড়িঙ্ ধরিবার জন্য মিছামিছি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সরযু বারেন্দায় পাইচারী করিতেছে। সরোজ দেখিল— কিন্তু ভয়ে লজ্জায় ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারিল না। সরযু একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল! সে সরোজকে দেখিতে পাইল কিনা তাহা সরোজ বুঝিতে পরিল না।

(১০)

পদ্মপুকুর রোডে অমৃতবাবুর বিরাট অট্টালিকা। অমৃতবাবু হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাসে তাঁহার উপার্জ্জন পাঁচ ছয় হাজার টাকার কম নহে। অমৃতবাবু ক্ষীণ দেহ,

দীর্ঘকায় ও শ্যামবর্ণ। মাথায় অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া একটী টাক। নাসিকা তীক্ষ্ণ খগরাজ বিনিন্দিত। চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল—বুদ্ধি ও চতুরতা জ্ঞাপক। পূজার সময় প্রতি বৎসরই অমৃতবাবু বাহিরে বেড়াইতে যান। কোনবার দার্জ্জিলিং কোনবার শিলং কোনবার পশ্চিম। এইবার ভ্রাতৃবধূর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কাশী যাওয়া স্থির করিয়াছেন। গৃহিণী শতদলবাসিনীরও তাই ইচ্ছা। বাবা বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিবার বাসনা তাহার অনেকদিন হইতেই বলবতী ছিল, কিন্তু অমৃতবাবুর আজ প্রায় দশ বৎসর যাবত অর্থাৎ ভ্রাতার মৃত্যুর পর আর সেদিকে যাওয়া হয় নাই। এ বৎসর হাইকোর্টের ছুটি হইবার পূর্ব্ব হইতেই তথায় যাওয়া স্থির হইয়াছে। গৃহিণী শতদলবাসিনী গৌরাঙ্গিণী ও স্থূলকায়। সেকেলে গৃহিণীর অবিকল ছবি। বাহ্যিক আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ সেকেলে ধরণের, কিন্তু নব্যযুগের আচার ব্যবহার সাজ-সজ্জার প্রতিও তাহার কোনও বিরুদ্ধভাব নাই। অমৃতবাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। দুইপুত্র সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে —দুই জনই মুন্সেফ—তাহারা সপরিবারে বিদেশে থাকে। তৃতীয় পুত্র অজয় বি, এ, ক্লাসে পড়ে। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুলতা বেথুন কলেজে বি, এ, পড়ে। কনিষ্ঠা অনিলার বয়স সবেমাত্র আট বৎসর। বাড়িতে মাষ্টারের কাছে পড়াশুনা করে। সুলতার বয়স কুড়ি বৎসর। ছিপ্ ছিপে গড়ন —লতার মত লম্বা। রং খুব ফর্শা নহে—একপ্রকার উজ্জ্বল শ্যামা। নাক মুখ চোখ—ধারালো—একটা দিব্য লাবণ্যের জ্যোতিঃ বিরাজিত। চোখ দুটী খুব বড় ও ভাসা ভাসা,—দিব্য কৌতুকপরায়ণা হাস্যময়ী। ধীরা গম্ভীরা নহে—কলেজের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ গায়িকা। কথায় কেহই তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারে না—বিদ্রুপে সে অদ্বিতীয়া—কলেজের

শিষ্টশান্ত সহপাঠি তাহার ভয়ে অস্থির। সে কাহাকেও কোন কথা বলিতে ইতস্ততঃ বা কোনরূপ সঙ্কোচ করিত না সে পুরুষ কি নারী যাহাই হউক না। তাহার স্বাধীনতা ও চলা ফেরার মধ্যে একটা তেজস্বিতা ও স্বাতন্ত্র আছে, যাহা সাধারণতঃ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহিরেও যেমন তাহার এইরূপ সাহস প্রকাশ পাইত, বাড়ীতেও তাহার আচরণে তেমনি একটা দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। বাপ, মা, ভাই, বোন সকলেই এই তেজস্বিনী তরুণীর কোন কথা বা কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। দাস দাসীরা দিদিমণির কোন কাজের পাছে সামান্য ত্রুটি হয় সেজন্য ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। এই সর্ব্ববিষয়ে নিপুণাতরুণী এমনি সতর্কভাবে নিজেকে আগুলিয়া চলাফেরার অভ্যস্ত ছিল বয়সে পরের সহস্র ত্রুটি ও দোষের প্রচুর অবসর পাইলেও তাহার কোনরূপ দোষ বা ত্রুটি ধরিবার শক্তি কাহারও বড় একটা হইত না।

দেশের সব খবরই সে রাখিত। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার সব বিষয়েরই সে খোঁজ রাখিত।

অমৃতবাবু হিন্দু সমাজের অন্তঃভু্ক্ত হইলেও তাহার কোন ধর্ম্ম বা সমাজের প্রতিই বিশেষ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণও ছিল না কিংবা কোন বীত-রাগও দেখা যাইত না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বুকে যে ঢেউ আসিয়াছে তাহা অনেকটা এই রকমেরই, পূর্ব্বের ন্যায় আর গোঁড়ামি কোথাও নাই—সকলেই নিজ নিজ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় পরিবারকে গঠিত করিয়া তুলিতেছেন। অমৃতবাবুর স্ত্রী ব্রত, নিয়ম ইত্যাদির দিকে নজর রাখিলেও পরিবারের আর কেহই সেদিকে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিত না। অমৃতবাবুর বন্ধু ছিল সর্ব্বশ্রেণীর বা এককথায় সর্ব্বদলের নেতা, হিন্দু,

মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সকলেই সমানভাবে তাহার নিকট আদৃত হইতেন। অমৃতবাবুকে কেহ কোন দিন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখে নাই। কোন ধর্ম্ম মন্দিরে যাওয়া আসা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। মোটের উপর তাহাকে বাহির হইতে কেহই ধরিতে পারিত না যে ইনি কোন্ সমাজের বা ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। সেদিন অমৃতবাবু বাহিরে গল্প গুজব সারিয়া অন্দরে ঢুকিবার পথেই গৃহিণী শতদলবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৃহিণী তখন কাশী যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, ভৃত্য নিধিরামকে জিনিষপত্র বাঁধা ছাঁদা করিবার জন্য তাড়া দিতেছিলেন। অমৃতবাবু গৃহিণীকে কর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন—"আজ কোন্ দেশ জয় হচ্চে? জার্ম্মেনী না অষ্ট্রীয়া?"

গৃহিণী তর্জ্জনী হেলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"ধন্যি মানুষ, তোমায় নিয়ে যে আমায় কত বিপদ তাত আর কেউ বুঝবে না। বলি রাত্রি আটটায় ট্রেণ কখন যে কি করবে ভেবেই উঠতে পাচ্ছিনে, পুরুষ মানুষ নিজে একটু তত্ব তলাস না করলে কি কাজ এগোয়? কোনদিকে খেয়াল নেই, বাইরে বন্ধুবান্ধবদের একটু সকাল সকাল বিদায় দিলেই ত হত। আর তোমাদেরও বলি বাপু! একদিন না হয় সভা ভেঙ্গে সকালেই উঠলে, কিছু বুদ্ধি বিবেচনা নেই।"

বন্ধুজনের প্রতি এই কটাক্ষটুকু অমৃত বাবু নীরবে পরিপাক করিলেন না তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন—"গাল মন্দ দিবে, আমায় দাও, আমার অন্যকে টেনে আনা কেন?" বলি তোমায় ত কোন কাজ আর পড়ে নাই, চাকর বাকরেরা খাটছে, মেয়েরা রয়েছে তবু আমায় এসে একটা পাহারা না দিলেই কি নয়? এ যে তোমার অন্যায় কথা?"

শতদল বাসিনী নথ নাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"আমার ত সব তাতেই অন্যায়। অথচ একবেলা একটা কাজ না দেখ্‌লে দুনিয়া ওলোট পালট হয়ে যায়। যাক্ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না। বলি গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে ত?"

"সে কথা ত তুমি আমায় বলনি।" অমৃত বাবু অতি মৃদুস্বরে এ কথা কয়টি কহিলেন। গৃহিণী হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, স্বামীর যে কোনদিকেই অর্থাৎ মক্কেলের কাজ কর্ম্ম ছাড়া আর কোন দিকে মনোযোগ নাই এবং খেয়াল থাকে না তাহা তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল, কিন্তু অমৃত বাবু কোন রূপেই এ বিষয়টী স্বীকার করিতে চাহিতেন না, তাহার মনে মনে এই অভিমান ছিল যে সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহার মত পারদর্শী ব্যক্তি আর পৃথিবীতে বড় একটা নাই, কাজেই গৃহিণীর নিকট প্রতি নিয়ত হারিয়াও হার কিছুতেই মানিতে চাহিতেন না। গৃহিণীর কথায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"তাই ত, ভুলে গেছলুম, তুমি মনে করে দিলেই ত পারতে, এখন কি আর রিজার্ভ দেবে?"

গৃহিণী কহিলেন—"তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয় পাবে। যাও এক্ষুনি যাও, নইলে শেষটায় আবার ভুল হবে।" অমৃত বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তখনি বাহিরে যাইয়া ষ্টেসনে টেলীফোঁ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনেকের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ ছিল, কাজেই অতি সহজে কাজটী নিষ্পন্ন হইয়া গেল

সুলতা কাশী যাইবার নামে পূর্ব্ব হইতেই মাতিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কি কি দর্শনীয় আছে, কোন্ কোন্ গাইড বুক আছে, সে সকল হইতে সে মস্ত একটা নোট বুক বোঝাই করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্রমণের আনন্দ যাহা পূর্ব্বে শুধু পুরুষদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা আমা-

দের দেশের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যেও প্রচারিত হইতেছে। ইহা আনন্দের কথা। সুলতা তাহার সমস্ত জিনিষ পত্র ধীর ভাবে গুছাইয়া লইয়া অন্যদিকে কতদূর কি হইল তাহার খোঁজ লইতে বাহির হইল। বাহির হইয়া দেখিল তাহার মাতা নীচের হল ঘরে চাকর বাকরকে তম্বী করিতেছেন, আশ্বিন মাসের অপরাহ্ণেও তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত। সুলতা মায়ের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কহিল—"মা! তুমি উপরে যাও, আমি সব গুছিয়ে নেবো। পায়েপড়ি মা তুমি যাও।"

শতদলবাসিনী স্বোয়স্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তুই একা পেরে উঠ্‌বি ত? না আমি খানিকক্ষণ থাক্‌বো?"

"না না কোন দরকার নেই, তুমি অনিলাকে সাজিয়ে গুঁজিয়ে নাওগে, সব আমি করে দিচ্ছি। কোন ভয় করো না।" এই মেয়েটির চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতার প্রতি মাতার বিশেষ বিশ্বাস ছিল, কাজেই তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন। সুলতা—কোমরে আঁচল জড়াইয়া নিজের হাতে ও চাকরদিগকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে হুকুম দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সব জিনিষ পত্র প্যাক করা, লেবেল আঁটা এবং অজিতকে দিয়া সময় মত ষ্টেসনে পাঠাইবার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া যখন উপরে গেল তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। তাহার মাতা তখনও প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। অনিলা কোন্ কাপড় পরিয়া বাহির হইবে তাহার নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত হয় নাই। অমৃত বাবু গৃহিনীর ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছেন, ও গৃহিণীকে সকৌতুকে তাড়া দিতেছেন। সুলতা ঘরে ঢুকিতে অমৃত বাবু হাসিয়া কহিলেন—"তোমার মাকে তৈরী হ'তে বল, আমাকে সং সাজিয়ে বসিয়ে রাখ্‌লে ত আর চলবে না।"

গৃহিণী কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—"মেয়েকে সাক্ষী করে আবার টিপ্পনি কাটা হচ্চে; ওগো! আমার জন্য ভাব্‌বার দরকার নেই। তুমি বাইরে গিয়ে অন্য দিক্ দেখ। মোটর ঠিক্ হলো কি না, শোফর এল কি না, মাল গুলো ষ্টেসনে গেল কি না। সুলতা! কাজ হয়েছে ত? না আমায় আর একবার নীচে যেতে হবে?" সুলতা হাসিয়া কহিল—"সে দিকের কোন ভাবনা নেই মা। ইস্তক নাগাদ তোমার মোটর পর্য্যন্ত ঠিক্, বাবা! জিনিষ পত্র আমি ছোড়দাকে দিয়ে ষ্টেসনে পাঠিয়ে দিয়েছি, নিধিও সঙ্গে গেছে।"

অমৃত বাবু কন্যার মাথার বেণীটা স্নেহভরে টানিতে টানিতে কহিলেন—'দেখ্‌লে ত, আমি কেমন মা পেয়েছি, কিছু ভাব্‌তে হল না, আর তুমি ত একেবারে জার্ম্মেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলে।"

গৃহিণী ইতিমধ্যে কতকটা প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি স্বামীর এই বিদ্রুপোক্তি কোন মতেই নীরবে মানিয়া লইলেন না, পুনরায় তার-স্বরে কহিলেন "দেখ আর বাজে বকে কাজ নেই। মেয়েকে শিখিয়েছে কে? তুমি না আমি?" মেয়ের গুণের প্রশংসা মাতার প্রাপ্য—এবং পুত্রের গুণপনার সব যশটা যে পিতার প্রাপ্য তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত কাজেই এই কথার উপর অমৃত বাবু কোন কথা বলিলেন না।

এই পরিবারের কথা আমাদিগকে এখানেই শেষ করিতে হইল। পথে অমৃত বাবু যে গৃহিণীর নিকট কতবার কতভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন সে কথা না বলাই ভাল, কি জানি পাছে যদি পাঠিকারা সে রীতি অবলম্বন করিয়া স্বামীকে শাসন করিবার নূতন পথের সন্ধান পান।

(১১)

প্রয়াগ ধামে মেলা। গঙ্গা যমুনার পুণ্য সঙ্গম স্থলে স্নানার্থি নর নারী সমবেত। মেলার ইতিহাস ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাস। কবে কোন্ যুগ হইতে কেমন করিয়া ইহার সৃষ্টি হইল সে ইতিহাসের অনুসন্ধান করিয়াও কেহ বলিতে পারেন না। নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণের আবশ্যক হয় না, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, অথচ নানা স্থান হইতে কত সাধু, সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। হিমালয়ের সুদূর শৃঙ্গ হইতে, কুমারিকা অন্তঃরীপ পর্য্যন্ত; পূর্ব্বঘাট হইতে পশ্চিমঘাট পর্য্যন্ত গুজরাট বল, কচ্ছ বল, কাশ্মীর বল, মহীশূর বল, ত্রিবাঙ্কুর বল, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ ও নারী এই মেলাতে সমবেত হন। শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে সকলে পুণ্য তীর্থ সলিলে স্নান করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করেন, গৃহস্থ পুরুষ ও নারী সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন। পরিত্যক্ত বালুকাকীর্ণ চরাভূমি আজ নগরের শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজা, মহারাজা সাধু সন্ন্যাসী নানাশ্রেণীর লোকের ধ্বজা পতাকা শোভিত শিবির শোভা পাইতেছে। সাধু সন্ন্যাসীদের শিবির ছাড়াইয়া গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক্ উপরে সদানন্দ স্বামীর সেবাশ্রম। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী, সরোজ ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সেবকেরা আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। আরও অনেক আশ্রম বসিয়াছে, গভর্ণমেণ্টও প্রাণপণ করিতেছেন। যাহাতে কোন যাত্রীর স্নানের অসুবিধা না হয়, সেদিকে সকলেরই একান্ত যত্ন ও চেষ্টা।

সরোজের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র। তাহার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগ্ড়ী

পরিধানে গেরুয়া রঙের কাপড়, গাত্রে গেরুয়া রঙের জামা। পায়ে নাগরা জুতা। এই গৌরবর্ণ সুন্দর সাধুর হাস্যময় মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলে যাত্রিগণের প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হয়। রাত্রি বারটা, মাঘমাসের দারুণ শীতের তীব্রতার হাত হইতে রক্ষার জন্য সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীর দল ধুনি জ্বালাইয়াছে। কোথাও ভজন গান চলিয়াছে, কোথাও ভগবদগীতা পাঠ হইতেছে, কোন সাধুর আস্তানায় তখনও ভোজন চলিতেছে। ধর্ম্মের জন্য মানুষ কত ক্লেশ সহিতে পারে মেলাও তীর্থস্থানে না গেলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সরোজ তখনও ফিরে নাই, সে কোনদিন রাত্রিতে আশ্রমে ফিরিবার সুযোগ পাইত, কিংবা ফিরিতে পারিত না, যাত্রিগণের সুব্যবস্থা না করিয়া বা কোন রোগীর সেবা বা চিকিৎসার যত্ন ও ব্যবস্থা না করিয়া সে কোনরূপেই ফিরিত না, এ জন্য সদানন্দ স্বামী তাহাকে বহুবার সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহার উত্তরে বলিয়াছে—"কাজের মত কাজ করিবার সুযোগ ও সুবিধা মানুষের অদৃষ্টে অতি কমই জোটে, সুযোগ পেয়ে সুযোগ হারাণোর মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুতেই নাই। দু'দিন একটু খাট্‌লুমই বা"! এই তরুণ যুবকের আগ্রহের গতিরোধ করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে বলিয়া স্বামিজী আর কোন কথা বলিতেন না। সরোজের সেবা সরোজের উৎসাহ সরোজের কর্ম্মনিপুণতা তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। আশ্রমের ব্যয় ও সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা সংগ্রহের জন্য সে যে কত বড় গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছে তাহা স্বামিজী প্রতি মুহুর্ত্তেই স্মরণ করিতেন। নিদ্রা নাই বিশ্রাম নাই অনবরত কাজ কয়জনে করিতে পারে?

সরোজের মনে কেমন একটা নিরাশার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল—

একদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তাহার মন ও দেহ সম্পূর্ণরূপে ব্যাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রি বারাটার পরে সরোজ সহরের দিক হইতে আশ্রমে ফিরিতেছে। এরূপ সময় দেখিতে পাইল একটী বাড়ীর পাশে গাছ তলায় কে যেন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে; রাস্তার আলোক স্তম্ভের নিকট হইতে খানিকটা দূরে বলিয়া সে কাছে গিয়াও ভাল করিয়া স্ত্রীলোক কি পুরুষ চিনিয়া উঠিতে পারিল না। সে উবু হইয়া দেখিল একটা প্রাচীনা রমণী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া নিঃসহায়াবস্থায় পড়িয়া ঐরূপ কাতর শব্দ করিতেছে। তাহার উঠিবার বা নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। দারুণ শীতের তীব্রতার দরুণ পথে তেমন লোকজনও চলিতেছে না যে কাহাকেও দিয়া আশ্রমে সংবাদ পাঠাইবে। সারাদিন পরিশ্রমের দরুণ তাহার শরীর ও তেমন সবল নহে কিন্তু খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া অপর কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া সে রুগ্নাকে শিশুর ন্যায় কোলে করিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সারা দেহ অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তবু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে অতি কষ্টে আসিয়া আশ্রমে উপনীত হইল—অতি কাতর কণ্ঠে কহিল—'ব্রহ্মানন্দ বাবাজী তাড়াতাড়ি দরজা খোল।' ব্রহ্মানন্দ বাবাজী শিবিরের দ্বার উম্মোচন করিয়া দেখিলেন —সরোজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার দেহের উপর একজন পশ্চিম দেশীয়া প্রাচীনা রমণীর সংজ্ঞাহীন দেহ। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—স্বামিজী ও সেবকগণ বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধার ও সরোজের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামিজী সরোজের মূর্চ্ছিত দেহের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া গেল, কেমন যেন একটা বিপদাশঙ্কায় তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

সাধু সন্ন্যাসীর চোখে আবার জল! মায়ার শক্তি অচিন্তনীয়।

(১২)

কয়েকদিন যাবত সরোজের দেখা না পাইয়া প্রমোদ সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সদানন্দ স্বামীর আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী তখন একদল পুরুষ ও রমণীর নিকট তন্ত্র ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। প্রমোদ ও শ্রোতার দলের এক পার্শ্বে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাঠ শেষ হইলে ব্রহ্মানন্দ বাবাজী পুঁথি বাঁধিয়া প্রমোদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'প্রমোদ বাবু যে কি মনে করে?" সরোজ ব্রহ্মানন্দ বাবাজীর সহিত প্রমোদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রমোদ কহিল—"সরোজ বাবু প্রত্যহ দয়া করে আমার ওখানে যেতেন আজ প্রায় পনের দিন হতে চল্লো তার দেখাটি নেই, রোজই মনে করি, তিনি আস্‌বেন, কিন্তু আমার সে আশা সফল হল না। তিনি কি কাশীতে নেই?"

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী আলখেল্লার ভিতর হইতে দুইটী সিগার বাহির করিয়া একটী প্রমোদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিতে যাইবামাত্র প্রমোদ নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে কহিল—"আজ্ঞে আমি সিগার খাই না।"

বাবাজী দেশলাই জ্বালিয়া চুরুটটি ধরাইয়া কহিলেন—"তাহলে আপনাকে আমাদের এই আশ্রমে অভ্যর্থনা করাই দায় হয়ে উঠ্‌লো। এই বলিয়া হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রমোদ বুঝিতে পারিল না যে হাস্যের কি কারণ ইহাতে থাকিতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী কখনও নিরানন্দ থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই হাস্য করিতেন, সে হাসি মৃদু নহে উচ্চ। আশ্রমের কোন কোন শিষ্য তাহাকে হাস্যানন্দ স্বামী বলিয়া ঠাট্টা করিত। প্রমোদ কহিল—"আপনারা কিন্তু বেশ আছেন, কোন চিন্তা ভাবনা নেই।"

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী পুনরায় হাস্য করিয়া কহিলেন—"বাইর থেকে সবই দেখ্‌তে বেশ, কিন্তু ভেতরের দিক্ ত আর দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। বৈরাগ্য জিনিষ ভাল, কিন্তু কামনাহীন বৈরাগ্য কোথায়? আমরাও আপনাদেরি মত, বরং তার চেয়েও অধম; কারণ আমরা সন্ন্যাসীর ভেক ধরে সাধু নামে সকলের কাছে পরিচিত, কিন্তু কামনা দূর করতে পেরেছি কোথায়? প্রমোদ বাবু! মানুষ মানুষ, দেবতা নয়।" প্রমোদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর এই সরল স্বীকারোক্তিতে পূর্ণ তৃপ্তির সহিত কহিল—"আচ্ছা স্বামিজী শিক্ষার দ্বারা কি মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে না?" ব্রহ্মানন্দ কহিলেন—"না, শিক্ষা একটা কৃত্রিম আবরণ মাত্র, পশু প্রকৃতিকে ঢেকে রাখবার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, সেই ছদ্মবেশ মুক্ত হয়ে কখন যে কোন্ সুযোগ পেয়ে মানুষের স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের পাপ আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায় তা বলা যায় না। শিক্ষার সঙ্গে সংযম না থাক্‌লে ধর্ম্ম বলুন চরিত্র বলুন কিছুই গড়ে উঠে না।"

প্রমোদ সন্তোষ হইয়া কহিল—"দেখুন আমারও এই মত, মনে করি সব ভুলে যাই, যাকে হারিয়েছি আর তার কথা কেন ভাবি, ভাবি বটে কিন্তু আবার ত কোন মতেই কোন রূপসী রমণীকে দেখ্‌লে তার দিকে না তাকিয়ে থাক্‌তে পারি না, এ যে কেমন ভাব, এ যে কেমন শোকের স্মৃতি এর মীমাংসা আমি ত কোন মতেই করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, বল্‌তে পারেন

এই কামনা ও আশঙ্কার লোপ কিসে হয় ? যদি মনের কবাট খুলতে হয় তা হলে বলতে পারি আমাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী জলবিম্বের মত।"

ব্রহ্মানন্দ স্বামী চুরুটের ধোঁয়াটা প্রচুর পরিমাণে মুখ হইতে বহির্গত করিয়া খুব উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"আমার জীবন বড় সুবিধের ছিলনা প্রমোদ বাবু, কিন্তু একদিন হঠাৎ সব বদ্‌লে গেল। এবার পাশ করে কল্‌কাতার কলেজে এসে ঢুক্‌লুম, যত সব নচ্ছার সঙ্গী জুটলো, যতদূর ডোববার ডুবলুম। পাপের ফলে নানা ব্যাধি এসে শরীরে আক্রমণ করলো, বুড়ো মা আমার এই দুর্দ্দশার কথা শুনে বেশীদিন টিক্‌লেন না, চলে গেলেন,—ভাব্‌লুম এজীবন আর রাখ্‌বোনা, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিব ঠিক করে গঙ্গার দিকে চললুম। পথে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা, স্বামিজী সব ফিরিয়ে দিলেন, এখন নূতন জীবন—নূতন স্বাস্থ্য পেয়েছি, এখন মনে হয় যেন কতকটা দাঁড়াতে শিখেছি। সব তাঁরই কৃপা। আমাদের গর্ব্ব—দম্ভ সব বুজরুকি। কিছু ভাব্‌বেন না। মন সাফ করে ফেলুন। শুনলেন ত এক নিঃশ্বাসে আমার জীবনের ইতিহাস।"

"তা যদি পারতুম, তা হলে আর দুঃখ কি ছিল, আপনি ত আমার জীবনের কথা জানেন না ?"

স্বামিজী প্রমোদের মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া বাধা দিয়া কহিলেন—"সব জানি মশাই, সব জানি সরোজ সব কথা বলেছে। প্রত্যহ যেমন নূতন রবি নূতন আলো ও নূতন শোভায় পৃথিবীর বুকে নবীন জীবন-ধারা ছড়িয়ে দেয়, তেমনি আমাদের জীবনকে প্রত্যেক নূতন প্রভাতের সঙ্গে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে হবে। অতীতের কথা কিছু ভাববেন না।"

প্রমোদের প্রাণে বস্তুতঃই স্বামিজীর কথায় একটা সান্ত্বনা জাগিতেছিল। সে উৎফুল্ল ভাবে কহিল—"আপনার একথাতে আমার মনে খুব আশ্বাস জাগিয়ে দিচ্ছে। ভালবাসার স্মৃতি, ফুলের সৌরভের ন্যায় মন-বাগানে জাগিয়ে রাখাই হচ্ছে ঠিক, সেজন্য মর্ম্মাহত হয়ে দিনরাত ব্যাকুল হলেও ত তাকে পাব না। প্রত্যহ নবীন উৎসাহ ও উদ্যমে জীবন-পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী সোৎসাহে কহিলেন—"নিশ্চয়! সংসারে কি থাকে জানেন, কিছুই নয়, 'ভালমন্দ দুই সঙ্গে চলে যায়, পর উপকার সে লাভ।' যতটুকু পারা যায় সংসারে পরের উপকার করাই মঙ্গল। তাই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শাস্ত্রালাপ করি আর যতটুকু পারি দরিদ্র নারায়নের সেবা করি। আপনি একবার যখন বন্ধন মুক্ত হয়েছেন, তখন আর কেন? সংসারে মানুষ ভাবে আত্ম পরিজনের জন্য, যখন সে ভাবনা আর নেই, তখন আপনিও এখানে আসুন না কেন? নিশ্চয় বল্‌ছি প্রমোদবাবু, প্রাণে শান্তি পাবেন।"

"প্রমোদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এখনও মনকে সেভাবে গড়ে তুল্‌তে পারি নি, এখনও আকাঙ্ক্ষা ও যশের জন্য প্রাণ ব্যাকুল। ছুটি শেষ হ'লে আবার ঘানি চালাব।"

প্রমোদের কথা শেষ হইবা মাত্র স্বামিজী উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন—

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।"

রাম প্রসাদের মধুর পরমার্থ সঙ্গীতের এই দুইটী কলি গাহিয়া স্বামিজী আর একটা সিগার ধরাইয়া কহিলেন—"আপনার প্রাণটি বড় সরল প্রমোদ

বাবু, সরোজের মনটিও অম্‌নি বড় Sentimental, আমার ওসব ভাল লাগে না। কিছু ভাবি না—হেসে খেলেই এযাত্রা জীবনটা কাটিয়ে দোবো।"

পুনরায় সরোজের কথা উঠিতেই প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল—"সরোজ বাবু হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন? আমার সঙ্গে একটু দেখা করেও গেলেন না।"

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন—"কি জানি মশাই, সে কথাত বল্‌তে পারিনে, স্বামিজীর এখানে আস্‌বার অল্প কিছুদিন আগে আমি এখানে এসেছি, আমি বরাবর স্বামিজীর সঙ্গেই ছিলুম, কিন্তু তিনি কার্য্যোপলক্ষে কল্‌কাতা রয়ে গেলেন আর আমাকে এদিকে পাঠিয়ে দিলেন,—সরোজকে দেখ্‌লুম এবার বড় বিষণ্ণ, সেই যেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে, তারপর দিন কয়েক আশ্রমের কারও সঙ্গে তেমন মন খুলে মেশেনি। আমার আবার ওসব ভাল লাগে না" এই বলিয়া স্বামিজী তাহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"এ ঘটনার পরেই গুরুদেব এখানে এসে তাকে সঙ্গে করে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন। এলাহাবাদের মেলায় আমাদের অতিথিশালা ও সেবাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ করবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত আমিও তাদের কোনও খবর পাইনি।"

ইতিমধ্যে একজন সেবায়েত আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। সেরাত্রে আবার শিব-মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খানিকক্ষণ স্তোত্র পাঠ করিলেন। প্রমোদ চুপ করিয়া আসনের উপর বসিয়া রহিল। ঘরটি বেশ বড় মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বেদী, বেদীর উপরে বসিবার সুন্দর পুরু গালিচার আসন। সম্মুখে বেশ পরিষ্কার

ফরাসের বিছানা পাতা, ফরাসের একপার্শ্বে একটু সামান্য ব্যবধানের পর মেয়েদের বসিবার যায়গা, সেখানে শুধু একখানা কার্পেট পাতা। ঘরের দেয়ালে নানা ঠাকুর দেবতার ছবি, আর ভারতের ও জগতের নানাদেশের ধার্ম্মিক ও ত্যাগী পুরুষ ও রমণীর চিত্র সমূহ। সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য ঘরে সুগন্ধ ধূপ জ্বালাইয়া দিয়াছে, ঘরটী সুগন্ধে আমোদিত।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী চক্ষু মেলিয়াই দেখিতে পাইলেন দরোজার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি। স্তিমিত প্রদীপালোকে তাহার চম্পক কুসুম সন্নিভ মুখমণ্ডলের লাবণ্য শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নীল রংয়ের জরির কাজ করা সাড়ির উপর আলো পড়িয়া চারিদিকে মণিমুক্তা ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। সারাটা ঘরের ভিতর একটা বিলিতি এসেন্সের উগ্র গন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কখন কিভাবে কেমন করিয়া যে এই মহিয়সী নারী এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল সেদিকে কাহারও লক্ষ্যই ছিলনা। প্রমোদ বিস্মিত ভাবে অপলকনেত্রে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এরূপ দীপ্ত সৌন্দর্য্য সে দেখে নাই। রমণীকে দেখিতে পাইয়া প্রমোদ ও ব্রহ্মানন্দ বাবাজী উভয়েই খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া বসিয়াছিলেন, তারপর যখন তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল তখন উভয়ে দাঁড়াইয়া রমণীকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রমণী কহিল—"ঠাকুর, ঘরে প্রবেশ করিবার অধিকার আমার নাই। অন্য কোথাও যদি সুবিধে হয় চলুন সেখানে বসব এখন। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী তাহাকে লইয়া যাইয়া পাশের ঘরে বসাইলেন—প্রমোদও তাহার ইঙ্গিতানুযায়ী অনুসরণ করিল।

(১৩)

সকলে আসন গ্রহণ করিলে ব্রহ্মানন্দ বাবাজী বিনীত ভাবে কহিলেন —"আপনার কি আমাদের আশ্রমে কোন প্রয়োজন আছে?"

রমণী সতেজ কণ্ঠে কহিল—"প্রয়োজন আছে বলেইত এসেছি, নচেৎ আস্‌বার কি আবশ্যক ছিল? প্রমোদের দিকে লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ নির্লজ্জার মত কহিল—"ইনি কে?" ব্রহ্মানন্দ বাবাজী রমণীর প্রশ্নের মর্ম্মটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়া কহিল—"ইনি আমাদের এই আশ্রমের পরম হিতৈষী; বিশেষ আশ্রমের পরিচালক সরোজ বাবুর বিশেষ বন্ধু, সরোজ বাবুর খবর নেবার জন্য এখানে এসেছেন। আপনার যদি কোন কথা গোপনীয় থাকে, সে কথা অনায়াসে এখানে বল্‌তে পারেন।"

রমণী প্রমোদের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সে দৃষ্টির ভিতরে একটা আগুণের ফুলকি পোড়াইয়া মারিবার জন্য জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে প্রমোদের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আমি ত সরোজ বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যই এসেছি। সরোজ বাবু কোথায় বল্‌তে পারেন? তিনি কি এ সহরে নাই?"

"আজ্ঞা না।" বিনীত ভাবে ব্রহ্মানন্দ বাবাজীর মুখ হইতে এ কথা দুইটী বাহির হইল।

"তিনি কোথায় গেছেন বল্‌তে পারেন?"

"সে কথা এখনও বল্‌তে পারবো না, আশ্রমে এখন কোন সংবাদ আসেনি। আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে দেশ ভ্রমনে বাহির হয়েছেন।

এসময়ে বাহির হলেন কেন ?"

প্রয়াগের মেলার সময় আমাদের সেবাশ্রম ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা সংগ্রহের কাজ।"

"কবে ফিরবেন বলতে পারেন ?"

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী এতক্ষণ কোন মতে ভদ্রতার খাতিরে হাসিটি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন এইবার আর তাহা পারিলেন না—হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন —'সাধু সন্ন্যাসীদের কি কোন্ ঠিক্ আছে ? সম্ভবনা যখন যেখানে হয় সেখানেই সব।'

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া বিদ্রুপের সুরে কহিলেন—"বটে ! সরোজবাবুও কি আপনাদের সাধুর দলের একজন নাকি ?"

"হ্যাঁ তিনি আমাদের এখানকার বিধবাশ্রমের পর্য্যবেক্ষক।"

"সত্যি নাকি ? কতদিন যাবৎ ভার গ্রহণ করেছেন ?"

প্রমোদ লক্ষ্য করিতেছিল যে রমণীর প্রত্যেক কথায়ই একটা বিদ্রুপের ও উপেক্ষার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী ধীর স্বরে কহিলেন—"আজ চার বৎসর যাবত।"

"কেন সরোজ বাবু কি সন্ন্যাসী নাকি ? তিনি কি বিবাহ করেন নাই, তাঁর বাপ মা সবই ত আছে, তবু এভাব কেন ?

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী মনে মনে এই প্রগল্‌ভা রমণীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বিনয় নম্রতার সহিত তাহাদের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করা ভদ্রতাজনক মনে করিয়া মনের ভাব বাহিরে গোপন করিয়া বলিলেন—"কাশীতে আমি অল্পদিন হল এসেছি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর আমি জানি না। তবে এই জানি

যে কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি মাস দুই কোর্টে যাতায়াত করেছিলেন, তার পর হতেই এই আশ্রমে আছেন—বিবাহ করেন নি। এর বেশী আমার কোন কথা জানা নেই।”

“তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন আপনারা, না জেনে আপনাদের অনেক বিরক্ত করলেম। তাঁর সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল।”

ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি তাঁর আত্মীয়া।”

রমণী হাস্য করিয়া কহিলেন—“আত্মীয়া? না—হাঁ আত্মীয়াই বটে।” “যদি ইতিমধ্যে সরোজ বাবু ফিরে আসেন তাহলে আপনার কথা বল্‌বো কি?”

“নিশ্চয় বল্‌বেন, কিন্তু বলে কি যে লাভ হবে তাওত বুঝতে পাচ্ছিনে।”

“কেন? আপনি কি এখানে থাকেন না?”

“আমাকে কি কাশীতে কোন দিন দেখেছেন?”

“আজ্ঞে, আমি এখানে নবাগত।”

“বটে! তাইত, আপনি আগেই যে সে কথা বলেছিলেন। তবে এখন উঠি।” এই কথা বলিয়াই রমণীর গাত্রোত্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ ও ব্রহ্মানন্দ বাবাজিও গাত্রোত্থান করিলেন। হাত ঘুরাইয়া সোণার রিষ্ট ওয়াচের দিকে লক্ষ্য করিয়া রমণী কহিলেন—“তাই ত আটটা বেজে গেছে। নমস্কার স্বামিজী, নমস্কার মশাই, আপনাদের অনেক বিরক্ত কর্‌লেম, আমায় ক্ষমা করবেন।’

ব্রহ্মানন্দ বাবাজী নাছোড়বান্দারূপে রমণীর পশ্চাদানুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“দেখুন, সরোজ বাবু এলে আপনার বিষয় কি বল্‌বো।

রমণী কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ কৌতুকের হাস্য করিয়া

কহিলেন—"বল্‌বেন এলাহাবাদ ডফ্‌রিন হস্‌পিটেলের লেডি ডাক্তার মিস্‌ সরযূ মুখার্জ্জি আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন।" এই কথা বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

প্রমোদ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি এঁকে পূর্ব্বে কোথাও দেখেছন ?'

ব্রহ্মানন্দ স্বামী কহিলেন—"কখ্‌খনো না।"

এই সরযূ মুখার্জ্জির সহিত সরোজের কি সম্বন্ধ, কেনই বা সে তাহার খোঁজে আসিল, এসব নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রমোদ সে দিন বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(১৪)

কাশী হইতে সারনাথ যাইবার পথটি বড় সুন্দর সারনাথ কাশী হইতে প্রায় চারি মাইল দূর। কাঁচা রাস্তা হইলেও বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রশস্ত। বরুণার পুল পার হইয়াও খানিকদূর পর্য্যন্ত সহরতলি চলিয়াছে। তারপর একেবারে পল্লীপথ। দুই ধারে আম, পেয়ারা, কুল ও মাঝে মাঝে দুই একটী বড় বট ও অশ্বত্থ গাছ ছায়া বিস্তার করিয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। মাঝে মাঝে ফলের বাগান ও ধনীদের বিলাসোদ্যান। সারনাথ প্রাচীন ভারতের অতুলন কীর্ত্তি বুকে করিয়া কত কাল চলিতেছে। প্রমোদ সেদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সারনাথ দেখিতে গিয়াছে। সারনাথ দেখিয়া তাহার মন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া গেল। অই দূরে একটা স্তূপ কবে কোন্‌ যুগে দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের এক ধর্ম্ম পরায়ণ নৃপতির স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রমোদ ভাবিতেছিল—এই সেই ঋষিপত্তন,

এই সেই মৃগদব, কতকাল যাবত প্রাচীনের স্মৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে খোলা মাঠের মাঝখানে নূতন যাদুঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাব মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দেব দেবীর মূর্ত্তি, অশোক স্তম্ভ, অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত সজ্জিত। প্রমোদ নিবিষ্ট মনে একএকটী মূর্ত্তি, শিক্ষাফলক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কবে কি ভাবে ইহার খনন কার্য্য আরম্ভ হয়, কতদিন খননের উপর কোন্ কোন্ পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি বাহির হয়, কোন্ স্তূপটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কোন্ শিলালিপিতে কি লেখা আছে, এসব নানা বিষয়ের তত্ত্ব খোঁজ লইয়া দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই তাহার প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নূতন যে অশোক স্তম্ভটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রমোদ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেটি লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাতে একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া সে পেছন ফিরিয়া দেখিতে পাইল একদল পুরুষ ও নারী সেদিকে আসিতেছে। দুইজন পুরুষ—একজন প্রৌঢ় অপর একটী উনিশ কুড়ি বছরের নবীন যুবক। চোখে চশমা—গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবির উপর সিল্কের চাদর, পায়ে এলবার্ট শ্লিপার, দিব্যি ফুট্‌ফুটে চেহারা। মুখে ঈষৎ গোঁপের রেখা দেখা দিয়াছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক হ্যাট-কোট পরা—সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। তাহাদের পশ্চাতে একজন স্থূলাঙ্গিনী রমণী ধীর মন্থর গমনে আসিতেছেন, তাহার পাশে একটী সুন্দরী তরুণী লতার মত লম্বা, পাতলা, বসন্তের নব আবির্ভাবে গাছপালার পাতাগুলি যেমন উজ্জল শ্যামশ্রী ধারণ করে তাহার গায়ের রংটী ঠিক্ তেমনি, সে পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণী বিধবার সহিত উচ্চহাস্যের সঙ্গে নানা কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল। স্থূলাঙ্গিনী রমণীর পার্শ্বে তেমনি ধীর মন্থর গমণে আসিতেছিল—আর

একজন প্রৌঢ়া বিধবা। প্রমোদ চশমার ভিতর হইতে অদূরস্থিত এই দলটিকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতির অনুসরণ করিয়া অমিয়া স্তূপের দিকে যাওয়ার জন্য খানিকটা অগ্রসর হইতেই একেবারে দলের সম্মুখে পড়িয়া গেল। সে মেয়েদের মুখের দিকে মাথা তুলিয়া চাহিতে সাহস করিতেছিল না, তাই নেহাৎ সাম্‌নে পড়িয়া যাওয়ায় একপাশে সরিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক পুরুষেরই এই অবস্থা হয়। মনের ইচ্ছা থাকিলেও সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না। দূর হইতে অমিয়া প্রমোদের এই সঙ্কাজনক অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি সুলতাকে টানিয়া আনিয়া ঠিক্ প্রমোদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল—"এই যে প্রমোদ বাবু! আমাদের বরাত ভাল বল্‌তে হবে যে আজ এইখানে আপনার মত একজন গাইড পাওয়া গেল। মাও এসেছেন, বুঝ্‌লেন প্রমোদ বাবু মুখ তুলে চেয়েই দেখুন না,—এইটি হচ্চে আমার কাকার মেয়ে, সুলতা, ও আমার তিন বছরের ছোট, কাকাবাবু, কাকিমা সব এবার কাশী বেড়াতে এসেছেন কিনা। অই যে কাকাবাবু, অজয়, কাকিমা, মা সব আস্‌ছেন। চলুন আমরা এগিয়ে যাই।"

নারী যে কখন হঠাৎ প্রগ্‌লভা হইয়া পড়ে সে অভিজ্ঞতা প্রমোদের ছিল না। এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া একরূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া এই দুই তরুণী ধমক স্তূপের দিকে ফিরিয়া চলিল। যে মেয়েটি অনেক সময় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেও লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে, ঠিক্ সে যখন নিজ পরিজনের মধ্যে আপনাকে পায়, তখন তাহার বাক্যবাণের নিকট অতি বড় বাক্‌পটু যোদ্ধা বীরও

হার মানিতে বাধ্য হন, ইহা সনাতন সত্য কথা। অমিয়ার মুখে প্রমোদ কখনও এইরূপ হাসি দেখে নাই, আজ সে সত্য সত্যই চঞ্চলা হরিণীর মত উৎফুল্ল নয়নে ও প্রফুল্লতার সহিত হাস্যকৌতুকে সকলকে আনন্দিত করিয়া পথ চলিতেছিল। সুলতা প্রমোদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া—পরিচয়ের পর প্রমোদকে একটী ছোট নমস্কার করিয়া কহিল—"অমিয়া দিদির কাছে আপনার কথা আস্‌বামাত্রই শুনেছি; আপনার কাছে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে নারীর সম্মান রক্ষার জন্য পুরুষের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা পুরুষেরাও খুব ভাল করে উপলব্ধি করেছেন বলেত মনে হয় না।"

প্রমোদ ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে কহিল—"এ কথাটা খুব সহজে মেনে নিতে রাজি নই, মিস্ ব্যানার্জ্জি; আমাদের দেশে এখনও সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকেই নারীর সম্মান ও পূজা করে। এদেশে চিরদিনই নারীকে মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে আস্‌ছে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারীর আদর যৌন সম্মিলনের দিক্ থেকে, কিন্তু আমাদের দেশেত তা নয়। এদেশে ভিখিরীও বাড়ীর দোরে এসে মাঠাকরুণ ভিক্ষে দাও বলে ভিক্ষে চায়, পথে ঘাটে কোন স্ত্রীলোককে দেখ্‌লে মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করে; কাজেই পুরুষদের কর্ত্তব্য বোধ ঠিক্ পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় gallant হিসাবে না হলেও—কতকটা যে আছে তা নিশ্চিত।"

সুলতার কোন কথার উত্তরে কেউ বাধা দিলে তাহার তর্কের ঝোঁকটা অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যাইত। তাহার জেদ এমন অস্বাভাবিক ছিল যে প্রতিপক্ষকে না হারাইয়া সে কোনরূপেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। প্রমোদের উত্তরে তাহার তর্কের ইচ্ছাটা রুদ্ধবেগে

ফণীর ফণার মত মনের মধ্যে ফোঁস ফোঁস করিয়া বাহির হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল। অমিয়া তাহার এই তর্কপ্রিয়া ভগিনীটির স্বভাব বিশেষরূপেই জানিত, তাই সে কৌশলের সহিত সুলতার অধরের কম্পনের সহিতই বাধা দিয়া কহিল—"আজ আপনাদের তর্ক যুদ্ধ এখানে কোন মতেই হতে দিচ্ছিনে,—বলুন না এই ছোট ঘরগুলি কিসের?"

সুলতাও হাসিয়া প্রমোদকে কহিল—"আসুন আজ সাহেবদের মত শেকহ্যাণ্ড করে আপোষ করে ফেলি, আর একদিন বোঝাপড়া হবে।" এই বলিয়া সে তাহার সু-কোমল কর-পল্লব প্রমোদের দিকে বাড়াইয়া দিতেই, প্রমোদ সাগ্রহে তাহা ধারণ করিল, এই স্পর্শে কেন যে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাহার সমস্ত দেহ একটা পুলক কম্পনে শিহরিয়া উঠিল সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, মনে হইল এই তরুণীর কোমল হাত দু'খানি আশ্রয় করিয়া সে অনায়াসে সংসার-সাগরে পাড়ি দিতে পারে। প্রমোদ হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু তার্কিককে ত জব্দ করবার সুযোগ পাচ্ছেন না, আমি কাল ভোরেই কাশী ছেড়ে চ'লে যাব।"

অমিয়া গর্জ্জিয়া কহিল—"সে হয় না প্রমোদবাবু, আপনার এখনও কাশী ছাড়বার সময় হয় নাই, ছুটিত এখনও অনেক দিন আছে সেদিন বল্‌ছিলেন, তবে আর কেন ব্যস্ত হচ্চেন?"

"এক যায়গায় কি ঢের দিন থাকা ভাল?"

সুলতা এইবার ধীর স্বরে কহিল—"আমরাও এলুম, আর আপনারও যাবার তাড়া পড়লো, এ কোন মতেই ন্যায্য কথা হল না। জানি আপনার উপর আমাদের কোন অধিকার নেই, কিন্তু আমার এই দিদিটির যে

সামান্য অধিকার জন্মেছে, তাতে তার আজ্ঞা হেলা করা আপনার পক্ষে কোন মতেই ন্যায় সঙ্গত হচ্চে বলে মনে হয় না।"

অমিয়ার গাল দুইটী অস্বাভাবিক ভাবে রক্তিম হইয়া উঠিল। প্রমোদের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না—সে কথা কয়টা চাপা দিয়া কহিল—"এই যে ঘরগুলি দেখ্‌ছেন, এই গুলিতে একদিন বৌদ্ধ শ্রমণগণ বাস করিতেন। সাধু ও সংসার ত্যাগী হলে কি হয় পেটের তাড়না সত্যযুগ হ'তে আরম্ভ করে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সমভাবেই চলে আস্‌ছে কিনা, কাজেই এই যে কুলুঙ্গি দেখ্‌ছেন ওখানে ভিক্ষুকরা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখ্‌তেন।"

তারপর প্রমোদ একে একে মৃগদবের প্রাচীন ইতিহাস, সারনাথ খননের সমগ্র আদ্যোপান্ত ইতিহাস এই দুইটী সুন্দরী তরুণীর নিকট স্রোতের ন্যায় উদ্ভাসিত কণ্ঠে মধুর ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ শ্রোতা জুটিলে যাহার বাক্‌পটুতা বিন্দুমাত্রও নাই তাহারও যে বাগ্মীতা বৃদ্ধি পায় সে কথা আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি। স্বলতা দেখি যে এই যুবকটির কাছে সে পুঁথিগত হইতে সারনাথ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহার কোনটাই অজ্ঞাত নাই। সে বাস্তবিকই প্রমোদের ইতিহাস সম্পর্কে এইরূপ জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। মদন দেবের উন্মুক্ত পুষ্পশর আদিযুগ হইতে কখন কি ভাবে যে কাহার উপর বর্ষিত হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এক অসম্ভব ভাবে প্রমোদের সহিত প্রথম সামান্য আলাপের পরই স্বলতার ন্যায় তেজস্বিনী তরুণীর হৃদয়েও কেমন যেন একটা কোমলতায় অদ্ভুত হইয়া

উঠিল। প্রমোদ বলিয়া যাইতে লাগিল—কবে কোন্ দিন কোন শুভক্ষণে বুদ্ধদেব এখানে নির্ব্বাণের বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই স্থানের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহস্র সহস্র ধর্ম্ম বিবরণ নরনারীর নয়ন সমক্ষে ধর্ম্মচক্র বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। তাহারা এইরূপ ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে ধমক স্তূপের পার্শ্বস্থিত সুশীতল বৃক্ষছায়ায় আসিয়া বসিয়া পড়িল ; এ দিকে অমৃতবাবু ও তাঁর স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূও পুত্রকে লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। প্রমোদের সহিত সকলের পরিচয় হইয়া গেল। বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়াছে—এইবার প্রমোদ যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে—শান্তাদেবী কহিলেন—"কেন যাবে বাবা ? এক সঙ্গেই সব ফিরবো এখন, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর চাকর সব এসেছে এতক্ষণে খাবার ও বোধ হয় তৈরী হয়ে গেছে। অমৃতবাবু, তাহার স্ত্রী, সুলতা ও অমিয়া সকলেই এমন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল যে বেচারী নিরুপায় হইয়া ধরা না দিয়া থাকিতে পারিল না। এইরূপ ভাবে একদিন এই পরিবারের সকলের সঙ্গে তাহার শুধু পরিচয় নহে বরং তাহারও অনেক বেশী একটা আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইল।

মানুষ স্রোতের ফুল, কখন কোন্ স্রোতে সে কেমনভাবে কোথায় ভাসিয়া যায় তাহা নির্ণয় করিতে পারে কে ? বিধাতা এই পরিচয়ের মধ্যে কি গভীর উদ্দেশ্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহা প্রমোদের বুঝিবার কোন শক্তি নাই—সে যন্ত্রচালিত পুতুলীর ন্যায় চলিতে লাগিল।

(১৫)

ভালবাসার ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। কাহার মন

কি ভাবে কখন যে কাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় সে দুরুহ কাহিনী দুজ্ঞেয়। অমিয়া ধীরে ধীরে প্রমোদকে ভালবাসিতেছিল, হিন্দুবিধবার কোন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হওয়া যে কত বড় গর্হিত ব্যাপার তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই,—স্বামীর কথা তাহার কিছুই মনে নাই। নন্দলাল বাবু শিক্ষিত হইয়াও নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু বৃদ্ধ পিতামাতার মনস্তুষ্টির জন্য নয় বৎসরের বালিকা অমিয়াকে একটী ষোড়শবর্ষীয় বালকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কঠোর দণ্ড এই দুইটী বালকবালিকার মিলনকে চির বিচ্ছেদেব মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইল। অমিয়ার এই ভীষণ পরিণাম দেখিয়া পিতামহ ও পিতামহী সেই শোকের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পরপারের পথিক হইলেন। এইরূপ একটা আশ্চর্য্য ঘটনায় অমিয়া অতি শৈশবেই বিধবা হইয়াছিল। শিক্ষার দ্বারা তাহার মণ বহু পরিমাণে উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু যৌবন পুরুষ ও নারীর বুকে যে আকাঙ্ক্ষার মধুর স্বপ্ন রচনা করে তাহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সুদুর্লভ।

সারনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমিয়ার মনে বিশেষ করিয়া এই ভাবটা প্রকাশ পাইল যে সে প্রমোদকে ভালবাসে। নারী চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহাদের কোনও ব্যাপারের বিশেষ প্রণয় সম্পর্কে সহজে এমন একটা স্বাভাবিক উপলব্ধি হয় যে তাহা পুরুষেরা তত সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয়ে লজ্জা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রমোদের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সে আগের মত আর তত সরলভাবে যোগ দিতে পারিত না।

সরোজ যতদিন কাশীতে ছিল ততদিন প্রমোদ সঙ্গীর অভাব অনুভব

করে নাই ; কিন্তু সরোজের অনুপস্থিতিতে সে একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কোনমতেই সময় কাটে না। দীর্ঘ একবৎসরের বিদায় কাটিবারও যথেষ্ট সময় পড়িয়া রহিয়াছে। কাশী ছাড়িয়া যাইবার জন্য সে দুই তিন বার প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তবু তাহার যাওয়া ঘটে নাই। এখন প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় অমিয়াদের বাড়ীতে না গেলে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এই চুম্বকের আকর্ষণটী যে কোথা হইতে আসিতেছে সেও যে তাহা বোঝে নাই তাহা নহে। অমলার স্মৃতি মনে পড়ে—তবু কেন যে তাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কুয়াসার মত মিলাইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিয়া তাহার প্রাণে সময় সময় অনুতাপ বিশেষরূপেই পীড়ন করিত।

একদিন সে ঠিক্ করিয়া বসিল আর কোনরূপেই অমিয়াদের বাড়ী যাইবে না। ভৃত্যকে হুকুম করিল সেদিনই সে কাশী ছাড়িবে। রামখেলন ইদানীং বাবুর এইরূপ চঞ্চলতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল—কাজেই তাহার কথায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিল—"বাবু! এতো বেশ আছি, ঘুরিতে ফিরিতে কতকগুলি টাকাও খরচ হয় আর শরীরের উপরও তক্‌লিপ কম নয়, তারচেয়ে আরও কিছুদিন এখানে থেকে কলিকাতা যাওয়াই ভাল। প্রমোদ কহিল—'না-না সে হয় না রামখেলন, বেড়াতে এসেছি শুধু এক যায়গায় বসে সময় নষ্ট করা কোনমতেই ভাল নয়। চল—আজই রওনা হই, আমাদের ত কোন ঠেকা নেই ;—প্রভু ও ভৃত্যের এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে এইরূপ সময় অজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অজয় আসিবামাত্র প্রমোদ তাহাকে সুমিষ্ট আপ্যায়নে অভ্যর্থিত করিয়া কহিল—"তুমি কি মনে করে এ সময়ে উপস্থিত হলে অজয় ?'

অজয় ইজিচেয়ারের উপর আরামে বসিয়া কহিল—"আপনি নাকি আজই কাশী ছেড়ে আচ্ছেন ?

"তোমায় কে বল্লে ?"

"আমি যে গুণতে জানি, বলুন ঠিক্ কি না ?'

"হাঁ, সে রকমই ইচ্ছে।"

"সে সব কিছুতেই হতে দিচ্ছিনে, একসঙ্গে কল্‌কাতা ফিরব। রেঙ্গুন যেতে হলে ত কল্‌কাতা হয়েই যেতে হয়। কল্‌কাতা, আমাদের বাড়ীতে দিন দুই থেকে তারপর যেখানে ইচ্ছে যাবেন, আমরা যে কদিন থাক্‌বো, কোন মতেই যেতে দিচ্ছিনে।"

অজয় প্রমোদের বাড়ী প্রত্যহই একবার আসিয়া দেখা দিত। প্রমোদ এই সরল ও সুন্দর স্বভাবের তরুণটীর ব্যবহারে বড়ই প্রীতিলাভ করিত। দুইজনে নানা বিষয়ের আলাপ চলিত, তারপর প্রমোদ তাহার সহিত অমিয়াদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইত; সেখানে যেন নিত্য আনন্দোৎসব লাগিয়াই আছে। কখনও হয় ত অমৃতবাবুর সহিত তাহার স্ত্রীর রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে। শতদলবাসিনা প্রতি বাক্যে ও কার্য্যে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই অমৃতবাবু সর্ব্ববিষয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, নচেৎ তাহার ন্যায় সরল ও সংসার নীতিজ্ঞ ব্যক্তির পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত।"

অমৃত বাবু জজ সাহেবের নিকট বক্তৃতার জন্য খ্যাতিমান হইলেও, স্ত্রীর নিকট কোন দিনই তাহার বাক্য স্ফূরণ হইত না। তিনি নীরব থাকিতেন। কোন দিন সুলতা গান গাহিত, অমিয়া আবৃত্তি করিত;

অজয় এস্রাজ বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিত। প্রমোদ এই নব্য শিক্ষিতা নারীদলের নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ হাল ছাড়া মনে করিত। অজয় রামখেলনের নিকট পূর্ব্ব দিন শুনিতে পাইয়াছিল যে প্রমোদ কাশী ছাড়িয়া যাইবার জন্য উৎসুক, কাজেই সে বেলা তিনটার সময় আকস্মিক ভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রমোদের যাইবার পথে বাধা উৎপাদন করিল।

পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম বলিয়া কোন কিছু আছে কি না সেকথা অতি বড় পণ্ডিতেরও বুদ্ধির অগোচর। তাহা থাকুক বা না থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি বড় আত্মীয়ের সহিতও হয় ত তেমন প্রাণের মিল নাই, অথচ কোন এক অপরিচিত পরিবারের লোকজনের সঙ্গে এমন প্রীতি ও আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে না দেখিলে, তাহাদের সঙ্গ না পাইলে, তাহাদের কথা না শুনিলে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, জীবনে অনেকখানি অবসাদ জাগিয়া উঠে। তখন অনেকটা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। তেমনি কোন্ কুহকে যে প্রমোদের সহিত এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল ও আপনার জন হইয়া পড়িল তাহা বিধাতা পুরুষই জানেন। অনেকের প্রতিজ্ঞা খুব কঠোর হইলেও অতি সহজেই তাহা ভঙ্গ হয়, নিজের উপর কোন মনের জোর থাকে না, প্রমোদও সেই শ্রেণীর লোক, তাহার মন এমন বলিষ্ঠ নহে যে, এইরূপ একটা প্রীতির নীড়ের মধুর আশ্রয়টুকু হেলায় দলন করিয়া বীরদর্পে চলিয়া যাইতে পারে। প্রমোদের যাওয়া হইল না। রামখেলন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অজয় সেদিন সন্ধ্যায় প্রমোদকে তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল, অজয়ের উপর প্রমোদকে

নিমন্ত্রণ করিবার ভার যে ছিল তাহাও সত্য, কারণ সেদিন শতদলবাসিনী কোন এক ব্রতসাঙ্গোপলক্ষে একটা বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সহরের পূর্ব্ব পরিচিত ও নব পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নিমন্ত্রণে বাদ পড়িলেন না।

(১৬)

নিমন্ত্রিত লোকেরা বেলা থাকিতেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ীর গোলযোগ তখনও ভাল করিয়া মিটে নাই। প্রমোদ ও অজয় বাহিরের গোলমালটা ভালরূপ কমিয়া গেলে উপস্থিত হইবে এই-রূপ সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ বেড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। অমৃতবাবু ক্লান্তি দূর করিবার জন্য গড়গড়া লইয়া আরামে ধূম পান করিতেছেন। সে ঘরে আর তখন কেহই নাই। প্রমোদ ও অজয় সে ঘরে ঢুকিতেই অমৃতবাবু মুখের নলটা সরাইয়া রাখিয়া খানিকটা ধোঁয়া উড়াইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলেন—"তা বাবা! তোমরা গিয়ে অমিয়ার পড়ার ঘরে বস।"

আজ তাহার মুখে একটা কালো মেঘের ছায়া। উঃ—বাস্তবিকই প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেদিন ভোর হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে আবার পাছে কথার জালে জড়াইয়া পড়িয়া শান্তিটুকু নষ্ট হয়, সেই ভয়ে তাহাদিগের হাত এড়াইবার জন্য পাশের ঘরে যাইয়া প্রমোদ ও অজয়কে বসিতে অনুরোধ করিলেন। অজয় পিতার এই এড়াইবার ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল—"না, বাবা! তোমার ভয় নেই, আমরা পাশের ঘরেই চলে যাচ্ছি।"

"অমৃতবাবু লজ্জিত হইয়া কহিলেন—'সেকি কথা প্রমোদ! তোমরা স্বচ্ছন্দে এখানে বস্তে পার। প্রমোদ মৃদুস্বরে কহিল—"আজ্ঞে না, আপনি বিশ্রাম করুন, আমরা পাশের ঘরে যেয়ে গল্প কচ্ছি।"

দু'জনে অমিয়ার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেখানে একা অমিয়া একটা সোফার উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়াছিল; তাহার মুখ মলিন-শুষ্ক। উভয়ের প্রবেশ মাত্র অমিয়া ত্রস্তভাবে সোফার উপর বস্ত্রাদি সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল। প্রমোদ তাহাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া কহিল—"আপনি যে একা চুপটি করে বসে? কাজের বাড়ীর লোকের কি লুকিয়ে থাকা সাজে?"

অমিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"সকলেই সব কাজে লাগে না প্রমোদবাবু! একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সে একথা কয়টি বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, অজয় কহিল "তুমি একটু বস দিদি! আমি একবার মাকে বলে আস্ছি যে প্রমোদবাবু এসেছেন।" সে চলিয়া গেল।

প্রমোদ বুঝিল যে অমিয়ার মনের ভিতর এমন কোন একটা আঘাত লাগিয়াছে, যাহার ফলে তাহার প্রাণে গুরুতর যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। প্রমোদের চক্ষু দুইটী এই বিষণ্ণা সুন্দরীর মলিন মুখছবি দেখিয়া সহানুভূতির স্রোতে বিগলিত হইয়া গেল—সে অতি করুণ কোমল কণ্ঠে বলিল—"আপনাকে কোন কথা অন্যায় ভাবে জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমার নাই, সঙ্গতও নহে, তবু, আপনি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা কচ্ছি আজ আপনি এত বিষন্ন কেন?"

কথাটা এই যে আজ শতদলবাসিনী দেবী যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন তাহাতে সম্পূর্ণ সধবা রমণীদের ও কুমারী কন্যাদের কাজ করিবার

রীতি। পূজার পূর্ব্বে ব্রতের কোনও আয়োজনে বা অনুষ্ঠানে বিধবাদের করণীয় কিছুই নাই, করিলে সে ব্রতের ফল হয় না, তান্ত্রিক পুরোহিত ঠাকুর শাস্ত্রের এই কঠোর আদেশটা যাহাতে প্রতিপালিত হয় সে দিকে শতদলবাসিনীকে সতর্ক থাকিবার জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। অমিয়া বা অমিয়ার মা এ সকল কিছুই জানিতেন না। শতদলবাসিনী বা যতই উদার হউন না কেন নিজ স্বামী, পুত্র ও কন্যাগণের কল্যাণের জন্য যদি কেহ তাহাকে তেমন একটা গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতেও বলিত তাহাও তিনি অম্লান বদনে করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতেন না। তান্ত্রিক পুরোহিতের সহিত আলাপ করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ আয়োজন স্বামীর সাহায্যে চলিতেছিল। ঠিক্ ব্রতানুষ্ঠানের দিন শান্তাদেবীকে এবিষয়টা বলিবার সময় শতদলবাসিনী বিবিধ বাক্যের অযথা ভণিতা করিয়া কহিয়াছিলেন—"দিদি! তোমার দেবর ও ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য যে ব্রত কচ্ছি, তাতে তোমার ও অমিয়ার কোন হাত দেবার নেই, তাহলে কিন্তু সব পণ্ড হবে।" এই নিষ্ঠুর কথায় শান্তাদেবীর প্রাণে যে কি দারুণ যাতনা হইবে তাহা শতদলবাসিনীর ন্যায় মুখরা রমণী একবার ভুলেও কল্পনা করিলেন না। শান্তাদেবী কিন্তু কোনরূপেই এ কথাটা অমিয়াকে বলিতে পারিলেন না, তাঁহার সারা দেহে ও মনে একটা শোকের প্রবল ঝঞ্ঝা ব্যাকুল আলোড়নে আলোড়িত করিয়া বহিয়া গিয়াছিল। না বলিয়া তিনি ভাল করেন নাই, বলিলে অমিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে পারিত। অমিয়া কিছুই জানিত না সে সেদিন ভোরে স্নুলতার সন্ধানে কাকিমার ঘরে ঢুকিবামাত্রই তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন—"পরের ভাল কেউ দেখ্‌তে পারে না।" তারপর আরও

এমন সব কথা ঝড়ের মত বেগে বলিয়া গেলেন যে তাহা সুস্থ সরল মনে কেহই বলিয়া যাইতে পারে না, বিশেষ আপনার জনের মধ্যে। মানুষকে আত্ম সুখের জন্য কত ভাবেই না স্বার্থপর করিয়া তোলে। অমিয়া কাকিমার এই ভর্ৎসনায় কোনরূপেই অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না, বিধবা হইয়া সে কোনদিন নিজের অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকেও এমন আঘাত করিতে দেখে নাই। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আজ ফল্গুনদীর স্রোতধারার ন্যায় গুপ্ত বেদনারাশি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল। অমৃতবাবু গৃহিনীর এই ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া তাহার সহিত রীতিমত দ্বন্দযুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহিরে আশ্রয় লইয়াছেন। তবু বাহিরের লোকের নিকট যাহাতে এই মনোমালিন্যের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায় সে জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া সমুদয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় দিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন। অজয় ভিতরের এ সকল কোন কথাই জানিত না।

প্রমোদের কোমল সহানুভূতির সুরে অমিয়ার প্রাণ বিগলিত হইল, সে কহিল—"বল্‌তে পারেন প্রমোদ বাবু হিন্দু বিধবার স্থান কোথায়? শাস্ত্র তাদের উপর যতদূর কঠোর শাসনের বোঝা চাপাতে পারে চাপিয়েছেন,—তারপর সমাজত কঠোর ভ্রুকুটি করে খড়্গ হস্তে দাঁড়িয়েই আছে। কোন্ পথে, কোন্ দেশে কোথায় আমাদের স্থান বল্‌তে পারেন? বলুন না বলুন?" এমন তীব্র সুরে—এমন উগ্রভাবে অমিয়াকে কোনদিন প্রমোদ কথা বলিতে শোনে নাই।

প্রমোদ বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কেন আপনার প্রাণ আজ বেদনায় উচ্ছ্বসিত, আমি ভিতরের সে কথা জান্‌তে

চাইনা—তবে শাস্ত্র ও সমাজ অনুযায়ী বিধবাদের প্রতি যে শাসনের রীতি ও নীতি চলে আসছে আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগে বা সমাজে সে বিধান চলতে পারে না।"

অমিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল—"বিধানের মীমাংসা চাইনা, আমি চাই, বলুন না আপনারা, বিধবাদের স্থান কোথায় ?"

প্রমোদ ধীর ভাবে কহিল—"স্থান উর্দ্ধে সকলের উপরে। যদি সংযমে পুণ্য থাকে, সেবায় পুণ্য থাকে, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে পুণ্য থাকে, তা হ'লে হিন্দু বিধবার স্থান ধ্রুবলোকেরও উপর। হিন্দুর আদর্শ—হিন্দু বিধবা।"

অমিয়া হাসিয়া কহিল—"কাব্যের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের কথায় কথায় গৌরব, আমাদের ন্যায় নারীর মর্য্যাদা কোন দেশের কোন জাতির মধ্যে নেই, কিন্তু সে কথা কি আপনি বিনা তর্কে মেনে নিতে রাজি আছেন প্রমোদ বাবু ?"

প্রমোদ সংযত স্বরে অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল—"বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা আমার নাই, তবে আপনার একথাটা আমি স্বীকার করি যে এরূপ গরব করা জাতিগত সংকীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবু বলতে হয়, কার্য্যে না হউক অন্ততঃ শাস্ত্রের বিধানগুলো পড়লে মনে হয় আমাদের দেশে নারীর সম্মান ও পূজা চিরদিনই ছিল, পরে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়ে অনেকটা বদলে গেছে। তবু হিন্দু বলে—যে ঘরে নারীর পূজা নাই সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না।

অমিয়ার চক্ষু দুইটীর উপরে একটা সজলভাব অথচ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, বজ্র ও মেঘের একত্র সম্মিলন, সে কহিল—"ইতিহাস বা শাস্ত্রের কথা ছেড়ে

দিন, আমি শুধু জান্‌তে চাই, বর্ত্তমান যুগের কথা, আমাদের স্থান কোথায়? সমাজে আমাদের কি অধিকার আছে, আমরা কি কর্‌তে পারি? আপনাদের রক্ত-চক্ষু ও ভ্রূকুটির বাইরে আমাদের কি করবার আছে? মুক্তি ও স্বাধীনতা কি আমাদের জন্য নেই?"

এ সমস্যা আজ জগদ্ব্যাপী। ভারতের নারী সমাজ ব্যস্ত—নারীদের স্থান কোথায়। অসহায়া পতিতা নারী, সমাজের কোন স্থানে দাঁড়াইবে। আশ্রয়হীনা বিধবা নারীরা কোন্ পথে তরী ভাসাইবে। তর্ক চলিতেছে মীমাংসা ও কার্য্য এখনও হইতেছে না। ইউরোপ ও আমেরিকারও এই নারী-সমস্যা। এ সমস্যার বিধান একদিন দুইদিনে হইবার নহে, সময় ও শিক্ষাই ইহার কার্য্য করিবে। প্রমোদ চিন্তা করিয়া কহিল—বিধবার পরসেবা কিংবা বিবাহ, হয় সংযম নচেৎ পতিগ্রহণ—এ দু'টীর একটী করাই শ্রেয়ঃ। নতুবা আর কোন্ পথ আছে জানি না।"

বিবাহ এই কথায় অমিয়ার চক্ষু দুইটী জ্বলিয়া উঠিল—তাহার গালে আপেলের রাঙিমা বিকশিত গোলাপের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল—সে মৃদু-কাতর-কণ্ঠে কহিল—"বিবাহ সে অসম্ভব, সমাজে তেমন বিবাহিত দম্পতির স্থান কোথায়। সেবাধর্ম্ম পরোপকার সে ভাববার বিষয় বটে।"

প্রমোদ ভাবগম্ভীর স্বরে কহিল—"সমাজ—সমাজের ভয় কি? একটা কথা অতি সত্য জান্‌বেন দু'চারিদিন তাদের নিয়ে একটু হৈ চৈ হয় তারপর সব ঠিক্ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, ভারতের সব দেশেইত আজ কাল বিধবা বিবাহ চলে যাচ্ছে, বাঙ্গলা দেশেওত দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কই সমাজ ত তাদের দূরে ঠেলে ফেলে দিতে পারেনি। তাদেরও একটা সমাজ গড়ে উঠেছে; কোন ভাল কাজেরই প্রথমে একটা বাধা ও বিপত্তি জোটে,

কিন্তু সাহসী যারা, বীর যারা তারা সে সকলকে চরণে দলিত করে চলে যান, দুর্ব্বল সমাজ পরে তাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করে সফল হয়ে উঠে। যাহাদের সাহস নাই সমাজে তাদের স্থান কোথায়?"

অমিয়ার চোখ দিয়া একটা কামনার বিলাস-ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল, আবার তাহা মিলাইয়া গেল, এই বুদ্ধিমতী তরুণী মনের অনেক প্রবল উন্মাদনাই যে সংযম ও সহিষ্ণুতার দ্বারা দমন করিতেছিল তাহা প্রমোদের বুঝিতে বাকী ছিল না। আজ প্রমোদ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহার এতটা স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কোনরূপেই সুসঙ্গত হইতেছে না, তবু—তবু কেমন একটা দুর্ব্বলতা তাহাকে তাহার গতিবেগ হইতে রোধ করিতে না পারিয়া তাহার মুখে আজ একটা উচ্ছ্বাসের প্রবল উত্তেজনা জাগাইয়া দিয়া অনেক কথা বলাইতেছিল। প্রমোদ কোন দিন অমিয়ার সহিত এত বেশী কথা বলে নাই। অমিয়া কহিল—এ গুরুতর সমাজ-সমস্যা প্রমোদ বাবু। হঠাৎ একটু থমকিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে সতেজে কহিল—"আচ্ছা প্রমোদ বাবু, আপনার কি বিধবা বিবাহ করবার সৎসাহস আছে?" কথা কয়টি কহিয়াই অমিয়া উঠিয়া দাড়াইল, তাহার হৃদয়ে একটা অস্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া অধিকার করিল। প্রমোদ অমিয়াকে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিজেও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পরিচালিত হইয়া অমিয়ার কোমল করপল্লব হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া কোমল কণ্ঠে ধীরস্বরে কহিল—"সে সৎসাহস আমার আছে অমিয়া।"

অমিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"বেশ, শুনে সুখী হলেম।"

এমন সময় সুলতা দ্রুত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সরলা বালিকার মত প্রমোদের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—"অনেকক্ষণ বসে আছেন,

বোধ হয়—চলুন খাবেন, উঃ মার যে ব্যবস্থা কর্ত্তা রাত্রি হয়ে গেল বাড়ী ফিরতে যে অনেক দেরী হয়ে গেল।”

অমিয়া ইতিমধ্যে কখন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে, সেদিকে কেহই লক্ষ্য করে নাই। সুলতা হঠাৎ ঘরের চারিদিক চোখ ফিরাইয়া কহিল—“অমিয়া দিদি কোথায়? এই না এখানে ছিলেন, কখন বেরিয়ে গেলেন? তবু যা হ'ক আপনারা দু'জনে গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলেন। আসুন!” সুলতা তাহাকে সবলে টানিয়া লইয়া যাইয়া তাহার মায়ের নিকট উপস্থিত করিল।

সুলতার এই সরল সুন্দর ব্যবহারে প্রমোদ মুগ্ধ না হইয়া পারিল না।

(১৭)

সারা রাত্রির সেবা শুশ্রূষায়ও সরোজের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী ও সদানন্দ স্বামী সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু ভোর হইয়া গেল, যাত্রিগণের কোলাহলে প্রয়াগের পুণ্যতীর্থ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সরোজের তখনও সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। শেষটায় সরোজকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। স্বামিজী সাহেবকে বলিলেন যে ইহার আরোগ্যের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, অর্থ যাহাই লাগুক না কেন রোগীর জন্য যেন একজন নার্স নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার সাহেব সরোজকে জানিতেন, এই যুবকের পর-প্রীতি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তিনি বলিলেন—আমি নার্সের ব্যবস্থা করে দেব। সে জন্য ভাববেন না স্বামিজী,—তিনি প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি কেরাণীর নিকট গচ্ছিত রাখিতে বলিয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী সেখানে থাকিতে

চাহিলেন, সাহেব বলিলেন কোন প্রয়োজন নাই, এখানে আপনাদের কোন ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। এই সদাশয় পরোপকারী সাহেবের ব্যবহারে স্বামিজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া কহিলেন—"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আমরা সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের ঈশ্বরের কাছে কল্যাণ কামনা ব্যতীত আর কিছুর অধিকার নাই।" সাহেব হাসিয়া সকলকে 'গুড্ মর্ণিং' দিয়া বিদায় দিলেন।

পথে যাইতে যাইতে স্বামিজী কহিলেন—"ব্রহ্মানন্দ! সরোজকে আর ফিরে পাব, এ আমার কিছুতেই মনে হচ্ছে না।"

ব্রহ্মানন্দ লোকটার হৃদয় বড় কোমল ছিল, সে একরূপ কাঁদিয়া ফেলিল করুণ কণ্ঠে কহিল—"এ কি ভীষণ কথা বল্‌ছেন।"

"তা জানিনে, আমার কিন্তু তাই মনে হচ্চে। জয় শিবশঙ্কর।"

ডফরিন হাস্‌পাতালের মিস্ মুখার্জ্জির নার্স হিসাবে খুব সুনাম। ডাক্তার সাহেব তাহাকে আনাইলেন। মানুষের মন বিচিত্র রকমের, দয়া বল, দাক্ষিণ্য বল—জগতের সকল দেশের নরনারীর প্রাণ একই ভাবে গঠিত। নিখিলের এই অখণ্ড সংযোগ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মিস্ সরযূ মুখার্জ্জি নিজের ফিজের চুক্তিটা ভালরূপ করিয়া হাস্‌পাতালের যে স্বতন্ত্র ঘরে সরোজ রোগ শয্যায় শায়িত ছিল, ডাক্তার সাহেবের সহিত সে কক্ষে প্রবেশ করিল। সাহেব রোগীর অবস্থা বুঝাইবার জন্য শয্যা সান্নিধ্যে দুই-খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া একখানাতে নিজে বসিলেন ও অপর খানাতে মিস্ মুখার্জ্জিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মিস্ মুখার্জ্জি সরোজকে দেখিয়াই চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। ডাক্তার সাহেব তাহার এই পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"মিস্ মুখার্জ্জি আপনাকে

এরকম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? আপনার কি কোন ব্যরাম আছে নাকি?"

সরযূ সংযত হইয়া কহিল—"না তবে মাঝে মাঝে আমার একটা মূর্চ্ছার মত হয়; সে কিছু না। তারপর ধীরে ধীরে রোগের সমুদয় অবস্থা সাহেবের নিকট হইতে শুনিয়া রোগীকে উত্তমরূপ দেখিয়া ও সব বুঝিয়া শুনিয়া কহিল,—"দেখুন, আমার রোগীকে দেখে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্চে, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমি ওঁকে আমার বাড়ীতে remove করতে চাই।" সাহেব কহিলেন—"এর অবস্থা যেমন শঙ্কাজনক তাহা কখনও নিরাপদ হবে না। একটু সুস্থ হলে পরে আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কাজ করবেন, তাতে আমার কোন আপত্তি হবে না।

সাহেব ঔষধ পত্র ইত্যাদি সমুদয় মিস্ মুখার্জ্জিকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সরযূ সাহেব চলিয়া গেলে সরোজের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিল। তারপর ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ কৌশলে গলাধঃকরণ করাইয়া দিল। প্রায় তিন চারি ঘণ্টা পরে সরোজ প্রথম নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল তাহার মুখের দিকে আকুল নয়নে একটী সুন্দরী যুবতী চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে সরোজ রমণীর দিকে চাহিয়া কহিল—"তুমি কে? তুমি কি সরযূ?"

সরযূ শিহরিয়া উঠিল, সে ইঙ্গিতে তাহাকে কথা বলিতে বারণ করিয়া করিল—"হ্যাঁ।" সরোজ ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। সরযূ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে এইরূপ ভাবে তাহার সহিত পুনরায় সরোজের মিলন হইবে। সরযূর সেই যে কাশীতে সরোজের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল

তাহার পর হইতেই মনের মধ্যে একটা তুমুল বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোন্ পথে সে যাইবে। সরোজ তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, এই প্রলোভন সে কোনরূপেই যে দমন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবার সে ভাবিতেছিল—সেদিন শেষ মুহূর্ত্তে তাহার ব্যবহারটা সবোজের প্রতি কোনরূপেই সঙ্গত হয় নাই। সরযূ আশা করিয়াছিল—সরোজ পরদিন নিশ্চয়ই আসিবে, না আসিয়া সে পারিবে না।—সরযূ জানিত সরোজ তাহার রূপের মোহে রূপের মদিরা পানে আচ্ছন্ন, সে সুরা যে শুধু ওষ্ঠ স্পর্শ করে নাই, আকণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া মত্ত করিবার শক্তি তাহাতে আছে, এবং প্রকৃতই সরোজ সে রূপ-মদিরা পানে বিহ্বল, সরযূ তাহা সেদিন যে অল্প সময়টুকুর জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। নারী-চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে পুরুষের মন বুঝিবার ক্ষমতা চিরদিনই অসাধারণ। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যে পুরুষকে সমগ্র প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিল, যাহাকে তাহার অদেয় কিছুই ছিল না, যাহার জন্য সে শত আঘাত সহ্য করিয়াছে, সমাজ বিতাড়িতা-লাঞ্ছিতা-দলিতা রমণীর যে বিদ্রোহী হৃদয় প্রতিহিংসার অনল সমগ্র বিশ্বজগতের পুরুষের প্রতি ঘৃণার প্রবল দ্বেষ পোষণ করিতেছিল আজ তাহার সেই ঈপ্সিত-দয়িতকে এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া তাহা কোথায় উড়িয়া গেল। আজ সরযূর হৃদয় নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, পাপের গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে, আজ শারদ-শেফালির শিশিরসিক্ত সজল শোভার ন্যায় তাহার নেত্রযুগল সজল ও ম্লান,—বাহু শিথিল ও দুর্ব্বল, মন প্রতি মুহূর্ত্তে একটা চির বিচ্ছেদের কল্পনা করিয়া ঘন ঘন ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার জীবনে ভালবাসার আস্বাদন পাইয়াছিল শুধু এই রুগ্ন তরুণের নিকট

হইতে। নিঃসহায় সরোজ ও ভ্রষ্টনীড় পাখীটির মত তাহার স্নেহের অঙ্কে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সরযূর চেহারা কয়েক দিনের মধ্যেই ঝড়ের আঘাতে দলিতা লতার ন্যায় পুষ্পহীনা—শোভাহীনা ও ভূতলে লুণ্ঠিতা। কোথায় তুমি জগৎপতি—কোথায় তুমি পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনকারী মহাপুরুষ ঈশ্বর-নন্দন খ্রীষ্ট,—শুধু ইহাকে ফিরাইয়া দাও, বাঁচাইয়া দাও, তাহার আর কিছু চাহিবার নাই। শুধু সে সরোজের পরহিত প্রাণ, মহান্ জীবনটুকু ফিরিয়া পাইতে ভিক্ষা চাহে। সে আর কিছু চাহে না, আর তাহার যে কিছুই চাহিবার অধিকার নাই। প্রেম শুধু প্রেমাস্পদের কল্যাণই চাহে—শত আঘাতে, শত নির্য্যাতনেও অকল্যাণ চাহে না।

কয়েকদিন যাবত সরোজ মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। সেদিন সন্ধ্যার পরে সদানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ বাবাজী সরোজকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ডাক্তার সাহেবও আছেন। অদ্য সরোজের একটু জ্ঞান হইয়াছে, স্বামিজী সরোজের মাথার ধারের চেয়ার খানাতে বসিয়া সরোজের শীর্ণ হাত দু'টী বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"সরোজ! কেমন আছ বাবা?" সরোজ তাহার দুইটী কাতর দৃষ্টি স্বামিজীর দিকে ফিরাইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল—"সে বৃদ্ধার খবর কি? সে আরোগ্য লাভ করেছে ত?" স্বামিজী কাঁদিয়া ফেলিলেন, সাহেব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর চক্ষেও জল! স্বামিজী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ বাবা! সে আরোগ্যলাভ করে চলে গেছে।" সরোজের মলিন রুগ্ন শীর্ণ বদনে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সরযূ মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেছিল। আজ পনের দিন যাবত সে প্রাণ দিয়া রুগ্নের সেবা করিতেছে, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, নিজ

সুখ-শান্তির দিকে লক্ষ্য নাই। ব্রহ্মানন্দ বাবাজী সরযূকে দেখিয়া চিনি-লেন—তিনি তাহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা দূর করিতে পারিলেন না। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনিই না কাশীতে আমাদের আশ্রমে গিয়াছিলেন সরোজ বাবুর সন্ধান নিতে?" সরযূ মৃদু-স্বরে কহিল—"হ্যাঁ।" ডাক্তার সাহেব রোগীকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া কহিলেন—"স্বামিজী—মিস্ মুখার্জ্জি এই রোগীর জন্য যা কচ্ছেন, বোধ হয় অতি বড় আপনার জনও অমন সেবা করতে পারত না।• রোগীর জীবন যদি না রক্ষা হয়, তা হলে মনে করবেন না যে চিকিৎসার অযত্নে বা সেবা অভাবে মৃত্যু হয়েছে। রোগীর যদি কেউ আপনার জন থাকে তাদের খবর দিতে পারেন, যদি আর তিন দিনের মধ্যে ভালর দিকে না ফিরে তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বোধ হয় রুগীর জীবন রক্ষা হবে না। ডাক্তার সাহেব কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। স্বামিজী সরযূকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"মা! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বপ্রকারে সুখী হও। জীবন ও মৃত্যু বিধাতার দান। মানুষের হাত সেখানে নাই।" সরযূ কাঁদিয়া কহিল—আমাকে কোন আশীর্ব্বাদ করবেন না, আমি আপনার ন্যায় পুণ্যবানের আশীর্ব্বাদ পাইবার যোগ্য নই। আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল "আপনি সরোজ বাবুর আত্মীয় স্বজনকে খবর দিন, শেষ মুহুর্ত্তে যদিই বা তাঁকে বাঁচাতে না পারি তাহলে একবার প্রিয়জনকে দেখাবার ব্যবস্থা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?" স্বামিজী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"অতি সঙ্গত কথা মা, তবে আমি ত সরোজের আত্ম-পরিজনের কোন সন্ধানই রাখি না।" তারপর একটু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মানন্দ বাবাজীর

দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"ব্রহ্মানন্দ! আমাদের এদিকের কাজত প্রায় শেষ হয়ে এল, তুমি এখুনি কাশী যাও, সেখানে সরোজের বাড়ীর সংবাদ ও পিতামাতার কথা বাঙ্গালীটোলার কৈলাস শিরোমণির কাছে জান্‌তে পারবে বলে মনে হয়, জেনে অমনি জরুরি তার দি'ও, ও আমায় জানিও।" ব্রহ্মানন্দ তৎক্ষণাৎ চিন্তাকুল মনে চলিয়া গেল। সরযূর সহিত সরোজের জীবনের যে কোন একটা গুপ্ত সংসর্গ আছে, যাহা তাহার মনে কিছুদিন হইতে একটা সংসারের অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল,—আজ আকস্মিক রূপে সরযূকে এখানে দেখিতে পাইয়াও তাহার ব্যবহারে সত্য বলিয়া মনে হইল। সরোজ এতক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল, তাহার নয়নদ্বয় নিমিলীত। স্বামিজী ধীরে ধীরে পুনরায় তাহার শিয়রের নিকট বসিয়া মাথায় হাত দিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিলেন। তারপর অশ্রুভরা চক্ষে আর একটী কথা না বলিয়া 'জয় শিবশঙ্কর' রবে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পথে বাহির হইলেন।

সন্ধ্যার পর হইতে সরোজ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সরযূ ও একজন সহকারী প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সরোজ বলিতেছিল— "বুড়ী বেঁচেছে—বুড়ী বেঁচেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত! সরযূ—সরযূ তোমাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমার আছে।" আবার নীরব—পুনরায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল—"তুমি জাননা সরযূ আমি তোমায় কত ভালবাসি—ছেলে বেলার ভুল দোষ ক্ষমা কর। উঃ আর একবার দেখা পাই না! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! সরযূ—সরযূ! রুগী আর কথা বলিতে পারিল না। আবার ক্ষীণ-কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। সারারাত্রি কখনও কম—কখনও বেশী এইরূপ প্রলাপ চলিতে লাগিল।

সরযুর প্রাণ আজ ফাটিয়া শতধারে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল; সরোজ যে তাহাকে কি গভীর আকর্ষণের সহিত ভালবাসিত—এই রুগ্না-বস্থায় তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে বাহির হইয়া পড়িল। সরযুর প্রাণ গভীর যন্ত্রণায় মথিত হইতে লাগিল। শেষ-রাত্রিতে রোগী একটু শান্ত হইলে, সে ধীরে ধীরে ঘরের মেঝে যাইয়া লোটাইয়া পড়িল—আকুল-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"ওগো! আমার প্রাণ নাও—তাহাকে বাঁচাও—সে ক্ষোভে ও দুঃখে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল—চুল ছিঁড়িতে লাগিল যেন জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী।

(১৮)

রূপার মত সাদা তরল জ্যোছনা চারিদিক্ আলো করিয়া হাসিতেছে; সুলতা ঘরের মধ্যে একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিল—

"আমি" পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।

সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো, সকাল বেলার মল্লিকা, আমায় চেন কি ?"

ঘরের ভিতরে মুক্ত জানালা পথে চন্দ্রের সবটা আলো ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। এ বাড়ীতে প্রমোদের পক্ষে আর কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাহার জন্য অন্দর ও বাহিরের দ্বার মুক্ত ছিল। প্রমোদ ধীরে ধীরে আসিয়া দরোজার আড়ালে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। আর চার-পাঁচদিন পরেই অমৃতবাবু পুনরায় কলিকাতা চলিয়া যাইবেন; তাঁহার কাশী আর ভাল লাগিতেছিল না। কার্য্যপটু লোকদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত অবসর গ্রহণ করাও অসহ্য হইয়া উঠে। অমৃতবাবুর কাছে আর এইরূপ নিশ্চিত অবসর ভাল লাগিতেছিল না। হঠাৎ কয়েক-

দিনের মধ্যে প্রমোদের মনের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে সে এই পরিবারের দুইটী তরুণীর সঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারিত না। সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে থাকা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। সরোজ চলিয়া যাইবার পর প্রমোদের সঙ্গীর অভাব সত্য সত্যই একটু অধিক পরিমাণে হইয়া পড়িয়াছিল। আশ্রমের ব্রহ্মানন্দ বাবাজীও হঠাৎ যে কোথায় উধাও হইয়াছেন তাহাও সে জানিতে পারে নাই। কাজেই এখন ভোর ও সন্ধ্যায় সে নিয়মিতভাবে এখানে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। কোন দিন এই দুইজন তরুণীকে সঙ্গে লইয়া সে বেড়াইতে বাহির হইত, কোনদিন বা সঙ্গীতালোচনা হইত, কোনদিন সাহিত্যের আলাপ চলিত— এইরূপভাবে ধীরে ধীরে উভয় পক্ষ হইতেই একটা আকর্ষণ পরস্পরকে নিকটে টানিয়া আনিতেছিল। স্নলতা নিবিষ্ট মনে গাহিতেছিল। সেদিন তার শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল। বাড়ীর সকলেই আজ দুর্গাবাড়ীতে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছেন, কলিকাতা হইতে আগত রণদা তর্কতীর্থ মহাশয় 'গীতার-ধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিবেন তাই সকলে সেখানে চলিয়া গিয়াছেন। অনুভবাবু কোনদিন কোন সভা-সমিতি বা বক্তৃতার ধার ধারিতেন না, কিন্তু শতদল বাসিনীর হুঙ্কারে আজ তাহার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় নাই। অমিয়ার মাতাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, শতদল বাসিনীর কাছে এ সব তেমন ভাল না লাগিলেও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন বুঝিবার ভাণ করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের শাস্ত্রবচন অবহিত হইয়া শুনিয়া থাকেন, এক্ষেত্রেও কতকটা তদ্রূপ,—তবে তাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই, একথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, শক্তি থাকিলেও বহুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি

তাহার ছিল না। তবু কাশী আসিয়া কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ না দিলে চলে না বলিয়াই জায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্বত্র যাইতে কোন আপত্তি করেন নাই।

সেই ব্রতের বিশেষ ঘটনার পর হইতে অমিয়ার মন আর আগের মত প্রফুল্ল ছিল না, কাকিমার সঙ্গ সে বড় একটা পছন্দ করিত না। না গেলে চলে না বলিয়া সেও সেদিন তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল প্রমোদ আসিলেই ভাল হইত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল প্রমোদ আর আসিল না, কাজেই অগত্যা সারাদেহে একটা সিল্কের চাদর জড়াইয়া সকলের সঙ্গী হইল। কিন্তু সেখানে তাহার মন কোনদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল তাহা যিনি মানুষের সকলই দেখিতে ও বুঝিতে পারেন, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-বিধাতা ব্যতীত অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

গান শেষ হইলে মুখ ফিরাইবামাত্র সুলতা দেখিতে পাইল প্রমোদ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে,—সুলতা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—"এই যে প্রমোদ বাবু! কতক্ষণ? প্রমোদ মৃদু স্বরে কহিল—"আপনি থাম্‌লেন যে? কি সুন্দর আপনি গাইতে পারেন!" সুলতার সারা দেহের উপর দিয়া একটা লজ্জার ঢেউ খেলিয়া গেল। কাণের ডগা পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া গেল। মনে মনে একটা অখণ্ড তৃপ্তি অনুভব করিয়া কহিল—"যান্ ঠাট্টা কর্‌বেন না, বসুন না? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? প্রমোদ ও সুলতা দুইখানি সোফায় বসিয়া পড়িল। বাহিরে তেমনি প্রফুল্ল জ্যোছনা হাসিতেছিল, একটা পাপিয়া অজস্র গাহিতেছিল। শেফালির মৃদু সৌরভ ঘুমন্ত জ্যোছনার মত স্বপ্নময় আবেশ বুকে লইয়া

কক্ষের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রমোদ কহিল—'আর কাউকে যে দেখ্তে পাচ্ছি না?' আর কেউ অর্থে যে অমিয়া সেটা সুলতার ভালরূপই জানা ছিল। সে মৃদু হাসিয়া কহিল—"ওঁরা সব আজ দুর্গাবাড়ীতে বক্তৃতা, শুন্তে গেছেন।'

'আপনি যান্নি যে?'

সুলতা কহিল—"আমার শরীরটাও তেমন ভাল নয়, তারপর অত লোকজনের ভীড় আমি বড় একটা পছন্দ করি না। তারচেয়ে নিরিবিলি চুপচাপ পড়ে থাকা অনেক ভাল।"

"আমারও সেই মত, হুজুগে ছুটে বেড়ান, আর নিজের সময়টাকে অযথা অপব্যয় করা আমিও পছন্দ করি না। আপনাকে ভাল করে বুঝে নিতে পারলেই অনেক উপকার হয়।'

সুলতা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আপনি কি আমাদের কলেজ পড়া মেয়েদের খুব বেহায়া মনে করেন নাকি?" প্রমোদ হাসিয়া কহিল "আপনার একথা মনে হচ্চে কেন? স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী আমি কখ্খনো নই, বরং আমাদের দেশের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে নিজে-দের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা বজায় রেখে চল্তে পারেন তারই পক্ষপাতী, তবে বিবিয়ানার পক্ষপাতী আমি নই। আপনারা যেভাবে লেখাপড়া শিখ্ছেন, সেটা হচ্চে একটা দিক্, কিন্তু গৃহস্থালী, সন্তান পালন, শিল্পকর্ম্ম অর্থাৎ আমাদের মেয়েরা যাতে কেবলমাত্র পুরুষের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর না করে নিজেরাও অভাবে পড়লে পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, আমার মনে হয় আমাদের নারীজাতির শিক্ষা ঠিক্ সেইভাবে গড়ে তোলা উচিত। নতুবা শুধু গান বাজনা বা কাব্য আওড়ালেইত জীবন-পথে চলা যায় না।"

সুলতা কহিল "শুধু নারীজাতির পক্ষে নয়, পুরুষদের শিক্ষার পদ্ধতিটাও বদ্‌লে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। শিক্ষাটাকে শুধু অর্থগত করলেও চলে না, অথচ না করলেও হয় না। অর্থগত হ'তে কেবল চাকরী বুঝে নিয়েইত আমরা বিপদে পড়ছি।"

প্রমোদ কহিল "এ অতি সত্য কথা। একজন চৌদ্দ বছরের মাড়োয়ারীর ছেলে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে এবং ব্যবসায় যেরূপ অভিজ্ঞ, আমাদের দেশের একজন গ্রেজুয়েটের ও সে সাধারণ জ্ঞান নাই। আমার নিজের কথা শুনুন, এম্, এ, পাশ করে কি যে করবো ভেবেই ঠিক্ পাচ্ছিলাম না, শেষটায় নিরূপায় হয়ে আজ পাঁচ বছর কেরাণীগিরি কচ্ছি। মাসে চারশ টাকা পাই, তাতেই সন্তুষ্ট—লোকেও বড় চাকুরে বলে সম্মান করে, কিন্তু একটা মাড়োয়ারি যুবক মাসে দশ পনের হাজার টাকা রোজগার করে। আমা-দের জাতকে বাঁচ্‌তে হলে চাকরীর মায়া কাটিয়ে ব্যবসায়কে গ্রহণ করতে হবে।"

"সকলের পক্ষে সে কথা খাটেনা প্রমোদ বাবু, ব্যবসা করবো বল্লেই ব্যবসা করা যায় কি তারও একটা শিক্ষানবিশী দরকার। গভর্ণমেণ্টের বড় কাজগুলোও যে কোন ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণ করা উচিত তাও খুব সঙ্গত কথা। এ সব সমস্যার কথা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হ'তেই ঠিক্ হয়ে যাবে। সমাজ ও রাজনীতি এ দুদিকেই একটা তুমুল তরঙ্গ উঠেছে. কোথায় কি ভাবে দাঁড়াবে কেউ বল্‌তে পারে না।'

প্রমোদ কহিল—'সবদিকেই আপনার দৃষ্টি আছে দেখ্‌তে পাই। আপনাদের মত নারী প্রকৃতই সমাজের আদর্শ স্থল।' এ কথা কহিয়াই প্রমোদ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল—"এখন তবে আমি আসি. কি

বলেন ?” প্রমোদকে বাধা দিয়া সুলতা কহিল—“অমিয়া দিদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন না ?”

প্রমোদ কহিল—“তাঁরা কখন আসবেন ঠিক্ কি ? আর এই বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা।”

সুলতা চমকাইয়া মলিন মুখে কহিল—“কেন ?”

‘কেন ? আপনারাও দু’চার দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন, আমিও আমার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখ্তে আজই রাত্রির গাড়ীতে এলাহাবাদ যাচ্ছি। কবে ফিরবো বল্‌তে পারি না।

সুলতার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। সে ধীর-স্বরে কহিল—‘তা হলে বাবা, মা সকলের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হত না ?”

প্রমোদ কহিল—“আমারও সে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তারা কখন ফিরবেন অনিশ্চিত—প্রমোদের কথা শেষ হইতে না হইতেই অমিয়া ঝড়ের মত বেগে সেখানে প্রবেশ করিল। অমিয়া সুলতা ও প্রমোদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর শান্ত স্বরে কহিল—‘প্রমোদবাবু কখন এসেছেন ? আজকাল যে আপনার দেখা পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।’ সুলতা এত-ক্ষণ যে লজ্জা ও সঙ্কোচে খুব তেজের সহিত কথা বলিয়া যাইতে পারে নাই, এখন তাহার সে স্বাভাবিক শক্তি ও সাহস ফিরিয়া পাইয়া কহিল ‘অমিয়া দিদি! তোমরাও গেলে, প্রমোদবাবুও এলেন, আমাদের সময়টা বেশ আমোদে কেটে গেছে।’ অমিয়া ধীরে ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া একটী ক্ষুদ্র অথচ সুস্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—“বেশ।” সুলতা মাথা নীচু করিয়া একটা বহি টেবিলের উপর হইতে টানিয়া লইয়া নাড়া-

চাড়া করিতে আরম্ভ করিল। প্রমোদ অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মরাল বিনিন্দিত উন্নত গ্রীবার পাশ দিয়া কয়েক গুচ্ছ কেশ আসিয়া দোলাইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, নাসিকা ঘন ঘন স্ফুরিত, মুখে ক্লান্তির অবসাদ—তবু কি সুন্দর! ভালবাসার চক্ষে ভালবাসার পাত্রীর ন্যায় সুন্দরী জগতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সিঁড়িতে পদ শব্দ ও অমৃতবাবু ও শতদলবাসিনীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। অমিয়া কহিল—'কাকাবাবু আজ সারা পথে কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন।" সুলতা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—"কেন?"

"কেন? এই বক্তৃতার কথা তুলে। তাঁর ঐ ভিড়ের মাঝখানে বসে থেকে আদৌ ভাল বোধ হচ্ছিল না, তারপর মা'ও কাকীমা শেষ না শুনে আসবেন না, এই অপরাধ।"

সুলতা কহিল—'বাবা এ সব ভাল বাসেন না।' প্রমোদ এইবার গাত্রোত্থান করিয়া কহিল—'আমার এখন উঠতে হল।'

অমিয়া বিদ্রুপের সুরে কহিল—"আমি এসেছি বলে নাকি? বরং আমিই চলে যাই।" তাহার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপে সুলতার মুখে একটা ক্রোধের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রমোদ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল—"আপনি বোধ হয় সরোজ বাবুকে জানেন?'

অমিয়া নিজকে সংবরণ করিয়া কহিল—'সেবাশ্রমের সরোজ বাবুর কথা বলছেন?'

প্রমোদ কহিল—"হ্যাঁ, কাশীতে এসে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, সে পরিচয় শুধু সামান্য নয় গাঢ় বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আশ্রমের ব্রহ্মানন্দ বাবাজী কাল কাশীতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর

কাছে শুনলুম, সরোজবাবু মৃত্যু শয্যায়, আমি আজ রাত্রির গাড়ীতেই এলাহাবাদ চলে যাচ্ছি। কবে ফিরি অনিশ্চিত, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।" প্রমোদ আর কাহারও উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া যাইবার সময় অমৃতবাবু প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া গেল।

(১৯)

সেদিন সান্ধ্য-ভ্রমণের পর বাড়ী ফিরিবার পথে হঠাৎ ব্রহ্মানন্দ বাবাজীর সহিত প্রমোদের সাক্ষাৎ হইল,—প্রমোদকে দেখিয়া বাবাজী এক নিঃশ্বাসে সরোজের অসুস্থতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রমোদ সরোজকে সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল ; সরোজের এইরূপ মৃত-সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথায় তাহার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন যাহার সহিত কত বিষয়ের আলাপ হইয়াছে, অল্প সময়ের পরিচিত হইলেও যাহাকে সে অতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করে নাই, আজ সে কিনা এ জগতের সমুদয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রমোদের হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল—সে কোনরূপেই অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না। সে রাত্রিতেই এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

সরোজের রোগ ক্রমশঃই অতি বড় সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইল, সে নিজেও বুঝিয়াছিল যে এবার তাহার ডাক পড়িয়াছে। একদিন অপরাহ্নের শেষ স্তিমিত রশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। সরোজ আজ সজ্ঞানে অনেক কথা বলিতেছে, রোগে পড়িয়া কোনদিন সে এতকথা বলে নাই। স্বামিজীকে

দেখিয়া সে শীর্ণ কম্পিত অঙ্গুলি হেলাইয়া তাহার জীবনের সমগ্র ইতিহাস বলিয়া গেল। সরযূর সহিত তাহার তখন জীবনের প্রণয়-কাহিনী—জীবনের কোন কথাই সে গোপন রাখিল না, সব কথা ভগ্ন-তন্ত্রী-বীণার মত বলিয়া গেল। স্বামিজী নিবিষ্টচিত্তে শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত ধীর গম্ভীর ভাবে সব কথা শুনিয়া গেলেন। সরযূ রুগ্নের চরণোপান্তে নতমুখে সব কথা শুনিতেছিল। স্বামিজী মাঝে মাঝে এই বিবর্ণা-বিষণ্ণা মলিনমুখী তরুণীর মুখের ভিতর হইতে অনেক কথাই সুস্পষ্ট পড়িয়া লইতে পারিতেছিলেন। সরোজ অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"স্বামিজী আজ মরণের কোলে শুয়ে আমার কোন লজ্জা কোন গ্লানি নেই, সরযূকে আমি বাহিরের অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ কর্‌বার সুযোগ লাভ না কর্‌লেও মনে ও প্রাণে ধর্ম্মের নিকট গ্রহণ করেছি। আমি জানিনা সরযূ আমাকে ঠিক্ সেইভাবে গ্রহণ করেছিল কি না।"—সরযূ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—"সরোজ! তুমি আমায় আর লজ্জা দিওনা, জাননা তুমি, তোমাকে ছেড়ে আমি কি দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটিয়েছি, শুধু তোমাকে স্মরণ করেই আমি শত প্রলোভনের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা কর্‌তে সমর্থ হয়েছি। আমি ধর্ম্ম জানিনা, কর্ম্ম জানিনা, আমি শুধু তোমাকেই জানি।" সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সরোজ বহুক্ষণ পলক-বিহীন-নেত্রে সরযূর দিকে চাহিয়া রহিল। কোন লজ্জা, কোন সঙ্কোচ মরণাহত তরুণের নিকটে আর ছিল না। সরযূর মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে, চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি-জাগরণ-জনিত ক্লেশে তাহার দুই চক্ষু লাল, এ-কয়দিনের মধ্যেই তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর একটা কালিমা আসিয়া, পড়িয়াছে। স্বামিজী সব কথা নিবিষ্ট-চিত্তে

শুনিয়া কহিলেন—"ভালবাসা কোন দিনই কোন সমাজ বা জাতির বিচার করে না, যেখানে দুইটী তৃষিত প্রাণ নদী ও সাগরের সুগভীর মিলনের ন্যায় ব্যাগ্র হইয়া পড়ে সেখানে শাস্ত্রের অনুশাসন চলে না। সরযূ তোমার যদি কোন পাপ কোন ত্রুটি হয়ে থাকে সমাজ সেদিকে রক্তচক্ষু করলেও মঙ্গলময় কি করবেন তা জানিনা। তবে আমি শাস্ত্রজ্ঞ-ব্রাহ্মণ,—আজ তোমাদের মিলনকে শুধু বাহিরের দিক্ দিয়ে নয় আনুষ্ঠানিক সামাজিক দিকে দিয়েও পূর্ণ কচ্ছি। মরণের পরেও একটা জীবন আছে—তোমাদের সে মিলন অক্ষয় ও অনন্ত হউক।" ধীরে ধীরে স্বামিজী সরযূর হাত দু'খানি সরোজের শীর্ণ কম্পিত করপ্রকোষ্ঠে অর্পণ করিয়া বেদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মিলিত করিয়া দিলেন, দুইজনের মিলন হইল, যখন যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও কামনার লেশ উভয়ের হৃদয় হইতে দূর হইয়াছিল। মৃত্যু বাসরে কি অপূর্ব্ব মিলন। একদিন যে সরযূ, সরোজের এই মিলনের আহ্বানকে অবহেলা করিতে ছাড়ে নাই, আজ সে সম্পূর্ণ সরল ও সহজ মনে তাহাই গ্রহণ করিল। এ মিলনে কেহ মিলন-গীত গাহিল না, কেহ বর ও কন্যাকে আদর-আপ্যায়নে অভিনন্দিত করিল না, সানাইয়ের করুণ-রাগিনী মধুর রবে বাতাসে ভাসিল না—শুধু মৃত্যু-মুখর সমুদ্র তীরে, প্রলয়ের ধ্বংসকারী দুন্দুভির বজ্রনিনাদে, আর এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মন্ত্রোচ্চারণে দুইটী প্রাণ মিলিত হইল। সরোজ সরযূর সুকোমল উষ্ণ হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল, আর সরযূ মৃত্যু পথের পথিক তরুণ অতিথির শীতলস্পর্শে প্রাণে পরম আরাম অনুভব করিল। সে নিজের হৃদয়ের নিকট, ধর্ম্মের নিকট সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন বলিয়া উপলব্ধি করিল। স্বামিজী নিরূপিত সময়ে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় সরযূকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন—"মা! তোমার স্বামীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম। জয় শিব শঙ্কর। সরযূ স্বামিজীর পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

পরদিন প্রমোদ যখন বন্ধুর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সরোজের জীবন স্রোতের প্রবল ধারা মন্থর গতিতে চলিতেছে। ডাক্তার সাহেব রোগীর পাশে দাঁড়াইয়া রুগ্নীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। স্বামিজী ও ব্রহ্মানন্দ বাবাজী মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ প্রমোদকে সরোজের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া কহিলেন—"সরোজ! প্রমোদ বাবুকে চিন্‌তে পাচ্ছ কি?" সরোজ ঈষৎ শির সঞ্চালন করিয়া কহিল হ্যাঁ। তাহার কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রমোদকে দেখিয়া তাহার প্রাণে যে গভীর আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা তাহার বিশীর্ণ মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়াই বোঝা যাইতেছিল। সরোজ ইঙ্গিত করিয়া প্রমোদকে পাশে বসিতে বলিয়া, সরযূকে দেখাইয়া ক্ষীণস্বরে তাহার জীবনের ইতিহাস বলিয়া গেল। প্রমোদ আকুল কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল,—তারপর একটু সংযত হইয়া কহিল "সরোজবাবু! আমি এক নিমিষের জন্যও কল্পনা করিতে পারি নাই যে আজ আপনাকে এই ভাবে দেখ্‌বো। ভগবান আপনাকে আরোগ্য করুন।"

সরোজ মলিন হাসি হাসিয়া কহিল—"আরোগ্য! আরও আরোগ্যের আশা করেন কি? সরযূ, রইল তাকে দেখ্‌বেন।" ডাক্তার সাহেব সরযূকে ও স্বামিজীকে আহ্বান করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন—'মিস্ মুখার্জ্জি; আজকার রাতটা কেটে গেলে রোগী ভাল হতে পারে নতুবা দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্চে, আজই শেষ হয়ে যাবে।' তারপর ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার ও প্রয়োগের উপদেশ এবং একজন সরকারী ডাক্তারকে

রাত্রিতে থাকিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কখন কি হয় তাহা ত বলা যায় না। কাজেই সে রাত্রিতে সকলেই সেখানে থাকা স্থির করিলেন। প্রদীপটি নিবিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেনন তাহার দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আকাশের বুক হইতে তারা ঝরিয়া পড়িবার সময় যেমন তাহার প্রোজ্জ্বল প্রভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তেমনি নিরস্ত জ্যোছনার মত একটা প্রফুল্লতা আজ সরোজের মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। মৃত্যুর মলিনতা সেখানে ছিল না।

স্বামিজী ঘরের মেজের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া মুদিত নয়নে অস্ফুট স্বরে স্তোত্র পড়িতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ও প্রমোদ রোগীর দুই পার্শ্বে বসিয়া ছিল? শিশু অরুণকে কোলে করিয়া দাসী দাঁড়াইয়াছিল। আর সরযূ! সে রোগীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া যাইতেছিল।

ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গশিশু যেমন বিহঙ্গমাতাকে দেখিয়া পক্ষ লোপটিয়া আশ্রয় চাহে ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ব্যাকুল হয়, সরোজও সরযূকে কাছে পাইয়া তেমন ভাবে অন্তরের অনেক কথা নীরব ভাষায় ছোট কথায় বুঝাইয়া বলিতেছিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সরোজ সরযূকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—সরযূ!

অপরের পক্ষে তাহা শ্রুতিগোচর হওয়া তেমন সহজ না হইলেও সরযূ তাহা বুঝিল, সে কহিল—কেন?

'কেন, আমি যাই তুমি আমার ব্রত গ্রহণ কর, পরের সেবায় পরের উপকারে অনাথ আতুরের কল্যাণ কার্য্যে স্বামিজীর উপদেশ মত কাজ করিও। বুঝ্‌লে! অনুপকে মানুষ করে তুল, মানুষের মত মানুষ, আর

আমায় ক্ষমা করিও। দয়াময়—আর কোন কথা সরোজের মুখ হইতে বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিল। কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রিতে চন্দ্রের আলো ম্লান মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, একটা গম্ভীরনাদী পাখী রাস্তার ধারের নীম গাছের উপর বসিয়া মাঝে মাঝে গুরু গম্ভীররবে ডাকিতেছে। স্তব্ধ বিষণ্ণ ম্লান চিত্র কে যেন চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে। প্রবল প্রলয় নাদে তরঙ্গের আস্ফালন চলিয়াছে, সে ঝড় শান্ত করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। করাল কাল সাগরের বুকে মিলিবার জন্য অতি দ্রুত অতি চঞ্চল একটা নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। সরযূ শেষ মুহূর্ত্তে কোমল বাহু বল্লরী দিয়া মরণোন্মুখ সরোজকে বুকে জড়াইয়া ধরিল,—একবার অতি হৃদয় ভেদী করুণ কোমল কণ্ঠে ডাকিল "সরোজ !" একদিন যাহার মধুর কণ্ঠ স্বর শুনিলে সরোজ সারা বিশ্ব ভুলিয়া যাইত আজ শেষ অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমার প্রিয় সম্বোধনকে কিসে ভুলিতে পারে ? সরোজ চক্ষু মেলিল তার পর জীবন সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। সব শান্ত সব স্তব্ধ সব নীরব। এক সঙ্গে মিশ্রিত একটা করুণ ক্রন্দনের বাণী জাগিয়া উঠিল, আবার ধীরে ধীরে তাহা মিলাইয়া গেল। তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে প্রভাতের লালিমা পূর্ব্বগগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আবার নূতন জগত নূতন আলো বুকে করিয়া হাসিবে কিন্তু সে ফুলটি ঝরিয়া পড়িল সে আর কখনও ফুটিবে কি ?

(২০)

অমিয়া হঠাৎ অন্তরের মধ্যে বিশেষরূপে অনুভব করিল যে সে প্রমোদকে ভালবাসে। মানুষ অনেক সময় অনেক কাজ কোনরূপ চিন্তা বা বিচার করিয়া করে না, কিন্তু করিবার পর যখন চিন্তা বা বিচারশক্তি ফিরিয়া আসে তখন শত অনুতাপে ফল হয় না। সুলতা এখানে আসিবার পর হইতেই প্রমোদের প্রতি অমিয়ার যে একধা আকর্ষণ আছে তাহা উপলব্ধি করিতেছিল। মানুষ ভালবাসা যত রূপেই গোপন করিতে চায় না কেন তাহার ভালবাসা নানাভাবে নানারূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে।

অমিয়া তাহার মনের ভাব গোপন করিলেও তাহার প্রত্যেক কার্য্যে আচরণে তাহা প্রকাশ পাইত। ইদানিং কোনদিন প্রমোদ তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে না আসিলে তাহার মন অভিমানে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, অথচ তাহারত প্রমোদের প্রতি অভিমানের কোন অধিকার নাই। প্রমোদের পরিচয়টা শতদলবাসিনী কৌশল করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন, শুধু জানা নয় সংসারাভিজ্ঞ খাঁটি বৈষয়িকের ন্যায় দেশের বাড়ীর খোঁজ খবর পর্য্যন্ত লইয়া তাহার বংশপরিচয় ইত্যাদি সব জানিয়া লইয়াছিলেন। জানিবার একটা সুযোগ ঘটিয়াছিল যে শতদলবাসিনীর পিত্রালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেই প্রমোদের পৈত্রিক আবাস। কাজেই বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য যখন দু'দিন আগে পরে হউক একজন বর সংগ্রহ করা আবশ্যক, তখন তাহার উপযুক্ত সুযোগ হাতের কাছে আসিয়া পঁহুছিলে তাহা কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলেনা। ছেলেটি বিপত্নীক হইলেও বয়স যখন ত্রিশের অনূর্দ্ধ তারপর এমন রূপবান, গুণবান, সব দিকে মণিকাঞ্চন সংযোগ

তা কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। অমৃতবাবু কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্ত্রীর করতলগত ছিলেন, আর এসব ব্যাপার তিনি কোন দিনই তেমন সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন না। একদিন স্বামী স্ত্রীতে এই বিষয় লইয়া আলাপ হইবার পর যখন উভয়ের মতের মিল হইল, তখন কার্য্যটা কি ভাবে অগ্রসর হইলে ফল সহজ ও সরল হইবে উভয়ের গতি সে দিকেই ধাবিত হইল। একটা ফাঁদ পাতিবার কৌশল করিয়াই তাঁহারা প্রমোদের সঙ্গে সুলতার মেশামেশিটা তেমন দোষের চক্ষে দেখিতেন না।

এই দুইজন প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া যে ভিতরে একটা গোপন অভিসন্ধি লইয়া কাজ করিতেছেন তাহা অমিয়া বা সুলতা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। শান্তাদেবী তাহার জায়ের কৌশলপূর্ণ চাল অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন না, কারণ বহুদিন যাবত তাহাদের এক সঙ্গে বাস করা ঘটে নাই।

সুচতুরা সুলতা অমিয়ার পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। বিশেষ সেদিন তাহাকে ও প্রমোদকে একাকী দেখিতে পাইয়া অমিয়ার মুখ ও চোখের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের একটা দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে যে অমিয়া তাহার হৃদয়ের অনেকখানি কথাই বলিয়া ফেলিয়াছিল। প্রমোদ সেদিন উহা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিবার সুযোগ সুলতার হয় নাই, কিন্তু সুলতা উহা যে শুধু কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, বরং তাহার নারী-গৌরবে সে একটা আঘাত অনুভব করিয়াছিল। তাহার পক্ষে শুধু আঘাত হইলেও ততটা দোষের নহে,—কিন্তু সে তাহার এই তরুণী বিধবা ভগিনীর মনের পরিবর্ত্তনে বাস্তবিকই দুঃখিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতা মনে মনে স্থির করিল যে একদিন এ বিষয়ে সে অমিয়ার সঙ্গে বেশ খোলাভাবেই আলাপ করিবে

এদিকে অমিয়ার মনের ভিতরেও সহসা একটা অশান্তির উন্মাদনা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বহিয়া যাইতেছিল। সে সেদিনকার ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মনের উপর কেন যে একটা ঈর্ষার ভাব নাড়া চাড়া দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কলি যেমন ফুটিবার প্রথম উন্মেষের ভাবি দীপ্ত সুরভি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয় না, তেমনি তাহার মনের গুপ্ত নিকুঞ্জে প্রণয়ের যে কৌতুক-লীলা ধীর গতিতে লীলায়িত হইতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। যৌবনের পূর্ণ কামনা ভরা হৃদয়ের মাঝে, সমাজের মন্ত্রশক্তি গর্জ্জিয়া উঠিলেও মন্মথের প্রভাব ব্যর্থ করিবার শক্তি তাহাতে কোথায়?

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অমিয়ার ঘাটে বেড়াইবার স্বাভাবিক অভ্যাসটা কয়েকদিন যাবত পরিত্যক্ত হওযায় সকলে যতটা না বিস্মিত হউক, সুলতার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য সেদিক এড়ায় নাই। সন্ধ্যা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই, দিনের আলো তখনও নিভিয়া যায় নাই, রাস্তায় আলোক মালা তখনও জ্বলিয়া উঠে নাই। কোলাহল তেমনি চলিতেছে একাগাড়ীর ঘণ্টা নিনাদ তেমনি ঘনঘন শুনা যাইতেছে। অমিয়া একাকিনী তাহার ঘরের মধ্যে জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শুইয়া বাঙ্গলা নূতন প্রকাশিত উপন্যাসের পাতা উলটাইতেছিল, এরূপ সময়ে সুলতা সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিল "এই যে দিদি! একলা চুপটি করে বসে কি কচ্চ?"

অমিয়া বহিটা রাখিয়া দিয়া হাস্য করিয়া কহিল—"শরীরটা কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ কচ্চে, তাই আর বেরুতে ইচ্ছা হয় না। তা ভাই

তোরা ত দু'দিন বাদেই চলে যাচ্ছিস্, আমরা ত আবার সেই একাই পড়ে থাক্‌বো।"

সুলতা ইতিমধ্যে তাহার পরিত্যক্ত বহিখানা হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে একটা অমিয়ার পাশের চেয়ারটায় উপবেশন করিয়া কহিল—"তা দিদি, তুমিও চলনা এইবার আমাদের সঙ্গে। আর ধর্ম্ম করার চেয়ে কর্ম্মটাই কি শ্রেষ্ঠ নয়? আবার পড়াশুনা সুরু করে দাওনা?" অমিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"সে আর হয়না সুলতা। জানিস্ ত হিন্দু বিধবার জীবন-ব্যর্থ জীবন, শুধু ঘৃণা, নিন্দা, সমালোচনাই তাকে সইতে হয়, গঞ্জনা তার হৃদয়ের শীতল চন্দন, হিন্দু সমাজের অশুভগ্রহ হিন্দু বিধবা। তাঁদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন আবশ্যক করে না।" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের সমগ্র বেদনা ব্যক্ত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সুলতা অমিয়ার এই সামান্য কথা কয়টির মধ্যে অনেক ভাবিবার আছে তাহা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিল। সে এই শোক সন্তপ্তা আনন্দ বিহীনা সুরভি পুষ্পিত লতার চিরসুন্দর মাধুর্য্যের ভিতর বিষাদের গভীর তপ্ত বেদনা ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা হইলেও যে তাহা কত গভীর সেটা অনুভব করিতে ভুল করিল না, নারীর বেদনা নারী না বুঝিলে আর কে বুঝিবে!

সুলতা ধীর স্বরে কহিল—"দিদি! তোমার কথার প্রতিবাদ করা ঠিক্ কিনা সেটা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা, তবে আমার মনে হয় যদি সমাজ তার সংকীর্ণতা দূর না করে তাহলে দিন দিনই নারীজাতির সমস্যা একটা গভীর কলঙ্কের মত সমাজের বুকে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। এদিকে সমাজের দৃষ্টিটা শীঘ্রই ফিরান কর্ত্তব্য। চুপ্ করে থাক্‌লে চল্‌বে না। কি বল?"

অমিয়া ধীর অথচ সংযত কণ্ঠে কহিল—"সুলতা সমাজ পুরুষের, নারীর নয়। জগতের সব দেশেই এই রীতি চলে আস্‌ছে। যে দিন নারী সমাজ জাগ্রত উন্নত ও শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌বে সেদিন এ সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর হবে, নতুবা পুরুষের বক্তৃতা বল,—সহানুভূতি বল গঙ্গার স্রোতে ঐরাবতের ন্যায় কোথায় ভেসে যাবে। বন্যার স্ফীত প্রবল উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের কাছে নারীর মঙ্গল চিন্তায় ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু মাথা তুলে দাঁড়াতে কখ্‌খনো পারবে না—এ আমি তোকে ঠিক্ বলে দিচ্ছি।"

সুলতার মন আজ তর্কের অনেকটা খোরাক পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,—এতদিন সে কাহারও নিকটই তেমন ভাবে তর্ক জমাইয়া তুলিতে পারে নাই, প্রমোদের সঙ্গেত নয়ই, বরং তাহার সঙ্গে যে দু'এক-দিন তর্কযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে যে সকল যুক্তি ও তর্ক প্রবল ভাবে বাহির হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিত তাহাও বাহির হইবার সময় ওষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ তাহার নিকট তেমন কোন বাধা নাই—তাই মুক্তপ্রবাহ স্রোতের ন্যায় সে সামান্য ভাবেই হউক বা গভীর ভাবেই হউক নারী জাতির উন্নতি সম্পর্ক যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছে তাহা বলিয়া যাইতে লাগিল—"সে কহিল—দিদি সমাজে হিন্দু বিধবার দুইটী দিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, প্রথম কর্ত্তব্য যাদের সুযোগ আছে তাদের শিক্ষালাভ করে অসহায়া হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার দ্বারা উন্নত করে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করা; দ্বিতীয়তঃ যারা বিবাহের পক্ষপাতিনী তাদের লোক গঞ্জনা বা লোক প্রশংসার দিকে দৃক্‌পাত না করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, এতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ কর্‌লে কখ্‌খনো চলবে না।'

অমিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"সমাজ তাদের কি ভাবে সম্বর্দ্ধনা করবে সে কথাটা কি একবার ভেয়ে দেখেছিস্ বোন্?"

সুলতা গর্জ্জিয়া কহিল—"সমাজ—সমাজ কি! যারা নূতন পথের পন্থী—যারা জগতে নূতন কিছু করে থাকেন চিরদিনই সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা তাদের উন্মাদ বলে অবহেলা করে থাকে। কিন্তু যারা সেই উন্মাদ তারাই মহাপুরুষ। একবার পাগল হওয়া চাই—বাহিরের আন্দোলন আলোচনা তর্ক, বিতর্ক সব উপেক্ষা করতে হবে, তবেত সফলতার পুষ্পমাল্যে তাদের শিরে এসে পড়বে।"

অমিয়া কহিল—'সুলতা, কাব্যজগতে কল্পনা জগতে অনেক আশাও আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠে, কিন্তু মেয়েদের বালির ঘরের ন্যায় একটা ফুৎকারে তাহা ভগ্ন হয়ে পড়ে;—তারপর একটা বিদ্রুপের অট্টহাসি হা হা করে করে চারিদিক থেকে হুঙ্কার তুলে সহসা কাল্পনিক হৃদয়কে ধুলিসাৎ করে দেয়।"

সুলতা গর্জ্জিয়া কহিল "কখনও না কখনও না। যারা এ সব কাজে অগ্রসর হয়েছেন ও হবেন তারা সকলেই সাহসী, বীর—বিদ্রুপের অট্টহাস্যে লোকের গঞ্জনায় কখনওত তারা দমে পড়েন নাই। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কতই না ষড়যন্ত্র চলেছিল, কত বিদ্রোহ চলেছিল, কিন্তু কেহ ত তাকে কর্ত্তব্যের পথ হতে বিচলিত করতে পারেন নাই। এখন ভেবে দেখ দিদি, শুধু পুরুষেরা সব করবেন, আর আমরা চুপ করে বসে থাক্‌লে তা কখনো চল্‌বে না। আমাদেরও সেই সব বীর মহান্ হৃদয় পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। তবেত কাজ হবে।"

অমিয়া হাসিয়া কহিল—"তুই যে একেবারে সাফ্রেজিষ্ট হতে চল্লি।

মেনে নিলুম এরূপ একটা সমাজ তৈরী হল, কিন্তু কয়জন পুরুষ বিধবা বিয়ে করতে সম্মত হবেন?"

"কেন, বিপত্নীকেরা বিধবাকে বিবাহ করুন, দুই পক্ষে বেশ দিব্যমিলন হবে। সমাজে কলঙ্ক সৃষ্টি করার অপেক্ষা বিবাহ যে অনেক মঙ্গলের কারণ।"

অমিয়া কোন কথা বলিল না—সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে একযোগে আশাও নিরাশায় একটা দোলা দুলিতেছিল। কখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কখন আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন দিকেই এই দুই তরুণীর লক্ষ্য ছিল না বা শীঘ্র যাইত না যদি অমৃতবাবু সুলতাকে আহ্বান করিবার জন্য তখন সেখানে না উপস্থিত হইতেন।

(২১)

শতদলবাসিনীর ন্যায় কোপন স্বভাবের মহিলারও প্রমোদের প্রতি একটা স্নেহের আকর্ষণ লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্যজনক হইলেও অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার যেমন পৃথিবীতে সম্ভবপর হয় এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সুলতার সহিত প্রমোদের বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি অমৃত বাবুকে ধরিয়া বসিলেন। অমৃতবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি ভাল দেখায়? একজন দোজবরের সহিত মেয়ের বিয়ে দেবে?"

শতদল কহিলেন—"একে আর দোজবর বলে না, সাতাশ আটাশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে সুলতাকে যেমন সাজাবে—তার চেয়ে কম বয়সি ছেলের সঙ্গে তেমন মানায় না। তারপর সব দিকে প্রমোদের মত উপযুক্ত ছেলে সমাজে খুব বেশী মেলাও ত সহজ নহে—আমার কোন আপত্তি নেই, রূপে গুণে বংশে সবদিকেই প্রমোদ মেয়ের যোগ্য জামাই।"

কন্যার বিবাহে জামাতা নির্ব্বাচনে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর মন্তব্যটা অনেক সময়েই বিচারোপযোগী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। পুরুষ বাহিরের দিকে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয় অর্থাৎ সাংসারিক দিক্‌টা যেমন লক্ষ্য করেন, স্ত্রীলোকেরা তেমনি ভাবি জামাতার চরিত্র, রূপ, গুণ ও বংশ-মর্য্যাদার প্রতি অধিকতর লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শতদলবাসিনী অনুসন্ধান দ্বারা প্রমোদের সম্পর্কে সব জানিয়া শুনিয়া যখন সুলতাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, তখন অমৃতবাবু আর কোনরূপেই তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বর্ত্তমান কন্যা-বিবাহের গুরুতর দায়িত্বের দিনে কন্যার পিতার পক্ষে কোনও অভিলষিত বিবাহ সম্বন্ধ উপেক্ষা করা যে বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে, সে বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অমৃতবাবুর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাই তিনি হাতের কাছের পাওয়া জিনিষটাকে হেলার চক্ষে না দেখিয়া শুধু গৃহিণীকে কহিলেন যে—"দেখ, সুলতা ছেলেমানুষটি নয়, সে লেখাপড়া শিখেছে, তার একটা মতামত জানা দরকার সে যদি তুমি জান্‌তে তা হলে ভাল হত না কি?" গৃহিণী কহিলেন—"সে তুমিই কর্‌বে, অতশত বুঝ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তুমিই সুলতাকে জিজ্ঞেস করো।" অমৃত বাবু গৃহিণীর একথা সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু সে দিন সুলতাকে একথাটা বলি বলি করিয়াও সারাদিন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গৃহিণী মাঝে মাঝে দু'তিনবার গর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,—শতদলবাসিনীর কোন বিষয়ে ঝোঁক চলিলে তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেন না। পত্নীর ঘন ঘন তাগিদে ব্যস্ত হইয়া অমৃতবাবু সন্ধ্যার পর সুলতাকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। সুলতার পিতার আরামকেদারায় অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় শুইয়া

গরগরার নল হইতে প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে কহিলেন—"সুলতা!"

সুলতা মৃদুস্বরে কহিল—"কি বাবা?"

পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

অমৃতবাবু খানিকটা ধোঁয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া গড়গড়ার নলটা নাবাইয়া রাখিয়া কহিলেন—"মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ কর না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার একটা মত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করি বলেই জিজ্ঞেস করব, তুমি অকপটে বল্‌বে—কোন লজ্জা করো না।"

সুলতার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার বাবা কি বলিতে চাহেন, তথাপি সে মৃদু হাসিয়া কহিল—"কি কথা বাবা?"

অমৃতবাবু কহিলেন—"তোমার মার ইচ্ছা প্রমোদের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় সেটা আমি জান্‌তে চাই।"

সুলতার সারাদেহে একটা লজ্জার পুলক শিহরণ—বসন্তের বাতাসের মত উতলাভাবে বহিয়া গেল—সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে কহিল—"আমি কি তোমাদের গলগ্রহ হয়ে উঠেছি বাবা, যে আমাকে দূর করে দিতে চাও?" সুলতার নিকট হইতে অমৃত বাবু এই-রূপ একটা উত্তর পাইবেন তাহা আশা করেন নাই, তাই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—তিনি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"সে কি কথা মা? তবে সমাজের এমনি বন্ধন যে মেয়ে শত আদরের ও স্নেহের হলেও তাকে পরের হাতে সঁপে না দিয়ে উপায় নাই, এজন্যে

কোন দুঃখিত হ'য়ো না মা, তোমার যদি এ বিষয়ে অনভিপ্রায় হয়, তাহলে আমি কখ্‌খনো প্রমোদের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব না।"

সুলতা কোন কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। অমৃতবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"মা! পিতা ও মাতার নিয়ত কল্পনা থাকে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে প্রাণে শান্তি লাভ করা, আমরা উভয়েই সে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে একথা বল্‌ছি—তুমি যদি ক্ষুণ্ণ হও আমি আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো না।" সন্তানবৎসল পিতার হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল।

সুলতার মনের ভিতর একটা তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যে প্রমোদের প্রতি বিরূপ, সে কথা যে সত্য নয়, তাহাত তাহার মনের অজ্ঞাত ছিল না, শুধু তাহার মনে একটা কথাই তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করিতেছিল যে সে যাহাকে জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া গ্রহণ করিবে, তাহার সেই দেবতা অন্যাসক্ত, এ বেদনাটা যে নারীর পক্ষে কল্পনায়ও কত বড় গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক তাহা প্রত্যেক নারীই মনে প্রাণে অনুভব করে। সুলতা ধীর স্বরে কহিল—"বাবা! আমি তোমাকে এখনও কোন কথা বল্‌বো না,—অতি করুণ স্বরে কহিল—"আমি তোমাকে কোনরূপেই কোন বাধা দিতে চাই না,—তবে আমার পক্ষে লজ্জাহীনার মত কাজ হলেও আমি সে কোন মতেই এত সহজে আমার মনের ভাব তোমায় বল্‌তে পারবো না।"

অমৃতবাবু ধীরে ধীরে সুলতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"বেশ! কোন তাড়া কোন ব্যস্ততা এতে নেই।"

(২২)

সরোজের মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সরযূ যখন আভরণহীনা ও মুণ্ডিত কেশা বিধবার শুভ্র বসনে সজ্জিত হইয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট বিদায় চাহিল তখন ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"মিস মুখার্জ্জি! এ আপনার একি পরিবর্ত্তন?" সরযূ হাসিয়া কহিল—"আমি মিস্ মুখার্জ্জি নই মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, সরোজবাবু আমার স্বামী ছিলেন,—"

ডাক্তার সাহেব অবাক্ হইয়া কহিলেন—"কই একথাত আপনি আগে আমায় কোন দিন বলেন নি?

সরযূ কহিল—"কোন বিশেষ ঘটনায় আমাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর মনান্তর ছিল, তাই উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলুম, বিধাতা আশ্চর্য্যরূপে আমাদের বহুকাল পরে মিলন করে দিয়েছিলেন, তারপর আপনিত সবই জানেন।"

"বড় দুঃখিত হ'লেম মিসেস্ ব্যানার্জ্জি! তাঁ চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?"

"কিসের জন্য আর চাকরি কর্‌বো?"

ডাক্তারবাবু এই কর্ত্তব্য নিষ্ঠাপরায়ণা তরুণীকে সত্য সত্যই স্নেহ করিতেন, দুঃখ করিয়া কহিলেন—"এখন কি কর্ত্তব্য ঠিক্ করলেন?"

"কাশীতে বিধবাশ্রমের ভার গ্রহণ করবো, তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য দিকে কোন উন্নতি কর্‌তে পারা যায় কি না সেদিকে যত্ন কর্‌বো, মানব সেবাকেই আমি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলুম। আপনাদের দেশে

ফ্লোরেন্সনাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা আছেন, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করতে পারবো না ?"

ডাক্তার সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"আপনার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সরযূ ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন—"বাবা! আমি তোমার বিধবাশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করবো। তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে? আমি যে খ্রীষ্টান।"

স্বামিজী হাসিয়া কহিলেন—"মনের বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতাই হচ্চে জাতির পরিচয়—বিধাতা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণতার আচরণে ঢেকে রাখতে চান না,—বন্ধনবিহীন মুক্ত ও উদার ভাবে মানুষের মন গড়ে উঠে এই তাঁর ইচ্ছা। এস মা আনন্দময়ী! তুমি আমার আশ্রমের ভার গ্রহণ কর। তোমাকে পেয়ে আমার সরোজকে হারিয়েছি বলে আর মনে কোন ক্ষোভ —কোন গ্লানি নেই!" সরযূ তাহার লক্ষ্য পথ স্থির করিয়া লইয়াছিল—সরোজের অন্তিম উপদেশ নর সেবার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সে কাশী চলিয়া গেল!

প্রমোদ এই বিলাসপরায়ণা নারীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে হৃদয়ে একটা পুলক-স্পন্দন অনুভব করিল। হিন্দু নারীকে বিপদের পঙ্কিল পথ হইতে নারী ব্যতীত আর কে রক্ষা করিতে পারে? সরযূ, হতভাগিনী নিরাশ্রয়া বিধবাদের আশ্রমের উন্নতির জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া মৃত প্রিয়তমের আত্মার তর্পণ আরম্ভ করিল।

(২৩)

অমিয়ার জীবনের উপর কেমন যেন একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কোনরূপেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিল না। সেদিন হঠাৎ আশ্রমে সরযুর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ে তাহার জীবনে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। সে স্থির করিল যে, যে ভালবাসা ক্ষুদ্র মানবকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে তাহাই বড় না সেই অনন্ত রাজ্যের অধীশ্বরই বড়। এক-জনকেই ভালবাসা ভাল, না বিশ্বজনের হিতের আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবন বিসর্জ্জন করাই ভাল।

একটা বৈরাগ্যের একটা বিষাদের পবিত্র জ্যোতিঃ তাহার অন্তরকে প্রধূমিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে ধূপের পবিত্র ধূমে মনের মন্দির পবিত্রতায় সুরভিত হইয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় প্রমোদ আসিতেই কহিল—"প্রমোদবাবু, আজ আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করবো, বলুন রাখবেন কি না?"

অমিয়া যে প্রমোদকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত প্রমোদের ত তাহা অজ্ঞাত ছিল না তবু কোন দিন প্রমোদের বাক্যে বা ব্যবহারে কিংবা অমিয়ার আচরণে তাহা প্রকাশ পায় নাই। ভালবাসার গভীরতা কোনদিন বাক্যে বা ভাষায় পরিস্ফুট হয় না, তাহা ধীরে নীরবে যুঁই ফুলের মৃদু মধুর সৌরভের ন্যায় আপনার মনে নিভৃতে বিকশিত হয়, ক্ষুদ্র শ্যামপত্রের অন্তরালেই তাহা ঢাকিয়া থাকে বাহিরে প্রকাশ পায় না। অমিয়ার প্রেমও সেই ক্ষুদ্র যুঁই পুষ্পটির মত হৃদয়ের মধ্যে আপনার মনে ফুটিয়াছিল। দেবতার চরণে তাহা নিবেদিত হইলেও দেবতার তাহা জ্ঞাত ছিল না।

প্রমোদ এই তরুণীর সহিত পরিচয়ের পর হইতেই জীবনে একটা নূতন আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক কোনদিনই এই শুভ্র-সুন্দর পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মঙ্গলময়ী দেবীর প্রতি বাক্যে বা ব্যবহারে এমন কোনও ব্যবহার প্রকাশ করে নাই যাহাতে তাহার হৃদয়ের কোন ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। হিন্দু বিধবার পবিত্রমূর্ত্তির নিকট কামনার বহ্নি লইয়া উপস্থিত হওয়া অবিবেচক কাপুরুষের কর্ত্তব্য! তবু এই তরুণী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে—অথচ সে আকর্ষণের তীব্রতার মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধান, সে ব্যবধান দূর করিবার সাহস কোন দিন তাহার হয় নাই। প্রমোদ যখন কাশীর বাস তুলিয়া লইয়া আবার ভিন্নপথে যাত্রা করিবার পথ খুঁজিতেছিল, এবং চির বিষাদের অশ্রুপূর্ণ করুণ কাকলি ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চঞ্চলচিত্তে আসিয়া অমিয়ার নিকট শুষ্ক হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়াইল, সে সময়ে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে তাহার কৌতুকময় প্রশ্নে সে না হাসিয়া পারিল না, মনের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। সে সরল স্বাভাবিক ভাবে অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"কি অনুরোধ করবে অমিয়া? আমি যে দু'এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যা কখনো ভাবিনি—শুধু এখানে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসে তাই হয়ে গেল,—মৃত্যু যেন আমার সঙ্গে নিয়ত শত্রুতা করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, নইলে সরোজবাবু আমাকে দু'দিনের পরিচয়ে অত আপনার করে পালিয়ে যাবেন কেন?"

"কি কথা তোমার অমিয়া?"

অমিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল—"মানুষের জীবন একটা বড় রকম স্বপ্ন, আপনার সঙ্গে সেই দুর্দ্দিনের পরিচয়ের পর হতে আমার মনে একথাটা

খুব ভাল করে উপলব্ধি হয়েছে। আপনি কি সরযুকে জানেন? যিনি এখন সদানন্দ স্বামীর বিধবাশ্রমের ভার গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যেই নারী সমাজের প্রচুর উন্নতি করেছেন?"

প্রমোদ কহিল—"কেন? এ প্রশ্ন কেন অমিয়া?

অমিয়া হাসিয়া কহিল—"অমনি। বলুন না যদি কিছু জানেন? আমার মনে হয় তার জীবনের উপর দিয়ে কোন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল, সে ঝড়ের উন্মাদনা হঠাৎ থেমে গেছে।"

প্রমোদ কহিল—"আমি খুব বেশী জানি তা নয়, তবে যেটুকু জানি তা তোমায় বল্‌তে পারি।" তারপর প্রমোদ এক নিঃশ্বাসে সরোজ ও সরযূর জীবনের কাহিনী বলিয়া গেল। অমিয়া স্তব্ধভাবে শুনিয়া গেল—তাহার মুখ রক্তহীন সাদা হইয়া গেল, সারা শরীরের উপর কেমন যেন একটা ঝড়ের হাওয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া গেল। অমিয়া নীরবে সব কথা শুনিয়া কহিল—"সংসারে পুরুষ ও নারীর এই বিচিত্র প্রেম নিয়েই দেখি জগৎ ব্যস্ত।" সে হাসিতে চেষ্টা করিল—হাসিতে পারিল না, আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল বলিতে পারিল না। প্রমোদ কহিল—"তোমার কি অনুরোধ আমায় বল্‌লে না ত?"

অমিয়া কহিল—"আমার অনুরোধ আপনি আবার বিবাহ করুন, সংসারি হন। আপনার মত প্রেম-প্রবণ সুন্দর হৃদয় ব্যর্থ হওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নয়। জানি, আপনাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিবার কোন অধিকার আমার নাই, তবু—আপনি আমাকে স্নেহ করেন—তা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই, অত বড় মূর্খ আমি নই। বলুন—আমার অনুরোধ রাখ্‌বেন?" অমিয়া এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া নিজেই লজ্জায়

সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল—তবু কি এক উত্তেজনাবশে সে একথা বলিয়া ফেলিল তাহা বুঝিতে পারিল না।

প্রমোদ নীরবে সব কথা শুনিয়া কহিল—"অমিয়া! সে আর হয় না। এ ব্যর্থ জীবনের সঙ্গী করবার জন্য আমি কার কাছে ভিখারীর মত দাঁড়াব? তারপর এই ভগ্ন-জীর্ণ বক্ষ নিয়ে কার কাছে বল্‌বো, ওগো! তুমি আমায় গ্রহণ কর! সে হ'ত যদি—তুমি—

প্রমোদ হঠাৎ আজ আপনার সমুদয় সংযমের বন্ধন ভগ্ন করিয়া হৃদয়ের তপ্ত-বেদনাপ্লুত প্রেম-ভিক্ষা ব্যক্ত করিবার উদ্যোগে করিতেই অমিয়া কহিল—"আমার বোন্ সুলতাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমি সুলতাকে জানি—আপনি অমলাকে হারিয়ে যে বেদনার জ্বালায় সংসারত্যাগী হয়েছেন, সুলতার কোমল-প্রেমে সে জীবন আবার পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। আমি সুলতাকে জানি, সেও আপনার প্রতি উদাসীন নয়। আমি হিন্দু বিধবা—ভালবাস্‌বার অধিকার আমার নাই, এক দিন যাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছিলুম, জ্ঞানে হউক—অজ্ঞানে হউক, তাঁর স্মৃতি আমি ভুল্‌লেও, তাকে স্মরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। মানুষ ঈশ্বরকে দেখে না, তবু যেমন ঈশ্বর নাই এমন কথা বল্‌বার তাঁর অধিকার নাই, সৃষ্টির ভিতর হ'তেই তিনি মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তেমনি যিনি আমার স্বামী ছিলেন, তাঁর অক্ষয় স্মৃতি—আমাকে তাঁরই স্মরণে আমার সাধনা সিদ্ধ করবেন। যিনি আমাকে বসন-ভূষণের ও বিলাসের বন্ধন হতে মুক্ত করে দিয়েছেন, সেই মুক্তির মধ্যে আমি সেবার অধিকার পেয়েছি। আমার লক্ষ্যপথ তাঁর স্মৃতি-পূজা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, আর্ত্ত ও ব্যথিত নর-নারীর সান্ত্বনা দান। আমিও বিধবাশ্রমের হতভাগিনীদের উন্নতির জন্য এ জীবন

উৎসর্গ করলাম। এত দিন কোন পথ পাইনি, আজ আমি আমার লক্ষ্য-পথ স্থির করেছি।"

প্রমোদ কহিলেন—"তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক। আমি ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি। আমারও কি কোন লক্ষ্যপথ নাই অমিয়া? পুরুষ কি এত বড় স্বার্থপর? অমলার স্মৃতি পূজাই কি আমার লক্ষ্য পথ নয়?"

অমিয়া কহিল—"পুরুষ ও নারীর জীবনে অনেক প্রভেদ। তারপর আমি জানি সুলতা আপনাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা উপেক্ষা করবেন না। সুলতাকে গ্রহণ করলে যদি অমলার আত্মার প্রতি আপনার অবিচার করা হয় সে জন্য আমি পাপী ও অপরাধী হতে সম্মত আছি। আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করলে বুঝবো আপনি আমাকে স্নেহ করেন না।"

প্রমোদ কহিল—"সুলতা কি আমাকে গ্রহণ করে সুখী হবেন?'

অমিয়া কহিল—"নিশ্চয় হবেন—আপনার ন্যায় স্বামী কোন্ নারীর না অভিপ্রেত? হঠাৎ অমিয়ার চোখ হইতে দুইফোটা তপ্ত অশ্রুজল মুক্তার ন্যায় ঢল ঢলে রূপে বিকসিত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

প্রমোদ আর কোন কথা বলিল না।

* * * *

অমিয়ার চেষ্টা ও যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই প্রমোদের সহিত সুলতার কলিকাতায় বিবাহ হইয়া গেল। অমিয়া ও তাহার মা এ বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন। অমিয়া প্রমোদকে তীব্র বিদ্রূপ দ্বারা এমন করিয়া আঘাত করিতেছিল যে প্রমোদ কোন দিন ভাবিতে ও পারে নাই

যে এই ধীরা গম্ভীরা নারী প্রকৃতির অন্তরালে [illegible] এবং কৌতুক [illegible] নিহিত আছে। সুলতার সহপাঠিনীরা সতীর্থের বিবাহে খুব, [illegible] কৌতুকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বাক্‌পটু সুলতা এবার সকলের কাছে নতশিরে হার মানিয়াছিল। শতদলবাসিনী অনন্ত বাবুকে বিবাহের কয়েকটা দিন অতি মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফুলশয্যায় সুসজ্জিত কক্ষে যখন প্রমোদ আবার নূতন করিয়া যৌবন-নিকুঞ্জে প্রফুল্ল বসন্তের হাস্যশ্রী অনুভব করিতেছিল, আর সুলতা পুষ্পিতালতার ন্যায় বিবাহের নব-বসন-ভূষণ-সজ্জিতা হইয়া প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রথম চুম্বনের গাঢ় তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, তখন সহসা অমিয়া সেখানে আসিয়া কহিল—"কেমন প্রমোদ বাবু! জীবনের লক্ষ্যপথ স্থির হইল ত?" সুলতা ও প্রমোদ এই শুভ্রবসনা সংসার-সুখ-ভোগ-পরিত্যক্তা পবিত্রতাময়ী নারী মূর্ত্তির চরণে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

অমিয়া অশ্রুভরা চক্ষে দীপ্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—"তোমাদের জীবন পুণ্যের শুভ্র জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হউক।

তোমাদের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হউন, ধন, ধান্যে, পুণ্যে ও জ্ঞানে চির আনন্দ লাভ কর। আমার এই আশীর্ব্বাদ তোমাদের জীবনে সার্থক হউক, আমি সারা জীবন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করবো।

(সম্পূর্ণ)